উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৬,৮৮৬.৯১ (-৪১৬.৭২)
নিফটি : ২৩,৯৯৫.৭০ (-৯৭.০০)

আসছে থ্রি ইডিয়টসের সিক্যুয়েল জানালেন আমির ৮

সিংহম বনাম পুষ্পার লড়াই ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	২১°	২৮°	২১°	২৭°	২২°	২৭°	২১°

মণিপুরে বাড়ছে ‘শূন্যতা’ ৭

১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 29 April 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 339

দ্বিতীয় দফার পাঁচালি

৭ জেলায় ১৪২ বিধানসভা কেন্দ্র

চর্চার কেন্দ্র ভবানীপুর

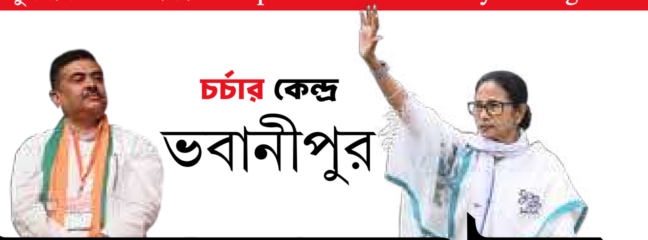

গণদেবতার পুজো

ভোটার সংখ্যা

দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে ৩,২২,১৫,২৬০

- পুরুষ ১৬৪৭৪৩০৬
- মহিলা ১৫৭৪০১৬২
- তৃতীয় লিঙ্গ ৭৯২

নজরকাড়া অন্য প্রার্থীরা

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, আফরিন বেগম, তাপস রায়, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, নৌশাদ সিদ্দিকী, শওকত মোল্লা, রত্না দেবনাথ, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অর্জুন সিং, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, শশী পাঁজা, সুজিত বসু

গ্যাংটকে গোওওললললললললল...

বঙ্গের ভোটপ্রচার শেষে সিকিম সফরে গিয়ে ফুটবলে মজলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিলেন গোলও। মঙ্গলবার গ্যাংটকে।

বুথের পথে মহিলা ভোটকর্মীরা। কলকাতায় মঙ্গলবার।

হুমকি বার্তায় ভোটের পরও হিংসার আভাস

দীপ সাহা

কলঙ্কের দাগটা শেষমেশ লেগেই গেল।

রক্তপাতহীন, হিংসাহীন, মৃত্যুহীন যে ভোটের স্বপ্ন দেখিয়েছিল প্রথম দফা, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল দ্বিতীয় দফা শুরুর আগে। আর সেইসঙ্গে বাংলার আকাশে নতুন করে মেঘ জমল ভোট পরবর্তী হিংসারও।

যে নির্বাচন কমিশন দু’দিন আগেই বঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভোটের কৃতিত্ব নিয়ে নিজেদের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল, সেই পিঠেই এখন রক্তের ছিটেফোঁটা। প্রধানমন্ত্রীর শেষ নির্বাচনি সভার ঠিক আগে রবিবার জগদ্দলে বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। চলে গুলিও। জখম হন সিআইএসএফ জওয়ান। মঙ্গলবার আরামবাগে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে আক্রান্ত হন খোদ সাংসদ মিতালি বাগ। ভাঙচুর হয় তাঁর গাড়ি। বুধবার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জে আবার দুই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে সাদা থান, জবা ফুল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হুমকি বার্তা। কালো কালিতে লেখা, ‘এবার বলো হরি, হরি বোল করে দেব’। ফলতায় ঝামেলা পাকানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠছে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে। সেখানে পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে কমিশন নিয়ে এসেছে উত্তরপ্রদেশের ‘সিংহম’ অফিসার অজয় পাল শর্মাকে। আর তার পর থেকে আরও চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এলাকায়।

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাগুলিকে বিক্ষিপ্ত মনে হলেও হিংসার সলতেতে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে একটু একটু করে। আর সেই আগুন ছারখার করে দিতে পারে গোটা বাংলাকে। কিন্তু কেন?

এবারের ভোট আসলে মরণবাঁচনের লড়াই। একদিকে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলের প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা। অন্যদিকে বঙ্গদখলের মরিয়া স্বপ্নে বুঁদ বিজেপির মরণকামড়। হয় এসপার, নয় ওসপার। একুশে পরিবর্তনের ডাক উঠলেও সেটা ছাব্বিশের কাছে অনেকটাই ফিকে। ফলে যে দলই এবার ক্ষমতায় বসুক না কেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ হয়ে উঠবেন নেতা-মন্ত্রীরা, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

টানা পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে তৃণমূলের কিছু নেতা যেমন দুর্নীতিপরায়ণ হয়েছেন, তেমনই বেড়েছে পেশিশক্তির আস্ফালন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, সর্বত্রই এক ছবি।

দিনহাটার উদয়ন গুহর কথাই ধরা যাক। কমল গুহর পুত্র ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূলে আসতেই হয়ে উঠেছেন দিনহাটার বেতাজ বাদশা।

এরপর দশের পাতায়

বেনজির নিরাপত্তায় আজ নির্বাচন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : ভোটযুদ্ধই বটে! ২ লক্ষের বেশি আধাসেনা, প্রায় ৫০ হাজার রাজ্য পুলিশের ঘেরাটোপে নির্বাচন। কালবৈশাখীর আবহে এ যেন নিরাপত্তার ঝড়। প্রাকৃতিক ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাসও যথেষ্ট। আবহাওয়া দপ্তর সতর্ক করেছে যে, ভোটের দিন খারাপ আবহাওয়া হতে পারে। তবে তা ভোট চলাকালীন না সন্ধ্যায়, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। অন্যদিকে, নিরাপত্তার ঝড়ে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাংলার ৭ জেলায় আধাসেনার বুটের শব্দ ভোটগ্রহণকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। তার ওপর আছে সাঁজোয়া গাড়ির টহলদারি। বুধবার সকাল থেকে রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। এই দফাতেই নিশ্চিত হবে বাংলার শাসনদণ্ড শেষপর্যন্ত কোন দলের হাতে যাবে। তবে আপাতত যে শাসনদণ্ড নির্বাচন কমিশনের হাতে, তাতে সন্দেহ নেই। গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণ থাকলেও এই দফার আগে হিংসায় তেতে উঠেছে রাজ্য। ফলে নির্বিঘ্নে ভোটপর্ব শেষ করা কমিশনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

২ লক্ষের বেশি আধাসেনা, ৫০ হাজার পুলিশ

সতর্কতামূলক গ্রেপ্তারিতেই যেন সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কমিশন। সেই কাজ করতে গিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশও কিছু ক্ষেত্রে অমান্য হচ্ছে বলে তৃণমূল অভিযোগ করছে। এর আগে ৮০০ জন তৃণমূল কর্মীকে কমিশনের গ্রেপ্তারের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। মঙ্গলবার আদালতে তৃণমূলের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন,

এরপর দশের পাতায়

উপসর্গহীন ম্যালেরিয়া রুখতে রক্ত পরীক্ষা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : শরীরে বাসা বেঁধে রয়েছে ম্যালেরিয়ার জীবাণু। অথচ শুধু জ্বর কেন, অন্য কোনও উপসর্গ নেই। গত তিন বছরে বর্ষার মরশুমে জলপাইগুড়ি জেলায় এমন ১৭ জন উপসর্গহীন রোগীর সন্ধান মেলে। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই নাগরাকাটা ব্লকের। এবার তাই আগেভাগেই রোগ চিহ্নিত করতে জেলার সাতটি ব্লকেই স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে সমীক্ষার কাজ শুরু করল স্বাস্থ্য দপ্তর। বাড়ি বাড়ি ঘুরে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। শিডিউল তৈরি করে সওয়া লক্ষেরও বেশি লোকের নমুনা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছে।

ম্যালেরিয়াপ্রবণ নাগরাকাটা ব্লকজুড়েই নমুনা সংগ্রহ করা হবে। প্রথম ধাপে এই ব্লকের কলাবাড়ি চা বাগান, খেরকাটা গ্রাম, লালঝামেলা বিস্ত, বামনডাঙ্গা চা বাগানের মতো আরও কয়েকটি জায়গায় নয়টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে কাজ শুরু হয়েছে। ময়নাগুড়ির ব্লকের সাতটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতায় থাকা নয়টি গ্রামে কর্মসূচি চলছে। অন্যান্য ব্লকের ক্ষেত্রেও ৫-১০টি স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে নমুনা সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

- জেলায় গত তিন বছরে ১৭ জন উপসর্গহীন ম্যালেরিয়া রোগীর হদিস
- নাগরাকাটা ব্লক সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হওয়ায় এখানে সমীক্ষায় জোর
- স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ডেল্টামেথ্রিন নামে রাসায়নিক মেশানো মশারি বিলি হবে

জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, ‘প্রাক বর্ষায় এই সমীক্ষা উপসর্গহীন বা উপসর্গ রয়েছে এমন রোগীদের আগেভাগেই চিহ্নিত করে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। মূল লক্ষ্য, কোথাও যাতে ম্যালেরিয়া না ছড়াতে পারে তা নিশ্চিত করা। এককথায় প্রাক বর্ষাতেই প্যারাসাইটিক লোড কমিয়ে আনা। পরবর্তীতে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ডেল্টামেথ্রিন নামে এক বিশেষ রাসায়নিক মেশানো মশারিও বিলি করা হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক সময়ে ফি বছর জেলায় আড়াইশো থেকে তিনশো প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স বা পিভি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সন্ধান মিলছে। যে কর্মসূচিটি বর্তমানে শুরু হয়েছে তাতে বাছাই করা স্থানগুলি থেকে কারও জ্বর থাক বা নাই থাক, প্রত্যেকটি বাড়ির সবার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। সমীক্ষার নেতৃত্ব দিচ্ছেন উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) ডাঃ রুমি মণ্ডল। স্লাইডে মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষার পাশাপাশি র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিটেও (আরডিকে) রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট পজিটিভ মিললেই তাঁদের নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে চিকিৎসা শুরু হবে। ওই ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের চিকিৎসার মাঝামাঝি পর্বে ও রোগমুক্ত হওয়ার পরও ফের দু’দফায় রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ভোটের ডিউটির জেরে চরম ভোগান্তি ব্যাংকে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ভোটের গেরোয় ব্যাপক ভোগান্তি। দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য সরকারি কর্মীরা দক্ষিণবঙ্গে গিয়েছেন। ফলে কর্মীসংকটে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) জীবনবিমা (এলআইসি) সহ বিভিন্ন অফিসে বর্তমানে ভয়াবহ অবস্থা। ব্যাংকে টাকা লেনদেন ছাড়া বাকি কাজ কার্যত বন্ধ। পোস্ট অফিসে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কর্মীসংকটের জেরে পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। প্রায় কর্মীশূন্য পিএফ অফিসে সব কাজই প্রায় শিকেয় উঠেছে। ভোটের ডিউটি সেরে কর্মীদের ফিরে আসতে চলতি সপ্তাহের শনিবার পেরিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে সামনের সোমবার গণনা। সেই কাজের জন্য এই অফিসগুলো থেকে আলাদা করে কর্মীদের নেওয়া হয়েছে। ফলে পরিষেবা স্বাভাবিক হতে আগামী মাসের ৫-৬ তারিখ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে মাসের প্রথমে ব্যাংক, পোস্ট অফিসে গ্রাহকদের পরিষেবা পেতে যে হয়রানির শিকার হতে হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত।

বানারহাটের বাস কোথা থেকে তাঁরা পাবেন বলে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ অফিসের বাইরে এক লটারি টিকিট বিক্রেতাকে দুজন হিন্দিতে প্রশ্ন করছিলেন। লটারি টিকিট বিক্রেতা তাঁদের পরামর্শ দিলেন টোটোতে করে নেতাজিপাড়া বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার। তাঁরা কোন চা বাগানের শ্রমিক তা মাঝবয়সি ওই দুই ব্যক্তির কথা শুনেই বোঝা গেল। টোটোতে ওঠার আগেই জিজ্ঞাসা করতেই তাঁদের অন্যতম রবি ওরাওঁ হিন্দিতে জানালেন তাঁরা লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান থেকে পিএফ অফিসে এসেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

- দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য সরকারি কর্মীরা দক্ষিণবঙ্গে ডিউটি দিতে গিয়েছেন
- কর্মীসংকটে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, পিএফ সহ বিভিন্ন অফিসে ভয়াবহ অবস্থা
- পরিষেবা স্বাভাবিক হতে আগামী মাসের ৫-৬ তারিখ হবে বলে মনে করা হচ্ছে

নীল কালির বিষাক্ত চুম্বনে বড়ই বিড়ম্বনা

গণতন্ত্রের যজ্ঞের শেষে যজ্ঞশালার হোতাদের হাতের আঙুলগুলি যে নীল বর্ণ ধারণ করবে, তা নির্বাচনি বিধানে লেখা ছিল না। কিন্তু দোয়াতে থাকা সিলভার নাইট্রেট এমন এক নীল কামড় বসিয়েছে যে, সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দুও বুঝি তাঁর ওথেলো-মার্কা মেকআপ দেখে লজ্জা পেতেন।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ফেসবুকে ‘নীল বিপ্লব’ শুরু হয়েছে। মার্ক জুকেরবার্গের তৈরি ক্যানভাসে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে আর্তনাদ আর চোখ মেললে দেখা যাচ্ছে বিচিত্র সব ফোলা আঙুলের প্রদর্শনী। মনে হচ্ছে, কোনও দুষ্টু জাদুকর এসে ভোটকর্মীদের আঙুলগুলোকে রাতারাতি আলফ্রেড হিচককের ভূতুড়ে সিনেমার প্রপ বানিয়ে দিয়েছে। কারও আঙুলের ডগা ফুলে গোল হয়েছে, কারও গোটা আঙুলটাই। ‘আঙুল ফুলে কলাগাছ’ হওয়ার আক্ষরিক রূপান্তর বোধহয় একেই বলে। তবে সেই কলাগাছটি এখানে সবুজ নয়, নীল। যেন কোনও বিচিত্র এলিয়েন এসে গোপনে হ্যান্ডশেক করে গিয়েছে অভাগা পোলিং অফিসারদের সঙ্গে।

ভোটকর্মীদের ব্রহ্মাস্ত্র হল একটি ছোট্ট শিশি, যার ভেতরে বন্দি থাকে গণতন্ত্রের পবিত্র নির্যাস, অমোচনীয় নীল কালি। ভোটারের আঙুলে এই কালির একটি ছোট্ট আঁচড়ই প্রমাণ করে দেয় যে, তিনি তাঁর নাগরিক দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। কিন্তু কে জানত, এই নিরীহ নীল কালিই একদিন বুমেরাং হয়ে খোদ ভোটকর্মীদের দিকেই ধেয়ে আসবে! ভোটারদের আঙুলে গণতন্ত্রের টিকা লাগাতে গিয়ে ভোটকর্মীদের আঙুলে, হাতের বিভিন্ন অংশে সেই কালি লেপ্টে গিয়েছে। তারপরই দেখা দিয়েছে বিপত্তি। সম্প্রতি এই কালি-বিভ্রাট নিয়ে ভোটকর্মীদের মধ্যে যে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে, তা একদিকে যেমন মর্মান্তিক, অন্যদিকে তেমনই নিখাদ হাস্যরসের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

গণতন্ত্রের যজ্ঞের শেষে যজ্ঞশালার হোতাদের হাতের আঙুলগুলি যে নীল বর্ণ ধারণ করবে, তা নির্বাচনি বিধানে লেখা ছিল না। কিন্তু দোয়াতে থাকা সিলভার নাইট্রেট এমন এক নীল কামড় বসিয়েছে যে, সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দুও বুঝি তাঁর ওথেলো-মার্কা মেকআপ দেখে লজ্জা পেতেন। যে কালি দিয়ে বাঙালির আঙুলে তিলক আঁকার কথা, সেই কালিই আজ ভোটকর্মীদের হাতে ‘নীল দর্পণ’ নাটকের নতুন পাণ্ডুলিপি রচনা করে ফেলেছে।

ভোটকেন্দ্রে যিনি ভোটারের আঙুলে কালি লাগানোর দায়িত্বে থাকেন, তাঁর কাজটি দেখতে খুব সহজ মনে হলেও আদতে তা নয়। সকাল থেকে সন্ধে অবধি শয়ে-শয়ে মানুষের বাঁ হাতের তর্জনী খুঁজে বের করে তাতে তুলির নিখুঁত টান দেওয়া একপ্রকার শিল্প। কিন্তু এই প্রবল ব্যস্ততা আর হুড়োহুড়ির মধ্যে একটু-আধটু কালি যে ভোটকর্মীর নিজের হাতে লাগবে না, এমন গ্যারান্টি কে দেবে? সাধারণত এই সামান্য কালির দাগকে ভোটকর্মীরা বীরত্বের তিলক হিসেবেই মেনে নেন। যেন রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসা সৈনিকের গায়ের ধুলো। কিন্তু এবারের চিত্রপট ছিল একেবারেই ভিন্ন। এইবারের কালি যেন তার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য হারিয়ে এক অদ্ভুত আক্রোশে ফেটে পড়ল ভোটকর্মীদের আঙুলের ওপর।

ইভিএম সিল করে, রাতে যখন কর্মীরা বাড়ি ফিরলেন, তখনও তাঁরা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি কী সাংঘাতিক বিপর্যয় তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আসল খেলা। যাঁদের হাতে বা আঙুলে ওই নীল কালি লেগেছিল, প্রথমে সেখানে শুরু হল হালকা চুলকানি। এরপর তা রূপ নিল তীব্র জ্বালাপোড়ায়। সকাল হতে না হতেই দেখা গেল, অনেকের আঙুল ফুলে একেবারে ঢোল! ত্বক লাল হয়ে উঠেছে, কারও কারও তো রীতিমতো ফোসকা পড়ে ঘা হয়ে যাওয়ার উপক্রম। সিলভার নাইট্রেট মিশ্রিত কালি যে ত্বকের সংস্পর্শে এসে এমন ভয়ংকর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে, তা হয়তো নির্বাচন কমিশনের কর্তারাও স্বপ্নে ভাবেননি। অমোচনীয় কালি যে কেবল মুছতে চায় না তা নয়, এবার সে যেন চামড়া সুদ্ধ তুলে নেওয়ার পণ করেছে।

আতঙ্কিত ভোটকর্মীদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই চিকিৎসকদের চেম্বারে হাজির হয়েছেন। গণতন্ত্রের সেবকদের এমন করুণদশা দেখে চিকিৎসকরাও প্রাথমিকভাবে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। রাসায়নিক দহনের এই অভিনব রূপ আগে খুব একটা দেখা যায়নি। অগত্যা অ্যান্টিঅ্যালার্জিক ওষুধ, স্টেরয়েড ক্রিম আর ব্যথানাশকের শরণাপন্ন হতে হয়েছে তাঁদের।

এরপর দশের পাতায়

বৃষ্টি মাথায় পলিথিনে ঢেকে প্রতিমা নিয়ে বাড়ির পথে। মঙ্গলবার গাজোলে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

ধুঁকছে ঐতিহ্যবাহী কেশব আশ্রম

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৮ এপ্রিল : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে শতবর্ষপ্রাচীন কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী 'কেশব আশ্রম'। ঐতিহাসিক এই আশ্রমের সুরক্ষাবলয় ভেঙে ফেন্সিংয়ের তারের জালি কেটে ফেলার মতো ঘটনা ঘটেছে। নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে পার্কের শিশুদের খেলার সরঞ্জাম। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা এই পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 'পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন্স' বিভাগের ওপর। কিন্তু তারা যে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নয় তা কেশব আশ্রমে গেলেই বোঝা যায়।

কোচবিহারের পাটাকুড়া এলাকায় তোর্ষা নদীর তীরে অবস্থিত এই কেশব আশ্রমটি স্থানীয়দের কাছে 'রানি বাগান' নামেই বেশি পরিচিত। ১৮৮৯ সালের ১৪ মে উদ্বোধন হওয়া এই আশ্রমের গেটে তালা ঝোলানো থাকলেও,

নজরদারির অভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই নড়বড়ে। গেট পেরিয়ে বাঁধের দিকে এগোলেই দেখা যায় সীমানার তারের জালির বড় অংশজুড়ে কাটা রয়েছে, যা দিয়ে অনায়াসেই যে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারে।

আশ্রমের ভেতরে রয়েছে একটি চৌচালা, যেখানে কোচবিহারের মহারাজাদের স্মৃতিবেদি ও চিতাভস্ম সংরক্ষিত আছে। শহরের প্রবীণ বাসিন্দারা জানান, অনেক আগে এই চিতাভস্মের একটি রুপোর কলস চুরি যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছিল। এছাড়া আশ্রম চত্বরে ব্রাহ্মদের একটি ছোট উপাসনা কক্ষ রয়েছে। অভিযোগ, মাসছয়েক আগে দুষ্কৃতীরা সেই উপাসনা কক্ষের দরজা ভেঙে লাইট চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

কোচবিহার হেরিটেজ কমিটির সদস্য অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'উপাসনা কক্ষটিকে যথাযথভাবে মেরামত করে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া পর্যটকদের জন্য আশ্রমের উদ্যানটি উন্মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এতে যেমন পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে, তেমনি রাজআমলের ঐতিহ্যের ছোঁয়াও তাঁরা অনুভব করতে পারবেন।'

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, কেশব আশ্রমে শুধুমাত্র মহারাজাদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীর সময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে স্থায়ী কোনও কর্মী বা রাতের পাহারাদার নেই। উদ্যানটির দায়িত্বে থাকা পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন্স-এর রেঞ্জ অফিসার অভিজিৎ নাগ বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আশ্রম সংস্কারের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অর্থবরাদ্দ পেলেই দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু করা হবে।'

পর্যটকদের ডুয়ার্সে আসার আমন্ত্রণ

ঘুরে দাঁড়াতে 'বর্ষার বনবাস'

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেও শীতের পাহাড়ে কেন পর্যটকরা ছুটে আসেন? সহজ উত্তর, 'ঘুমন্ত বুদ্ধ' কাঞ্চনজঙ্ঘার টানে। বর্ষায় পাহাড় না ডুয়ার্স, এমন প্রশ্ন কোনও পর্যটককে করলে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে থাকবে জঙ্গল। কিন্তু পাশাপাশি শোনা যাবে আক্ষেপের কথা। কেননা, বর্ষার সময় বন্যপ্রাণের প্রজনন ঋতুর জন্য জঙ্গলপথ বন্ধ হয়ে যায় তিন মাসের জন্য। কিন্তু বর্ষায় সময়কালকেই সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাই এখানকার ব্যবসায়ীরা এবার 'বর্ষার বনবাস' প্যাকেজ তৈরি করে পর্যটকদের ডুয়ার্সে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

উত্তরের বাকি জঙ্গলের সঙ্গে আগামী ১৬ জুন থেকে তিন মাস সাধারণের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ হচ্ছে গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। প্রতি বছরই এই সময় পর্যটকরা জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারেন না। ফলে ডুয়ার্সের পর্যটনে পুজোর মুখে ভাটা দেখা দেয়। কিন্তু এবছর এই সময়কে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন এখানকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। 'বর্ষায় বনবাস', নতুন ট্যাগলাইনকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ পর্যটন প্যাকেজ। জঙ্গলে প্রবেশ বন্ধ থাকলেও জঙ্গল সংলগ্ন বিভিন্ন সড়কপথে ভ্রমণের সুযোগ রাখা হয়েছে এই প্যাকেজে। গরুমারা ও লাটাগুড়ি এলাকার জঙ্গলপথ, লাটাগুড়ি থেকে ছাওয়াফুলি যাওয়ার রাস্তা, এমনকি চাপড়ামারি যাওয়ার পথও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পর্যটকদের ভ্রমণসূচিতে। পর্যটকদের সাধ্যের কথা ভেবে প্যাকেজ তৈরি, দাবি করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পর্যটকদের কাছে বর্ষার ডুয়ার্স অন্যমাত্রায় ধরা দেয়। কখনও রিমঝিম কখনও আবার ঝমাঝম বৃষ্টি, সঙ্গে রোদ ও মেঘের লুকোচুরি। আবহাওয়ার এমন খেয়ালিপনায় জঙ্গল ঘেরা নির্জন রিসর্টের বারান্দায় বসে এক কাপ চা, যে কোনও পর্যটককেই প্রকৃতিপ্রেমী করে তোলে। পাশাপাশি, বর্ষায় সবুজে মোড়া জঙ্গল এবং পাহাড়ি খরস্রোতা মূর্তি, ডায়না ও নেওড়া নদীর উচ্ছ্বাস পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে পর্যটন মহল। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলছেন, 'বর্ষার সময় জঙ্গলে প্রবেশ বন্ধ থাকলেও, জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে প্রায়শই বন্যপ্রাণীর দেখা মেলে। সেই অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখেই প্যাকেজ তৈরি করা হয়েছে।'

শুধু জঙ্গল লাগোয়া রাস্তা বা এলাকা নয়, পর্যটকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে রাখা হয়েছে চা বাগান ও চা কারখানা পরিদর্শনের সুযোগ। ফলে পাতা তোলা থেকে চা তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া কাছ থেকে দেখার সুযোগ মিলবে পর্যটকদের। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অনুপ গোপ জানান, ভাবনাকে সার্থক করতে ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন পর্যটনমেলার মাধ্যমে প্যাকেজের প্রচার শুরু হয়েছে। বুকিং নিয়েও আগ্রহ দেখাচ্ছেন পর্যটকরা।

বর্ষার এই ভাবনা আগামীদিনে ডুয়ার্সের পর্যটনে নতুন দিশা দেখাবে, এই আশাতেই বর্ষা-বৃষ্টির প্রতীক্ষায় এখন পর্যটন মহল।

আকাশজুড়ে মেঘ জানান দিচ্ছে বর্ষা আসছে। -সংবাদচিত্র

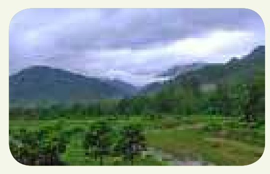

- বর্ষার তিন মাস বন্যপ্রাণের প্রজনন ঋতুর জন্য বন্ধ জঙ্গলপথ, ভাটা ডুয়ার্সের পর্যটনে
- বর্ষার এই সময়কালকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে নতুন প্যাকেজের প্রচার পর্যটন ব্যবসায়ীদের
- জঙ্গল লাগোয়া রাস্তা থেকে খরস্রোতা নদী, চা বাগানকে অন্তর্ভুক্তি বর্ষার বনবাস প্যাকেজে

অ্যাফিডেভিট

আমি Uttam Chhetri vill- Moraghat P.O. Binnaguri, P.S. Banarhat. Dist- Jal. আমার ছেলের (যার নাম- Shivraj Chhetri) Birth Certificate No-2872 Date- 11.12.2009 এ আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 31.3.26 তারিখে জলপাইগুড়ি- 1st Class Judicial Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার স্ত্রীর নাম Gouri Chhetri এবং Bunu Chhetri একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (B/S)

•

আমি Aphijar Rahaman স্ত্রী Anowara Begam আমার পুত্রের জন্মশংসাপত্রে Afijar Rahaman ও Dalia Begam থাকায় ইং 16/4/26 জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Aphijar Rahaman ও Afijar Rahaman এবং Anowara Begam ও Dalia Begam একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। ২ নং ব্রীজ, ধূপগুড়ি। (A/B)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/006/450475 আমার নাম Kaloni Barman-এর পরিবর্তে Kaloni Burman, S/o Taroni Barman-এর পরিবর্তে Tarani লিখিত হয়েছে। আধার কার্ড নং 983207038073 আমার প্রকৃত নাম Kaloni Barman-এর পরিবর্তে Kanoli Barman লিখিত হয়েছে। গত 28-04-26, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Kaloni Barman, Kaloni Burman এবং Kanoli Barman, আমার বাবা Taroni Barman এবং Tarani উভয়েই অভিন্ন ব্যক্তি। গ্রাম ও পোঃ কোয়ালিদহ, থানা ঃ দিনহাটা, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/120680)

•

Malda English Bazar Municipality কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম শংসাপত্রে আমার পুত্রের নাম Bindhya Kumar Sarkar নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 27.04.26, J.M. 3rd Court (S), কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে উল্লেখিত Abhikarsa Sarkar এবং Bindhya Kumar Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। সর্বত্র আমার পুত্রের সঠিক নাম Abhikarsa Sarkar প্রতিষ্ঠিত করতে আমি এই হলফনামা পেশ করলাম। - Bijay Kumar Sarkar, গোপিনাথ রোড, বাজার মাঠ, নিউ টাউন, থানা : কোতোয়ালি, পো : ও জেলা : কোচবিহার। প:ব:। (C/120683)

কর্মখালি

কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত হোটেলের জন্য ম্যানেজার, রিসেপশনিস্ট এবং সার্ভিস বয় প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9434028924 (11. A.M- 10 P.M) Email : pfvp.cob@gmail.com (C/120682)

•

Wanted 2 person for health care Centre & garden. Sal. 10,000/- (M):- 98324-92627. (C/121721)

•

Walk-In-Interview 1. Bengali Teacher-M.A., B.Ed. 2. Montessari Trained Teacher S.C.G. English Academy Affiliated to CBSE # Affliation No : 2430229 Date : 3/05/2026 Time : 11:00 AM Contact : 8250402203. (C/121721)

•

Abacus Class শিলিগুড়ি হাকিম পাড়াতে শিক্ষকতার জন্য Graduate মহিলা আবশ্যক। কাজের সময় :- Tuesday & Wednesday : 4 PM to 8 PM Saturday & Sunday : 11 AM to 7 PM Salary - 6000/- নামমাত্র প্রশিক্ষণ খরচ দিতে হবে। Send your biodata @ 9830085398 via WhatsApp No phone call please.

রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আউটসোর্স কর্মীর ব্যবস্থা

টেন্ডার নোটিশ নম্বর: ইএল_টিআরডি_০১_২৬-২৭; তারিখ: ২৪-০৪-২০২৬; (বিড নম্বর ঃ ইএল_টিআরডি_০১_২৬-২৭)। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, কাজের নাম ঃ (i) ২৪ মাস মেয়াদে কালিয়াগঞ্জ ওএইচই ডিপোর এখতিয়ারভুক্ত আরারিয়া-গলগলিয়া সেকশনে ওএইচই সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, প্রতিদিনের ফুট পেট্রোলিং এবং ব্রেকডাউনে সাড়া দেওয়ার জন্য আউটসোর্স কর্মী ব্যবস্থা, (ii) ২৪ মাস মেয়াদে কাটিহার ডিভিশনে কালিয়াগঞ্জ ওএইচই ডিপোর এখতিয়ারভুক্ত আরারিয়া-গলগলিয়া সেকশনে ওএইচই নন-কোর অ্যাক্টিভিটি কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,১৭,৬৯,২৭৬.৬০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৫৮,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-০৫-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১৮-০৫-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

আইআরইপিএস-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে পার্সেল লিজিং কন্ট্রাক্ট প্রদান

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়মের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরুর করা ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর এবং ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি আরটিভিপি লিজে দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারের প্রয়োজন আছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণঃ **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৫এ। কামরা ঃ** ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর এবং ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৫.২০২৬ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (HWH-37/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪০৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪০৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/০১/২০২৬-২৭; তারিখঃ ২২-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৩৭/২৬/০৮৯০/ওটি/০১/২০২৬-২৭, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৫-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট-এর জন্য প্যাকিং, ড্রইং নং. ডব্লিউডি- ৯১০৭৪-এস/১, আইটেম- ২, এএলটি-৪ মেট. এসপিইসি - সর্বশেষ সংশোধন ও সংযোজনসহ ড্রইং অনুযায়ী। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৫২৯ টি। (ii) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১৯৩০ টি। (iii) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও, ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৯২০ টি। (iv) পরিমাণ- পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৬৫৬ টি। পি. এল. নং. - ৩৮১০৬৮০২।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ১০/২৬/৩৭৮২/ওটি/০২/২০২৬-২৭, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৫-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ বেয়ারিং অ্যাসেম্বলি রোলার (পিই) পিনিয়ন এন্ড টু ইএমডি পার্ট নং.- ৪০০৭২৯৪৯, ডিএলডব্লিউ পিএল নং. - ১৭৪০০০৩০। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। ইউভিএএমঃ আইটেম আইডিঃ ২২০১০৮১-বিয়ারিং সাসপেনশন, ইএমডি লোকোমোটিভের জন্য ট্র্যাকশন মোটরের ড্রাইভ এন্ড। পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও, ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৩০০ টি। পি. এল. নং. - ১৭৪০০০৩০।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৬০/২৫/৫৩০১/ওটি/০৩/২০২৬-২৭, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৫-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ডেমু/শিলিগুড়ি জং.-এর মেমু শেডের জন্য রেল-কাম-রোড ভেহিকল এবং আনুষাঙ্গিকসহ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/ডেমু/আইসি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১ টি। পি. এল. নং. - ৬৫৯০২০২৩০০০৩২। (২) ওয়্যারেন্টি সময়ের পরবর্তী সাত বছরের জন্য ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর মাস, এএমসি সময়ঃ ৭ বছর। ডিসকাউন্টিং রেটঃ ১০% শুরু হবে ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ এনএ, স্টেজ ঃ ০] আইটেমের প্রকারঃ এএমসি। পরিমাণ- এসএসই/ডেমু/আইসি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১ টি। পি. এল. নং. - ৬৫৯০২০২৩।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. ৩০/২৫/১৪৪২এ/ওটি/০৪/২০২৬-২৭, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১২-০৫-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ বিজি এলএইচবি যাত্রীবাহী কোচের জন্য কমপ্লিট সাপোর্টিং ডিভাইস অ্যাসেম্বলি। মেট. এসপিইসি - আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (আরইভি-০৩) আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ আরইভি-০৩ দিনাংক ১ জুলাই ২০২৪ সংশোধনী অনুযায়ী। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৮৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃআইটেমঃ ৩১০০২১১, ভারতীয় রেলে-এ বিজি যাত্রীবাহী কোচসমূহে ফিটমেন্ট-এর জন্য এএআর-এইচ টাইপ হেড সহ উন্নত উচ্চপ্রসারণ ক্ষমতাসম্পন্ন টাইট লক সেন্টার বাফার কাপলার। আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৫৩৯ সেট। (ii) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও, ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৯৩ সেট। পি. এল. নং. - ৩৩৫০৫৫৩৬।

ক্র.নং. ৫। টেন্ডার নং. ৬০/২৬/৫০১২/ওটি/০৫/২০২৬-২৭, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ তিন বিন্দু পোর্টেবল ডিজিটাল হুইল ডায়ামিটার গেজ-এর সরবরাহ। মেকঃ পিআইই বা অনুরূপ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৪০ টি। পি. এল. নং. - ৪৩০৬০০৮৫০০১১।

ক্র.নং. ৬। টেন্ডার নং. ১০/২৬/৩৬৭৬/ওটি/০৬/২০২৬-২৭, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০৬-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ডব্লিউডিপি৪ থেকে ইএমডি পিটি. নং. ৪০০৫০৬৫৬-এর জন্য জার্নাল বক্স বিয়ারিং অ্যাসেম্বলি ব্রেনকো ৬-১/২×১২ ক্লাস এফ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমঃ ২২০১১৯৪, এইচএইচপি লোকোমোটিভের জন্য জার্নাল বিয়ারিং অ্যাসেম্বলিসহ বিয়ারিং অ্যাডাপ্টার (বুশিং ট্র্যাকশন রড ব্যতীত)। আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। ১) পরিমাণঃ শিলিগুড়ি জং./ডিজেল/ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৪৯০ টি। ২) পরিমাণঃ নিউ গুয়াহাটি/ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২৩৪ টি। পি. এল. নং. - ১৭০২১১৫৭।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

ট্যাংরার লাল ঝোল এবং পিঙ্ক শেক তৈরির পদ্ধতি শেখাবেন শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায়। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ ফুল আর পাথর, দুপুর ১২.৪৫ গোলমাল, বিকেল ৩.৪৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৬.৪৫ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.০০ লভ এক্সপ্রেস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতিকার, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ পলিট্রিকস, সন্ধে ৬.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ৯.৩০ মহাগুরু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আমার শপথ, বেলা ১১.৩০ বাবা কেন চাকর, দুপুর ২.৩০ অভাগিনী, বিকেল ৫.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ৮.০০ পিতা মাতা সন্তান, ১১.০০ বস-বর্ন টু রুল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারণকবি মুকুন্দদাস

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৩ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ২.১৩ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৫.১১ দেবা, সন্ধে ৭.৫৯ আরআরআর, রাত ১১.৩২ রান

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৩৭ আঘাজ, দুপুর ১.৪৮ অগ্নি সাক্ষী, বিকেল ৪.২২ হাতকড়ি, রাত ৮.২৩ আঁখে, ১১.৩০ আগ

জি বলিউড : বেলা ১১.১১ খট্টা মিঠা, দুপুর ২.১১ পেয়ার ঝুকতা নেহি, বিকেল ৫.০৬ কোহরাম, রাত ৮.০০ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, ১১.৩০ জোড়িদার

শিবেলা : দ্য মিরাকল চিতা
বিকেল ৫.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

প্রেম প্রতিজ্ঞা বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন, সাফল্য নিশ্চিত। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে সাফল্য পাবেন। বৃষ : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন আজ সফল হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কর্মসূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। মিথুন : আত্মীয়ের কথায় কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা লগ্নি করে অনুশোচনা করতে হতে পারে। আগুন, বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কর্কট : বাড়ি সংস্কার করার আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনা সেরে নিন। বুদ্ধিবলে আজ কর্মক্ষেত্রে বিরোধীদের পরাস্ত করতে পারবেন। সিংহ : অন্যের কথায় কাউকে টাকা দিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ির কোনও গোপন কথা বন্ধুমহলে আলোচনা করবেন না। কন্যা : অলসতার কারণে আজ বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। তুলা : প্রিয়জনের আচরণে মানসিক কষ্ট পেতে পারেন। দুপুরের পর থেকে ব্যবসায় গতি ও উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। বৃশ্চিক : বন্ধুর ছদ্মবেশে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে, সতর্ক থাকুন। জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ধনু : কোনও আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রচুর টাকার ক্ষতি হতে পারে। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা লেগে থাকবে। মকর : পুরোনো বাড়ি কিনে লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পারায় প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও সুনাম পাবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য পাবেন। মীন : সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে চরম বিরোধিতা হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ৯ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৫ বহাগ, সংবৎ ১৩ বৈশাখ সুদি, ১১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৫।৫৯। বুধবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৭।৪৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ১২।২০। হর্ষণযোগ রাত্রি ৯।১৫। কৌলবকরণ দিবা ৭।৪২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।৪৭ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১২।২০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৭।৪৭ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।২৩ গতে ৯।৫৯ মধ্যে এবং ১১।৩৫ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৩ গতে ৩।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৪ মধ্যে ও ৯।২১ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৫।১০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন সারিন্দার জাদুকর

অনটনেই দিন কাটে মঙ্গলাকান্তের

অভিরূপ দে ও অনসূয়া চৌধুরী

প্রবাদপ্রতিম সারিন্দাশিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায়। (ডানে) ময়নাগুড়ির ধওলাগুড়ি গ্রামে শিল্পীর জরাজীর্ণ বসতবাড়ি।

ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে পদ্মশ্রী, রাজ্য সরকার দিয়েছে বঙ্গরত্ন। অথচ প্রশাসনের দরজায় দিনের পর দিন ঘুরেও সরকারি ঘর পাননি প্রবাদপ্রতিম শিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায়। একসময় নিজে বার্ধক্যভাতা পেলেও বেশ কয়েক বছর ধরে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর বার্ধক্যভাতাও জোটেনি এখনও। ফলে চরম অনটনে দিন কাটে সারিন্দাশিল্পীর।

সোমবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মঙ্গলাকান্তকে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন করিমুল হক। জলপাইগুড়ি মেডিকেলের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান জানিয়েছেন, মঙ্গলাকান্ত রায়ের চিকিৎসার জন্য তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তিনি হাসপাতালের মেল মেডিকেল ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসকরা সবসময় নজর রাখছেন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল হলেও শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে।

বাড়ি থেকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িভাড়া করার মতো আর্থিক সংগতি হয়নি শিল্পীর পরিবারের। পদ্মশ্রী ও বঙ্গরত্ন সম্মান পাওয়ার পর ধওলাগুড়ি গ্রামে শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের নেতারা একাধিক প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় শিল্পী রাজনৈতিক দলের নেতা, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্তাদের কাছে তাঁর বাড়ির সামনে গ্রামের রাস্তা পাকা ও নিজের ঘরের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। গ্রামের রাস্তা পরবর্তীতে জেলা পরিষদের তরফে পেভার্স ব্লক দিয়ে তৈরি হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, পরবর্তীতে কেউ আর তাঁর খোঁজ রাখেননি। কোনও সরকারি ভাতা পাওয়া তো দূরের কথা, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে একাধিকবার আবেদন করেও ঘর বা কোনও সাহায্য পাননি শতায়ু শিল্পী। এমনকি শিল্পীদের জন্য রাজ্য সরকারের যে ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই ভাতা থেকেও তিনি বঞ্চিত। দরমার বেড়া ও টিন দিয়ে ঘেরা, কাঠের ভাঙা সিঁড়ি, এমনই জরাজীর্ণ একটা ঘরে দিন কাটে মঙ্গলাকান্তর। সামান্য বৃষ্টিতে জল চুঁইয়ে পড়ে। দমকা হাওয়া দিয়ে ভয় হয় কখন ঘর ভেঙে পড়বে।

গ্রামের প্রতিবেশীরাই জানালেন, অনুষ্ঠান না থাকলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সারিন্দা বাজিয়ে চাল-ডাল সংগ্রহের পাশাপাশি সামান্য কিছু আয় করতেন মঙ্গলাকান্ত। এখন বয়সের ভারে অনুষ্ঠান করার ক্ষমতা হারিয়েছেন। শেষ সম্বল বলতে ছিল বাড়ির পাশে বিঘা তিনেক জমিতে চাষাবাদ করে যৎসামান্য আয়। কিন্তু, মাস চারেক আগে নাতি কিশোর পথ দুর্ঘটনায় জখম হন। দীর্ঘদিন বেসরকারি হাসপাতালে মরণবাঁচন লড়াই চলে। চিকিৎসার খরচ জোগাতে শেষ সম্বল তিন বিঘা জমিও বন্ধক রাখতে হয়েছে।

মঙ্গলাকান্তবাবুর স্ত্রী চম্পা রায় বলেন, 'রাজ্য সরকারের থেকে বঙ্গরত্ন সম্মান জানানোর সময় এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এর বাইরে কেন্দ্র, রাজ্য কোনও সরকারের কাছ থেকেই কোনওরকম সহযোগিতা পাইনি।' শিল্পীর ছোট ছেলে দিলীপ রায় আক্ষেপের সুরে বলেন, 'কোনও নেতা বা জনপ্রতিনিধি এখন আর বাবার খোঁজ করেন না। চরম আর্থিক অনটনে দিন কাটছে গোটা পরিবারের।'

মঙ্গলাকান্ত সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত, এমন কথা প্রকাশ্যে আসতেই জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসন সকলেই নড়েচড়ে বসেছেন। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক সন্দীপ ঘোষ বলেন, 'মঙ্গলাকান্তবাবুর চিকিৎসা ব্যাপারটি সরকারের তরফে দেখা হচ্ছে। বাকি সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্পের বিষয়গুলিও খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, 'গত বছর মঙ্গলাকান্তবাবুর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে ভাতার আবেদনের জন্য কাগজপত্র জমা দেবার কথা বলেছিলাম। প্রয়োজনীয় নথি পেলে সরকারি সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে যোগাযোগ করা সম্ভব হত।'

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় জানিয়েছেন, শিল্পীর সরকারি সহযোগিতা না পাওয়ার বিষয়টি তাঁর জানাই ছিল না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন।'

বালি লাইনে রাস্তার পিচ তুলে প্রতিবাদ চা শ্রমিকদের। -সংবাদচিত্র

নিম্নমাণের কাজের অভিযোগ

মন্ত্রীর এলাকায় রাস্তা নির্মাণে বাধা গ্রামবাসীর

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৮ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোট মিটতেই উন্নয়নমূলক কাজ শুরু মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের পঞ্চায়েতে। যদিও রাস্তার কাজ শুরু হতেই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করালেন স্থানীয়রা। শেষমেশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সঠিকভাবে রাস্তা তৈরির আশ্বাস দেন।

সোমবার মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি পঞ্চায়েতের গুরজংঝোরা চা বাগানে একটি রাস্তার কাজ শুরু হয়। বাগানের ফ্যাক্টরির পাশের মূল রাজ্য সড়ক থেকে ম্যানেজারের বাংলো হয়ে বালি লাইন পর্যন্ত দু'কিলোমিটার রাস্তার কাজের টেন্ডার হয়েছিল বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই। তবে নির্বাচিন বিধিনিষেধ জারি হতেই সেই কাজ শুরু করতে পারেনি পঞ্চায়েত। সোমবার প্রায় অর্ধেক রাস্তা তৈরি হয়েছে। তবে মঙ্গলবার সকালে সেই রাস্তায় চলাচলের সময় অসন্তোষ প্রকাশ করেন বাগানের বালি লাইনের চা শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা তৈরি করছে পঞ্চায়েত। কোথাও পিচ এক ইঞ্চি ঢালাই হয়েছে, তো কোথাও সেটার এক-তৃতীয়াংশ ঢালাই হয়েছে। এদিন শ্রমিকরা সেখানে গিয়ে হাত দিয়ে টেনে পিচের আস্তরণ তুলে ফেলেন এবং প্রতিবাদ দেখান।

নিম্নমানের রাস্তার কাজের সব দায় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত ও প্রধানের বলে অভিযোগ চা শ্রমিক রিঙ্কু গোয়ালার। তাঁর কথায়, 'আমরা চাই শিডিউল মেনে যথাযথ পরিমাণে পিচ ঢালাই করে রাস্তা তৈরি হোক। কাজ বন্ধ করার পক্ষে নই আমরা। নিত্যদিন শ্রমিকরা ছাড়াও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা, স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে হয়। সেহেতু এই রাস্তার গুরুত্ব বেশি।'

এদিন ঘণ্টা দুয়েক প্রতিবাদের পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান রাঙ্গামাটি পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ার দিবাকর লামা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি কাঞ্ছা রানা। যদিও ইঞ্জিনিয়ার নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ নস্যাৎ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'একদিন হয়েছে পিচ ঢালাই করার। তারপর পর্যাপ্ত রোদ প্রয়োজন ছিল, যেটা পাওয়া যায়নি। রোদ পেলেই পিচ রাস্তার সঙ্গে আটকে যায়। তার আগেই পিচ টেনে তুলে ফেলা হয়েছে।' তবে তিনি স্বীকার করেন, তাঁর মনে হয়েছে রাস্তার অনেক জায়গায় পিচের আস্তরণ পাতলা। সেখানে নতুন করে পিচের প্রলেপ দেওয়ার আশ্বাস দেন।

> **আমরা চাই শিডিউল মেনে যথাযথ পরিমাণে পিচ ঢালাই করে রাস্তা তৈরি হোক। কাজ বন্ধ করার পক্ষে নই আমরা।**
>
> **রিঙ্কু গোয়ালা** স্থানীয় বাসিন্দা

স্থানীয় সূত্রে খবর, ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল এই রাস্তার জন্য। স্থানীয় শ্রমিক সুনীতা ওরাওঁয়ের অভিযোগ, একদিন না হতেই এক টানে রাস্তা উঠে আসছে। অনেক আবেদন-নিবেদন করে এই রাস্তার অনুমোদন দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। তার পরেও সেটা দায়সারাভাবে তৈরি করছে পঞ্চায়েত। বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক রাকেশ নন্দীর বক্তব্য, দুর্নীতিটাই তৃণমূলের আদর্শ নীতি। ওরা তো সেটাই করছে। রাজ্যের সর্বত্র এটাই চলছে। তাছাড়া কাটমানি কালচারের রমরমা চলছে রাজ্যে। সেজন্যই হয়তো ঠিকাদার টাকা বাঁচাতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করেছেন বলে সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তর দাবি।

দুইদিন সবেতন ছুটির দাবি

নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : বুদ্ধপূর্ণিমায় এবারও চা বাগানে ছুটি থাকছে। তবে তা যাতে সবেতন হয় এমন দাবিতে সরব হয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। আগের সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক ওই ছুটি সবেতনই থাকার কথা। তবে এবার গোল বেঁধেছে অন্য জায়গায়। বুদ্ধপূর্ণিমা পড়েছে ১ মে। সেদিনই আবার মে দিবস। ওই দিনটিও চা বাগানে সবেতন ছুটি। একই দিনে দুটি সবেতন ছুটি পড়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা যাতে মে দিবসের পাশাপাশি বুদ্ধপূর্ণিমার ছুটিতেও মজুরি পান এমন দাবি এখন জোরালো হয়েছে। এদিকে মঙ্গলবার শ্রম দপ্তরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন চা বাগানে ছুটি থাকছে একথা বলা হলেও অতিরিক্ত মজুরি প্রদানের কোনও উল্লেখ করা হয়নি। ফলে চা বণিকসভাগুলিও বিষয়টিকে নিয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। এই ব্যাপারে কোনও কর্তা মন্তব্য করতেও নারাজ।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবীন রাই বলেন, 'সরকারি যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তা সংশোধন করে যাতে ১ মে'র দুটি ছুটিই সবেতন হিসেবে ধরা হয় এমন অনুরোধ জানিয়ে শ্রম দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধপূর্ণিমার সবেতন ছুটিটি প্রয়োজনে ২ মে দেওয়া যেতে পারে বলে আমাদের প্রস্তাব।' বিজেপি প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা বলছেন, 'ভোট ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন তাই সরকারেরও শ্রমিকদের নিয়ে আর ভাবার অবকাশ নেই। আমাদের দাবি দুটি ছুটিই সবেতন দিতে হবে। মালিকদের সংগঠনগুলিকে একথা জানানো হয়েছে।'

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, ডুয়ার্সের কয়েকটি বাগান দুটি ছুটিই সবেতন দেবে বলে জানিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে তাহলে সিংহভাগ বাগানের দিতে অসুবিধে কোথায়? দার্জিলিংয়ের শীর্ষ চা বণিকসভা ডিটিএ চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই তাদের সদস্য বাগানগুলিকে একটি সার্কুলার জারি করে বুদ্ধপূর্ণিমার সবেতন ছুটি ২ মে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল।

চারাগাছ রোপণ

মেটেলি, ২৮ এপ্রিল : চারাগাছ রোপণ করে বিবাহবার্ষিকীর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করলেন চালসার এক দম্পতি। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার চালসার একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান কপিল তাম্বা এবং জ্যোতি তাম্বা। তাঁরা শিশুদের মধ্যে চারাগাছ বিতরণ করেন। বিদ্যালয় চত্বরে কিছু চারাগাছ রোপণ করা হয়। এছাড়া শিশুদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন ছিল।

বর্ষা মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু রেলের

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : বর্ষা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি শুরু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে। দুর্বল সেতু চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া থেকে ভূমিধস রোধে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বোল্ডার মজুত রাখা, হাতে একমাসের বেশি সময় থাকলেও বর্ষা মোকাবিলায় কাজ শুরু করে দিয়েছে রেল। উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারী বর্ষাতেও যাতে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা যায়, তার জন্যই এমন পদক্ষেপ। এবার আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'বর্ষার মরশুম শুরুর আগেই প্রতিটি ডিভিশনে প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে। কোন অঞ্চলে কখন কী ধরনের বৃষ্টি হবে, তা জানতে আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হবে। যা এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।'

প্রবল বর্ষণে জলের তলায় রেললাইন চলে যাওয়া বা ভূমিধসের জেরে রেলট্র্যাকের ঝুলতে থাকা নতুন কোনও ঘটনা নয় উত্তর-পূর্ব ভারতে। উত্তরবঙ্গের বেশকিছু এলাকা বন্যাপ্রবণ বলেও চিহ্নিত। ফলে অতিবৃষ্টির সময় ব্যাহত হয় স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল। সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। অতীতের এমন পরিস্থিতিতে নজর রেখে এবার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে বর্ষা মোকাবিলার কাজ শুরু করে দিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেল সূত্রে খবর, প্রস্তুতি হিসেবে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির কাছে বালির বস্তা, পাথর, স্টোন চিপস, তারজালি প্রভৃতি নির্মাণসামগ্রী মজুত করা হচ্ছে। যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি এড়াতে দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ২০ হাজার ঘনমিটারের বেশি বোল্ডার, কাটিহার ডিভিশনে ৫ হাজার ঘনমিটার বোল্ডার, ১২০০ ঘনমিটার বালি এবং ২০ হাজারের বেশি সিমেন্টের বস্তা মজুত করা হয়েছে।

বাসুসুবায় তিস্তা থেকে এভাবেই চলছে অবাধে বালি তোলা। -সংবাদচিত্র

ভোটের আবহে তিস্তা থেকে বালি পাচার

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : নির্বাচনি ব্যস্ততার সুযোগে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের বাসুসুবা এলাকায় তিস্তা থেকে অবাধে বালি উত্তোলন ও পাচারের অভিযোগ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দিনের পর দিন প্রকাশ্যে নদীর বুক চিরে বালি তুলে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে তা আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় পাচার করা হচ্ছে। অথচ প্রশাসনের তরফে কোনও নজরদারি নেই। মাল ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক প্রীতি লামা বলেন, 'বর্তমানে নির্বাচনের দায়িত্বে দপ্তরের কর্মীরা ব্যস্ত রয়েছেন। তবে খুব শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় এক মাস ধরে অবৈধ বালি উত্তোলনের মাত্রা অনেকটা বেড়েছে। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নদীতে নেমে ৮-১০টি ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বালি তোলা হচ্ছে। এরপর সেই বালি নদীর বাঁধ পেরিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি চলছে। অভিযোগ, সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এই কারবার চললেও তা রুখতে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, এভাবে লাগামছাড়া ও অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তোলার ফলে তিস্তার নিজের স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে। এর জেরে ভবিষ্যতে বন্যার আশঙ্কা বাড়ছে। পাশাপাশি নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, যা আশপাশের জনবসতির জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক রাজা রাউতের কথায়, 'এভাবে অবৈধ বালি উত্তোলন কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। ইতিমধ্যে তিস্তা নদী জলপাইগুড়ি শহরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এভাবে বালি তোলা চলতে থাকলে আগামীদিনে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।' ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাত হলেই বাড়িতে ঢিল

নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : রাত হলেই ঢিল পড়ছে বাড়ির টিনের চালে। গত এক সপ্তাহ ধরে এমনটাই চলছে নাগরাকাটার সুলকাপাড়া বাজার এলাকার ফকিরধুরা গ্রামে। অনবরত ঢিল পড়তে থাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ির চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে। আতঙ্কে এলাকার বাসিন্দারা গাড়ি ও বাইক অন্যত্র রাখা শুরু করেছেন। সোমবার রাতে ঢিলের আঘাত থেকে কয়েকজন অল্পের জন্য রক্ষা পান। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পাহারা দেওয়া শুরু করেছে। আতঙ্ক এতটাই যে, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা লাটে ওঠার জোগাড়। নাগরাকাটা থানার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

স্থানীয় তরুণ ফরিদুল হক বলেন, 'গত রবিবার রাতে বাড়িতে হঠাৎ ঢিল পড়া শুরু হয়। কোথা থেকে এত ঢিল পড়ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। ঢিলের আঘাতে আমার বাড়ির টিনের চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে।' আরেক বাসিন্দা রুবেল হকের বাড়ির টিনের চালও ফুটো হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা ঘনালেই ভয়ে কেউ বাড়ির বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছেন না। পুলিশ এসে নজরদারি চালালেও ঢিল পড়া বন্ধ হচ্ছে না। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত আটটার পর থেকে ওই কাণ্ড শুরু হচ্ছে। ভয়ে স্নেহা পারভিন নামে এক ছাত্রী পড়াশোনা করতে পারছে না বলে জানিয়েছে।

ঝুলন্ত হোর্ডিংয়ে দুর্ঘটনার শঙ্কা

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : গত কয়েকদিন ধরে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির জেরে হাকিমপাড়া, কদমতলা মোড় থেকে শুরু করে বেগুনটারি, শিল্পসমিতিপাড়া ও রাজবাড়িপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় হোর্ডিংয়ের একাংশ ছিঁড়ে ঝুলে রয়েছে। কোথাও বৈদ্যুতিক তারের ওপর ছেঁড়া অংশ পড়ে রয়েছে। কোথাও লোহার কাঠামোর তিন দিক খুলে একদিকে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং ঝুলে আছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, ফের দমকা হাওয়া কিংবা বৃষ্টি হলে সেইসব ঝুলন্ত হোর্ডিং পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অভিযোগ, ওইসব বড় হোর্ডিং রক্ষণাবেক্ষণের দিকে জলপাইগুড়ি পুরসভার কোনও নজর নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগে হোর্ডিং ছিঁড়ে দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায়িত্ব কে নেবে সেই প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু নস্করের কথায়, 'হাকিমপাড়ায় ঝুলে থাকা হোর্ডিংয়ের নীচ দিয়ে প্রতিনিয়ত গাড়ি যাচ্ছে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটবে।' যদিও সাধারণ মানুষের আশঙ্কার কথা পুর কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়নি। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'বিষয়টি নজরে এসেছে। যেসব হোর্ডিং বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে সেগুলি পুরসভা দ্রুত সরানোর কাজ শুরু করেছে।'

হস্টেলের বাইরে ছাত্রের দেহ

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৮ এপ্রিল : গঙ্গারামপুর থানার বাগানবাড়ি এলাকায় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। সেখানকার একটি আবাসিক স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল সে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম জামিস আলবক্স হোসেন (১৫)। সোমবার গভীর রাতে সেই আবাসিক স্কুলের বাইরে পড়ে ছিল তার দেহ। যেখানে তার দেহ মিলেছে, তার লাগোয়া সেই হস্টেলের একতলার শৌচালয় রয়েছে। সেই পড়ুয়া শৌচালয়ের ঘুলঘুলি দিয়ে বেরোতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে, নাকি বাইরে থেকে ঘুলঘুলি দিয়ে শৌচালয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিল, তা স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জামিস তপন ব্লকের তারাইট এলাকার বাসিন্দা। ২০২৫ সালে বাগানবাড়ি এলাকার আবাসিক এই স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে, একতলার শৌচালয়ের ঘুলঘুলি থেকে পড়ে গিয়ে কী করে একজনের মৃত্যু হতে পারে? যেখানে সেই পড়ুয়ার দেহ মিলেছে, সেখানে একদম নীচ দিয়ে গিয়েছে হাইটেনশন লাইন। মনে করা হচ্ছে, সেই লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জামিসের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে, বলছে পুলিশ। তার মৃত্যুর ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ও শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে মৃত ছাত্রের পরিবার। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জামিসের মামা মতিউর সরকারের প্রশ্ন, 'রাতের অন্ধকারে একজন ছাত্র হস্টেল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, অথচ কোনও নজরদারি নেই? সিসিটিভি নেই? ঘটনার তদন্ত হোক আর এই স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হোক।'

গঙ্গারামপুর

সেই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রতন রায় জানালেন, ছাত্রদের রাত্রি নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত অঙ্ক করিয়ে তারপরে শুয়ে পড়েছিলেন। সাড়ে এগারোটায় তাঁকে অন্য ছাত্ররা এসে জানায় যে, দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর তল্লাশি শুরু করা হয়। রতন বলেন, 'দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বাথরুমের বাইরের দিকে সেই ছাত্রকে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বাথরুমের ঘুলঘুলি গিয়ে ছাত্র বাইরে বের হয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করছি। কিন্তু কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা বলতে পারছি না।'

কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে মৃত ছাত্রের পরিবারের মধ্যেও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আর সেইসঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে গাফিলতি ও জামিসের চিকিৎসা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। মৃত ছাত্রের কাকা আনওয়ারুল সরকারের কথায়, 'সোমবার রাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের দ্রুত চলে আসতে বলে। গিয়ে দেখি শৌচালয়ের বাইরে আমার ভাইপোর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।'

আবর্জনার স্তূপে দমবন্ধ দশা দেবীঝোরার

কৌশিক দাস

স্কুলের সামনে নদীর পাড়ে জমেছে আবর্জনার স্তূপ। -সংবাদচিত্র

ক্রান্তি, ২৮ এপ্রিল : আবর্জনায় ক্রমশ দমবন্ধ হয়ে আসছে নদীর। এক সময়ে যে দেবীঝোরা স্রোতস্বিনী ছিল, এখন সেই নদীরই বুজে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আবর্জনায় নদী কার্যত তার অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। অভিযোগ উঠছে, ক্রান্তির স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ নদীতে আবর্জনা ফেলছে। অবশ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বক্তব্য, বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও অনেকে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করেননি। তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও অনেকেই বলছেন, শুধু হুঁশিয়ারিতেই কাজ হবে না। পদক্ষেপ না করলে নদীটাই এক সময়ে আবর্জনায় চাপা পড়ে যাবে।

একসময় এই নদীতে পাওয়া যেত সুস্বাদু নদীয়ালি মাছ। কিন্তু নদী দূষণের ফলে এখন সেইসব মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। দূষণের জেরে দেবীঝোরা নদীতে পরিযায়ী পাখিও এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। এনিয়ে ক্ষোভ চেপে রাখেননি স্থানীয়রা। শুভঙ্কর সরকার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, 'নদীর বুকে আবর্জনা ফেলে নদীটিকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। নদী বাঁচাতে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।'

ক্রান্তির দুটো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম এই নদীর নামেই। নদীর ঠিক পাশেই রয়েছে দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দেবীঝোরা প্রাথমিক বিদ্যালয়। নদী দূষণের চিত্র প্রভাব ফেলছে শিশুমনেও। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী বর্তমানে কলেজ পড়ুয়া ভূগোলের ছাত্রী উষর্শী রায়ের কথায়, 'এই নদী ক্রান্তির সম্পদ। বর্তমানে নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন। আমাদের শৈশবের অনেক স্মৃতি রয়েছে দেবীঝোরা নদীকে ঘিরে। বর্ষাকালে নদীতে কতরকমের মাছের দেখা মিলত। প্রশাসন ও বাসিন্দা উভয়কে নদীর দায়িত্ব নিতে হবে।'

> **আমাদের শৈশবের অনেক স্মৃতি রয়েছে দেবীঝোরা নদীকে ঘিরে। বর্ষাকালে নদীতে কতরকমের মাছের দেখা মিলত। প্রশাসন ও বাসিন্দা উভয়কে নদীর দায়িত্ব নিতে হবে।**
>
> **উষর্শী রায়**
> কলেজ পড়ুয়া

কিছু দোকানদার এবং নদীসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ রাতের অন্ধকারে সমস্ত আবর্জনা দেবীঝোরা নদীতে ফেলছে বলে অভিযোগ উঠছে। নদীর পাড়, এমনকি নদীর বুকেও প্লাস্টিক, বোতল, থার্মোকলের বাটি জমে রয়েছে।দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকসুদ আলম বলছেন, 'নদীর নামেই বিদ্যালয়। নদীকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।' নদী বাঁচানোর দাবি তুলছেন দেবীঝোরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামও।

ক্ষোভ রয়েছে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যেও। পড়ুয়া দেবিশা বিশ্বাস, রূপসা ভৌমিক, বীণা রায়রা দেবীঝোরা নদীকে বাঁচিয়ে রাখতে একজোট। প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকার দাবি জানিয়েছে তারা। তাদের দাবি, দেবীঝোরা নদী ক্রান্তি ব্লকের ঐতিহ্য। ক্রান্তির প্রাণকেন্দ্রে থাকা নদীর এই দূষণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে জানাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা।

সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডুও। এ নিয়ে প্রধান বলছেন, 'আমরা নদীতে আবর্জনা ফেলতে বারবার নিষেধ করেছি। এর আগে একাধিকবার আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে। এরপরেও কোনও অসাধু ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীরা সেখানে আবর্জনা ফেলছেন। আগামীদিনে আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

এদিকে, ক্রান্তি বাজার স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কিশোর বিশ্বাস বলছেন, 'এক শ্রেণির ব্যবসায়ী নদীর মধ্যে আবর্জনা ফেলছেন। এটা কখনোই কাম্য নয়। কিন্তু একই সঙ্গে আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা করে দেওয়া উচিত প্রশাসনের।'

সবুজ ১০০, গেরুয়া ২০০

আগাম আভাসের খোঁজ রেখে আবির স্টক জলপাইগুড়িতে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ৪ মে কোন রংয়ের আবির উড়বে জলপাইগুড়ির আকাশে! রাজ্যই বা কোন রংয়ে মাতবে! মোবাইল রিল স্ক্রল করে সেই খোঁজই নিচ্ছিলেন জলপাইগুড়ির এক ব্যবসায়ী। আভাস পেলে সেই রংয়ের আবিরই একটু বেশি করে কিনে রাখবেন। জলপাইগুড়িতে এবার সাইলেন্ট ভোটিংয়ের কথা মুখে মুখে ফিরলেও দুই ফুলই আগাম আবির কিনে রাখছে। কোনও দোকানে সবুজের চাহিদা বেশি, কোনও দোকানে গেরুয়া আবিরের স্টকই শেষ। পরিস্থিতি এমন, সবুজ আবির কেজিপ্রতি ১০০ টাকা হলেও গেরুয়া আবির ২০০ ছুঁয়েছে।

কোন রংয়ের আবির কিনবেন, কোন রং বেশি বিক্রি হবে এই নিয়েও ফাটকা খেলছেন ব্যবসায়ীরা। দিনবাজারের ব্যবসায়ী পবন আগরওয়াল বলেন, 'সবুজ আবির প্রায় ১ কুইন্টালের মতো এনেছি। ইতিমধ্যেই ৪ জন কিনেও নিয়ে গিয়েছেন। দাম কেজিপ্রতি ১০০ টাকা। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার ফলাফলের পর গতবছর সবুজ আবির বিক্রি হয়েছিল। এবছরও তাই এনেছি।'

আবার টেম্পল স্ট্রিটের সঞ্জয় সাহা জানালেন, 'একটু চিন্তায় আছি। ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের গলায় যে পরিবর্তনের সুর শুনছি, তা হলে গেরুয়া আবির আরও প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত ৫ বস্তা গেরুয়া ও ২ বস্তা সবুজ রয়েছে। গেরুয়া বাজারেও পাচ্ছি না।'

প্রথম দফা নির্বাচনের পর বুধবার দ্বিতীয় দফা নির্বাচন। দুই ফুলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আগাম আবির স্টক করে রাখতে বলেছে। কর্মীরাও সেইমতো বাজার ঘুরছেন। জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার, যোগমায়া কালীবাড়ি সংলগ্ন দশকর্মা ভাণ্ডারে কেউ বলছেন গেরুয়া আবির যা স্টকে আছে, ৪ তারিখে আরও প্রয়োজন। আবার কেউ বলছেন, জলপাইগুড়িতে আগেও সবুজ আবির বেশি বিক্রি হয়েছে। এবারও হবে। তাই সবুজ এনেছি।

অজয় পাল ও মণীশ আগরওয়াল জানান, 'দুটো রংয়ের আবিরই আনা হয়েছে। বিক্রিও হচ্ছে। তবে, সবুজের থেকে গেরুয়ার বিক্রি একটু বেশি। আমরা দুটো রংই রেখেছি। ব্যবসা হওয়া দিয়ে কথা।'টেম্পল স্ট্রিটের সঞ্জয় সাহা বলেন, 'কয়েকজন আমার থেকে গেরুয়া কিনে নিয়ে যাওয়ার সময় বললেন বাজারে গেরুয়া রং-এর আবির নাকি শর্টেজ।'

দাম কি বেড়েছে? প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, 'সবুজ ১০০ টাকা কেজি, গেরুয়া ২০০ টাকা।' তবে, বাজার ঘুরে দেখা গেল কোয়ালিটি অনুযায়ী আবিরের দামের হেরফের রয়েছে। অনেকে আবার একটু ব্যালেন্স রেখে বললেন, 'দুটি রং সমান সমান রেখেছি। গেরুয়া, সবুজ দুটোই ৫ বস্তা করে বিক্রি হয়েছে।' কেউ আবার বলেই বসলেন, 'সমান সমান কিনেছি। স্টক গোডাউনে আছে। ৪ তারিখ সকালে পরিস্থিতি বুঝে বের করব।' পরিমাণ জিজ্ঞেস করতেই উত্তর এল, 'গেরুয়া ২০ বস্তা, সবুজ ১৫ বস্তা।'

জলপাইগুড়ির বাজারে মজুত করা আবির।

> **কয়েকজন আমার থেকে গেরুয়া কিনে নিয়ে যাওয়ার সময় বললেন বাজারে গেরুয়া রং-এর আবির নাকি শর্টেজ। চাহিদা মতো বাজারে সবুজ আবির ১০০ টাকা কেজি, গেরুয়া ২০০ টাকা।**
>
> **সঞ্জয় সাহা**
> টেম্পল স্ট্রিটের ব্যবসায়ী

রাজনীতি ও ছেলেবেলা।। *শিলিগুড়িতে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন হিমাদ্রি শিখর রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিদ্যুতের তারে শঙ্কা মাদ্রাসায়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : আক্ষরিক অর্থেই বিপদ মাথায় নিয়ে পড়াশোনা করছে বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসার পড়ুয়ারা। রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়িতে হাই মাদ্রাসার পাকা ঘরের টিনের চালার ঠিক ৩ ফুট উপর দিয়ে গিয়েছে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তার। যে কোনও সময় ঝড় কিংবা প্রাকৃতিক কারণে এই তার ছিঁড়ে পড়লে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে। এত বড় ঝুঁকি থাকার পরেও কিন্তু নির্বিকার বিদ্যুৎ দপ্তর। বিপদ আটকাতে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এই নিয়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভ চরমে উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা জমির মহম্মদ বলেন, 'বিষয়টি লক্ষ করে গা শিউরে উঠেছে। মাদ্রাসার পাকা ঘরের জানলা, দরজা লোহার। উপরে টিনের চালার কাঠামোও লোহার তৈরি। যে কোনও সময় তার ছিঁড়ে টিনের উপর পড়লেও বিপত্তি ঘটতে পারে।'

সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সভাপতি মেহেবুব আলমও। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানাব।' তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন মেহেবুব। মেহেবুবের সুরে সুর মিলিয়েই স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কুবুরাতুন খতেজা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করবেন তাঁরা।

তবে বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকার জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ দপ্তরকে ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে। তবে সমস্যা অন্য জায়গায়। প্রসেনজিৎ বলেন, 'বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফ থেকে খুঁটি এবং তার সরানোর জন্য ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা চেয়েছিল। সেই টাকা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি স্কুলের নেই।'

আবার প্রধান শিক্ষকের দাবির সঙ্গে ফুলবাড়ি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সন্দীপ ভট্টাচার্যের কথা মিলছে না। সন্দীপ তো টাকা চাওয়ার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি যতদূর জানি এই স্কুলের উপর দিয়ে যাওয়া হাই ভোল্টেজের ওই তার বিদ্যুৎ দপ্তর বাজারের উপর দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল। কিন্তু বাজারের ব্যবসায়ীরা ওই কাজে বাধা দেওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীরা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহযোগিতা করলে বিদ্যুৎ দপ্তর ওই তার ও খুঁটি সরিয়ে নেবে।' সব মিলিয়ে কেন মাদ্রাসার ওপর থেকে সেই তার সরানো হচ্ছে না, তা স্পষ্ট নয়। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট। তা হল, পড়ুয়াদের বিপত্তির আশঙ্কা। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আবু তাহেরের বাবা ইয়াজউদ্দিনের কথায়, 'ছেলেকে স্কুল পাঠানোর পর বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকি।' আপাতত সেই ভয় বুকে নিয়েই ক্লাস করছে খুদেরা।

বাসে তুলে তরুণীকে পাচারের চেষ্টা

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণীকে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে মঙ্গলবার বিকেলে আলিপুরদুয়ারের মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাস এলাকা থেকে পুলিশ তিন তরুণকে আটক করে। সঙ্গে থাকা আরও দুই তরুণ অবশ্য পালিয়ে যান। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অসমের রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত একটি মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করেছে। ওই তরুণী কুমারগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। আটক তরুণরা বারবিশা এলাকার বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। তাঁরা পূর্বপরিচিত বলে তদন্তকারীদের ধারণা। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আলিপুরদুয়ারে আটক ৩ তরুণ

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বিকেলে মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাস এলাকায় দুটি বাইকে করে পাঁচ তরুণকে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাঁরা শিলিগুড়ি রুটের খোঁজ করছিলেন। কিন্তু ওই রুটের কোনও বাস না পেয়ে তাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণীকে ফালাকাটা রুটের একটি বাসে তুলে দেন। ওই তরুণী তাঁদের সঙ্গেই এলাকায় এসেছিলেন। ফালাকাটায় বাসের যাত্রা শেষ হলে তাঁকে যেন শিলিগুড়ি রুটের কোনও বাসে তুলে দেওয়া হয় বলে ওই তরুণরা বাসচালককে অনুরোধ জানান। একা ওই তরুণীকে কেন এভাবে বাসে তুলে দেওয়া হল বলে চালক প্রশ্ন করলে ওই তরুণরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি হইচই করা শুরু করলে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পাশে থাকা একটি গাড়ির চালক ইতিমধ্যেই ওই তরুণীকে চিনতে পারেন। তিনি কুমারগ্রামে ওই তরুণীর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই তরুণী যে আলিপুরদুয়ারে এসেছেন তা পরিবারের সদস্যদের জানা ছিল না। তিনি বাড়িতে আছেন বলে তাঁদের ধারণা ছিল। তাই ঘটনাটি তাঁরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি। ফোনে ওই চালকের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পর সবকিছু তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়। ওই চালক তাঁদের ঘটনাস্থলে আসার অনুরোধ জানান। অন্যদিকে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ওই চালক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মিলে পুলিশে খবর দেন।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'ওই তরুণী বাসে ঠিকমতো উঠতে পারছিলেন না। ওই পাঁচজনে মিলে একরকম জোর করেই তাঁকে ওই বাসে তুলে দেয়। চালকের সন্দেহ হওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে ওই তরুণরা খেপে যান। এরপরই আমরা পুলিশে খবর দিই। বেগতিক দেখে একটি বাইকে চেপে ওই তরুণদের দুজন পালায়।' ওই ব্যক্তির ধারণা, ওই তরুণীকে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। ওই তরুণী বাড়ির বাইরে বেরিয়েছেন বলে বাড়ির লোকেদের জানা ছিল না। চিকিৎসার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে তিনি কোচবিহারে যাচ্ছিলেন বলে ওই তরুণী ইতিমধ্যে তদন্তকারীদের জানিয়েছেন। কেনই বা তাঁকে ফালাকাটার বাসে একা তোলা হল, পরে শিলিগুড়ি রুটের বাসে তুলে দেওয়ার কথা বলা হল তা স্পষ্ট হয়নি।

ধূপগুড়িতে অসময়ে বৃষ্টি

চাষে ক্ষতি, সারের বকেয়া নিয়ে চিন্তা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : অসময়ের বৃষ্টি পথে বসিয়েছে আলুচাষিদের। ব্যবসায়িক দুশ্চিন্তায় রাসায়নিক সার বিক্রেতারাও। প্রতি বছরের মতো চলতি মরশুমেও প্রাপ্য টাকা না পেয়েও চাষিদের হাতে রাসায়নিক তুলে দিয়েছিলেন সার বিক্রেতারা। চাষির ঘরে লাভের টাকা ঢুকলেই, মিলবে বকেয়া টাকা, আশায় ছিলেন তাঁরা। বকেয়া টাকা মেটানোর পরিকল্পনা ছিল চাষিদেরও। কিন্তু বৃষ্টির জন্য লাভের টাকা ঘরে তোলা তো দূরের কথা, উৎপাদনের খরচ ওঠাতে পারছেন না অনেক আলুচাষি। ফলে তাঁরা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না। বিপাকে পড়েছেন রাসায়নিক সার ব্যবসায়ীরা। শালবাড়ির রাসায়নিক সার ব্যবসায়ী দিলীপ বিশ্বাস বলেন, 'আলুচাষিদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা পাওনা রয়েছে। আলুর মরশুমে চাষিদের বাকিতেই সার দেওয়া হয়েছিল।'

মরশুমের শুরুতে চাষিরা বাকিতে রাসায়নিক সার নেবেন এবং ফলন উৎপাদনের পর তা বাজারজাত করে বকেয়া টাকা পরিশোধ করে দেবেন, বছরের পর বছর এমন বোঝাপড়া রয়েছে আলুচাষি এবং সার বিক্রেতাদের মধ্যে। কিন্তু এবছর অসময়ের বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা আলুর খেত চলে গিয়েছে জলের তলায়। আলু তুলেও বৃষ্টির জন্য মাঠ থেকে তা ঘরে বা হিমঘরে রাখতে পারেননি অনেক চাষি। মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের। পাওনা টাকা নিয়ে চিন্তায় সার ব্যবসায়ীরাও। সার ব্যবসায়ীদের কথায়, টাকা চাইলেও দিতে অপারগ চাষিদের বড় অংশ। শস্যবিমার আওতায় ক্ষতিপূরণের টাকা না পেলে টাকা পরিশোধ সম্ভব নয়, বলছেন অনেক আলুচাষি। এমনই এক আলুচাষি বলছেন, 'আলু চাষে খরচ অনেকটাই হয়। সে কারণে রাসায়নিক সারও বকেয়া রেখে নেওয়া হয়। কিন্তু চলতি বছর এভাবে লোকসানের মুখোমুখি হতে হবে, বুঝিনি। সে কারণে সার ব্যবসায়ীদের বকেয়া টাকা পরিশোধ চাপের হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ক্ষতিপূরণের টাকা মিললে ব্যবসায়ীদের টাকা কিছুটা মেটানো হবে বলে অনেকেই জানান।

ধূপগুড়ি সার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপ্পা পাল বলছেন, 'অধিকাংশ সার ব্যবসায়ী কৃষকদের বাকিতে রাসায়নিক সার দিয়েছে। বকেয়া টাকা না পেয়ে তাঁরা বিপাকে পড়েছেন। কৃষকদের অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। বকেয়া টাকা দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও, তাঁদের অনেকের উপায় নেই। কৃষকদের সময় দিতে হচ্ছে।' কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

- বৃষ্টির জন্য লাভের টাকা ঘরে তোলা তো দূরের কথা, উৎপাদনের খরচ ওঠাতে পারছেন না অনেক আলুচাষি
- চাষিরা বকেয়া টাকা শোধ করতে পারছেন না
- এর জেরে বিপাকে পড়েছেন রাসায়নিক সার ব্যবসায়ীরা

> **অধিকাংশ সার ব্যবসায়ী কৃষকদের বাকিতে রাসায়নিক সার দিয়েছেন। বকেয়া টাকা না পেয়ে তাঁরা বিপাকে পড়েছেন। কৃষকদের অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়।**
>
> **বাপ্পা পাল** সম্পাদক,
> ধূপগুড়ি সার ব্যবসায়ী সমিতি

জলের তলায় আলু চাষের জমি। -ফাইল ছবি

তিস্তায় ভেসে ওঠা মরা মাছ। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

করলার পর তিস্তায় মাছের মড়ক

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ফের মাছের মড়ক জলপাইগুড়িতে। করলার পর এবার মঙ্গলবার সকালে মাছের মড়কের ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তিস্তা নদীতে। এদিন দক্ষিণ সুকান্তনগরের বাসিন্দারা গোরু নিয়ে তিস্তার চরে যাওয়ার সময় জলে বোরোলি, দাড়াঙ্গি, চ্যালা, বাইম সহ প্রায় ১০ রকম প্রজাতির মরা মাছ ভাসতে দেখেছেন বলে দাবি করেন। নদীতে বিষ দেওয়ার ফলেই এই ঘটনা বলে অনুমান স্থানীয়দের।

এ বিষয়ে জেলা সহকারী মৎস্য অধিকর্তা রমেশচন্দ্র বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমি তিস্তায় মাছের মড়কের খবর জানতে পেরেছি। ভোট দিতে আমি কলকাতায় এসেছি। তবে মরা মাছ এবং জলের নমুনা সংগ্রহের জন্য অফিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

চলতি বছর ফেব্রুয়ারির শুরুতে জলপাইগুড়ির করলা নদীতে মাছের মড়ক দেখা যায়। নদীর প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই মাছের মড়ক হয়েছিল। সেই সময় মৎস্য দপ্তর প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছিল, নদীতে কীটনাশক জাতীয় কিছু মেশানোর কারণে মাছের মড়ক হয়েছিল। বোয়াল, আড় সহ প্রায় ১৫ প্রজাতির মাছ মারা গিয়েছিল। করলার জল এবং মরা মাছের নমুনা পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠানো হলেও তার রিপোর্ট এখনও জেলা মৎস্য দপ্তরের হাতে পৌঁছায়নি। করলায় মাছের মড়কের ঘটনার দুই মাসের মাথায় এদিন ফের তিস্তায় মরা মাছ ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ চন্দ বলেন, 'আমাদের এলাকার লোক প্রতিদিনই গোরু নিয়ে তিস্তার চরে যান। এখন তিস্তার এই প্রান্তে জল খুবই কম। সকালেই স্থানীয়রা দেখতে পান বেশ কিছু মাছ ভেসে রয়েছে। অনেকেই মরা মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন। কীভাবে মাছগুলো মারা গেল তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।'

মাছের মড়কের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান প্রকৃতিপ্রেমী জলপাইগুড়ি নামে মাছ, নদী নিয়ে কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক দীপাঞ্জন বক্সী বলছেন, 'আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারি, সকাল থেকে বহু মানুষ মরা মাছ নিয়ে গিয়েছেন। প্রায় ১০ রকম প্রজাতির মাছ মারা গিয়েছে। আমার অনুমান, কেউ বা কারা আবারও করলার মতো এই তিস্তার জলে বিষ বা কীটনাশক মিশিয়েছেন। আমি বিষয়টি মৎস্য দপ্তরকেও জানিয়েছি। আমরা চাই পরিবেশের স্বার্থে এইভাবে মাছ মারা বন্ধ করা হোক।'

স্ট্রংরুমের ক্যামেরা বন্ধের অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ডিসিআরসি স্ট্রংরুমের সিসি ক্যামেরা মাঝেমধ্যে বন্ধ হওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হলেন সদরের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাস। বিতর্ক উসকে তিনি বলেন, 'বিজেপি মানুষের ভোট পায়নি বলে জলপাইগুড়ি ডিসিআরসি'র স্ট্রংরুমে ক্যামেরা বন্ধ করার চক্রান্ত করছে। তৃণমূল জেলার সবক'টি আসনে জিতবে বলে বিজেপি ভয় পেয়েছে। তাই মাঝেমধ্যেই স্ট্রংরুমের ক্যামেরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ করার অভিযোগ পেয়েছি। আমি আগেও ২৫ এবং ২৬ এপ্রিল জেলা নির্বাচন দপ্তরে এই বিষয়ে অভিযোগ করেছিলাম।' মঙ্গলবার স্ট্রংরুম পরিদর্শনে এসে এমন অভিযোগে সরব হয়েছেন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাস।

যদিও কৃষ্ণের এইসব অভিযোগ আমলই দেয়নি বিজেপি। পালটা কটাক্ষ করে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী কৃষ্ণের উদ্দেশে বলেন, 'এত কথা বলার প্রয়োজন নেই। বাজারে গিয়ে তৃণমূল দেখুক সবুজ আবিরের বেচাকেনা বন্ধ করে গেরুয়া আবির কী বিপুল পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। সেটাই ভোটের ফলাফলের আভাস দিচ্ছে। স্ট্রংরুমে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাহারায় আছে। তাছাড়া সব দলের কর্মীরাও ক্যামেরার স্ক্রিনে নজর রাখছেন। তৃণমূল হারতে চলেছে বলে আগাম ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।' কৃষ্ণ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার অভিযোগ করার পর নজরদারি ক্যামেরা যাতে বন্ধ না হয়, তার বিকল্প ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশন করেছে।

মাটি ধসে বিপদ

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ময়নাগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পেটকাটি সেতু সংলগ্ন পেভার্স ব্লকের রাস্তার নীচের মাটি ধসে গিয়েছে। সেইসঙ্গে সেতুর গার্ডওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পথ দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ ও একাধিক যানবাহন চলাচল করে। বৃষ্টির জেরে এমন হয়েছে বলে মনে করেছেন স্থানীয়রা।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিম্পা রায় বলেন, 'বিষয়টি পুরসভায় বিস্তারিত জানানো হয়েছে।' যদিও ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমেশ সান্যাল জানান, নির্বাচনি আচরণবিধি চলছে তাই এই মুহূর্তে কোনও পদক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তবে পরবর্তীতে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রতন মজুমদার বলেন, 'ওপর থেকে দেখে সেভাবে বোঝা না গেলেও যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' এলাকাবাসী রাজ রাউত জানান, দুই বছর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে পেভার্স ব্লকের এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে বৃষ্টিতে বেশ কিছুটা অংশের মাটি ধুয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা আইএনটিটিইউসি-র জলপাইগুড়ি জেলা সহকারী সভাপতি সুনীল রাউত এই পরিস্থিতির কথা স্বীকার করেছেন।

কেন্দ্রের স্কলারশিপ

মালবাজার, ২৮ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের বিশেষ স্কলারশিপ পেল মালবাজার শহর সংলগ্ন ক্ষুদিরামপল্লির এক কিশোরী। সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির সেই ছাত্রীর নাম প্রাচী সাহা। পড়াশোনার পাশাপাশি সে কত্থক নৃত্যের অনুশীলন করে। বীরপাড়ার নৃত্য শিক্ষক দেবজ্যোতি মণ্ডলের কাছে প্রশিক্ষণ চলছে প্রাচীর। সম্প্রতি সে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের অধীনে একটি স্কলারশিপের পরীক্ষা দিয়েছিল। সেই স্কলারশিপের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রাচীর বাবা প্রবীর সাহা মাল মহকুমা শাসকের দপ্তরে কর্মরত এবং মা বিউটি সাহা বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। প্রাচী জানিয়েছে, স্কলারশিপ পেয়ে সে উৎফুল্ল।

বেহাল নোনাই সেতু দিয়ে ঝুঁকির যাতায়াত

নারায়ণচন্দ্র রায়

বানারহাট, ২৮ এপ্রিল : বানারহাট ব্লকের ১ নম্বর শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গয়েরকাটা থেকে নাথুয়া যাওয়ার একমাত্র ভরসা নোনাই ব্রিজ। দীর্ঘদিন ধরেই ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্থায়ী সেতুটি। কয়েক বছর আগে সেটি বিপজ্জনক অবস্থার কারণে সরকারিভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এরপর বিকল্প হিসেবে সেতুর উলটোদিকে ৬ টন বহনক্ষমতাসম্পন্ন একটি অস্থায়ী লোহার সেতু নির্মাণ করা হয়।

তবে সেই লোহার ব্রিজের আয়তন ছোট হওয়ায় বড় যান চলাচলে বাধা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, নোনাই ব্রিজের রাস্তার ওপর হাইট বাম্পার বসানো হয়েছে এবং কিছু দূরে কংক্রিটের বিশাল ব্যারিয়ার দিয়ে মূল সেতুর যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে সেতুটির মধ্যে দিয়ে একমাত্র ছোট গাড়িই যাতায়াত করতে পারছে। বড় গাড়ি না যেতে পারার কারণে সমস্যায় পড়েছেন সকলে।

এদিকে গয়েরকাটা থেকে নাথুয়া যাওয়ার পথে মরাঘাট জঙ্গলের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়, যেখানে বন্যপ্রাণীর করিডর রয়েছে। ফলে প্রতিদিন এই পথ দিয়ে যাতায়াত করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রাতের বেলায় বন্যপ্রাণীর আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত থাকেন যাত্রীরা। এলাকাবাসীর মধ্যে এই পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শামসুল আলি বলেন, 'বহু বছর ধরে ব্রিজটি এই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যদি কোথাও আগুন লাগে, তাহলে দমকলের গাড়ি পৌঁছাতে অনেক দেরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।'

পেশায় শিক্ষক এক নিত্যযাত্রী বলেন, 'প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই অবস্থা চলছে। বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীদের তিন চাকার ছোট গাড়িতে করে জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।'

এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী জানান, দ্রুত নতুন ব্রিজ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে। তবে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এখন দেখার বিষয়, কবে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজের কাজ শুরু হয় এবং কবে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা মেটে। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সমগ্র এলাকার মানুষ সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন।

যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে এই সেতুটি। -সংবাদচিত্র

ভোটের মুড়ি

ভোটের আগের দিন ভবানীপুরের স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ঝালমুড়ি খেলেন শুভেন্দু অধিকারী। নিজে খেলেন অন্যদেরও খাওয়ালেন। এদিন কালীঘাটের মন্দিরে পুজোও দেন তিনি।

বিএলও ধৃত

ভোটের আগে ভোটারদের শাড়ি, টাকা বিলির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার এক বিএলওকে। বিজেপির অভিযোগ, বিএলওকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে তৃণমূল। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

পোস্টারে বিতর্ক

মঙ্গলবার সকাল থেকে গাইঘাটা বিধানসভার একাধিক এলাকায় পোস্টার পড়ল বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ঠাকুরের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বিজেপির অভিযোগ, এটি তৃণমূলের কারসাজি।

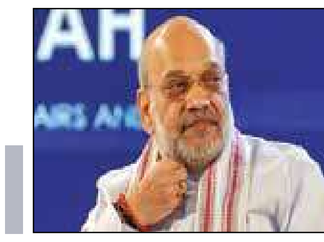

শা'র নামে মামলা

বিশেষ ধর্মের মানুষের উদ্দেশ্যে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল। অভিযোগ, নির্বাচনি আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন তিনি।

ববিকেও হুমকি আধা সেনার

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : সোমবার গভীর রাতে কলকাতার মহানাগরিক তথা কলকাতা বন্দরের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ (ববি) হাকিমের বাড়িতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে তাঁকে ধমকানোর অভিযোগ উঠল। কোনওরকম অশান্তি হলে বুঝে নেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। ববির দাবি, 'নকশাল আমলে এমন দেখেছিলাম। সেইসময় বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালানো হত। হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে কিছু হলে বুঝে নেওয়া হবে। চেতলায় কোনওদিন অশান্তি হয়নি। আমাকে ধমকাচ্ছে।'

ববি বলেন, 'আমি কি রিগিং করেছি? কোনওদিন বন্দুক, ছুরি চালিয়েছি? আমাকে এসে চমকাচ্ছে। মানুষ বিষয়টি ভালোভাবে নেবে না।' অভিযোগ, সোমবার রাতে রাজ্যের

বিদায়ি মন্ত্রীর বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও পুলিশ পর্যবেক্ষক। ফিরহাদ বলেন, 'আমাকে ডেকে বলা হয়, এলাকায় যেন কোনও সমস্যা না হয়। এজেন্টদের বসতে বাধা না দেওয়া হয়। নাহলে বুঝে নেওয়া হবে। আমি জানাই, চেতলায় কোনও ঝামেলা হয় না। তখন বলা হয়, না হলেই ভালো। নয়তো বুঝে নেওয়া হবে।'

কলকাতায় যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোট হয় তার জন্য ২৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ববি হাকিমের কথায়, 'এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা বিজেপির পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে। কারণ, মানুষকে ভয় দেখিয়ে মন জয় করা যায় না। আর শান্তিপূর্ণ এলাকায় এই অতিসক্রিয়তা মানুষের মনে ভয় তৈরি করছে।'

আজ সবচেয়ে বেশি নজর ডায়মন্ড হারবারে

সিংহম বনাম পুষ্পায় উত্তাপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : বুধবার দ্বিতীয় এবং অন্তিম দফার ভোটের আগে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ডায়মণ্ডহারবারের পুলিশ পর্যবেক্ষক তথা যোগীরাজ্যের 'সিংহম' পুলিশ কর্তা অজয় পাল শর্মা। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এই এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পরেই ফলতার তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গির খানকে নিশানা করেছেন। নজিরবিহীনভাবে তাঁর বাড়ি ও দপ্তরে গিয়ে একপ্রকার 'শাসিয়ে' আসেন। এরপরই ওই পুলিশ পর্যবেক্ষককে নিশানা করেছে তৃণমূল। তাঁর কাজের ধরন এবং পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁর এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতে গিয়েছে তৃণমূল। নালিশ জানানো হয়েছে কমিশনেও।

মঙ্গলবার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই ফলতায় জাহাঙ্গিরের এলাকায় পা রেখেছিলেন অজয়। ডায়মন্ড হারবারের ভোটে স্থানীয় ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের 'বাহুবলী' বলে পরিচিত জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গিরের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে কার্যত হুমকি দিয়ে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের এই বিতর্কিত পুলিশ অফিসার অজয় পাল শর্মা। রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় জাহাঙ্গিরের বাড়ির লোকেদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছিল অজয়কে। এহেন 'দাবাং' পুলিশ আধিকারিককে মঙ্গলবার পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন জাহাঙ্গির। তাঁর কার্যালয়ের সামনে দিয়ে অজয়ের কনভয় যাওয়ার সময় জাহাঙ্গিরের অনুগামীরা পালটা স্লোগান দেন। জাহাঙ্গিরের সাফ কথা, 'উনি যদি উত্তরপ্রদেশের সিংহম হন, তবে

> বাড়ির লোককে বলে দেবেন, যেভাবে ধমক দিচ্ছে তাতে পরে যেন পস্তাতে না হয়।
>
> **অজয় পাল শর্মা**

> উনি যদি উত্তরপ্রদেশের সিংহম হন, তবে আমরাও এক একজন পুষ্পা। ঝুঁকেগা নেহি।
>
> **জাহাঙ্গির খান**

আমরাও এক একজন পুষ্পা। ঝুঁকেগা নেহি। আমাদের মাথানত হবে শুধুমাত্র গণদেবতার সামনে।'

এদিকে একজন পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে অজয়ের আচরণ এবং এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। তাতে লাস্যময়ী, স্বল্পবসনা নর্তকীদের সঙ্গে জনৈক পুলিশ অফিসারকে নাচ-গান করতে দেখা যাচ্ছে। মহুয়ার দাবি, ওই পুলিশ অফিসার অজয় পাল শর্মা। ভিডিও পোস্ট করে তৃণমূল সাংসদ লিখেছেন, 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বাবুয়া। দেখে ভালো লাগছে আপনি ফান্টার স্টাইলে ফূর্তি করছেন। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল থাকুন। মনে রাখবেন বাংলায় সবসময় তৃণমূল।' মহুয়ার সুরে সুর মিলিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব, আপ নেতা সঞ্জয় সিং আলাদা আলাদা পোস্টে এই ধরনের কাজের জন্য উত্তরপ্রদেশ এবং রাজ্যের পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে নিন্দা করেছেন তাঁরা।

তবে এসব বিতর্ককে গায়ে না মেখে মঙ্গলবার সকালে ফের ফলতার খানপাড়ায় জাহাঙ্গিরের ডেরায় পৌঁছে যান অজয়। স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে অজয়ের বাহিনী রীতিমতো তল্লাশি শুরু করে।

মঙ্গলবার অজয়ের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ জানাতে যান বিদায়ি মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং অরূপ বিশ্বাস। পরে চন্দ্রিমা বলেন, 'উনি নাকি সিংহম। প্রার্থীদের বাড়িতে হানা দিচ্ছেন। মহিলাদের ব্যতিব্যস্ত করছেন। আমরা কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছি, এটা কি ওনার কাজের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।' যদিও সরাসরি মন্তব্য না করে অজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'ওখানে যা ঘটছে, তা পুলিশ পর্যবেক্ষকের নজরে রয়েছে। ওঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে অ্যাকশন হবে। আমাদের কাছে যা সহযোগিতা চাইবেন আমরা দেব। ভোটারদের ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া কারোর অধিকার নেই।' নিয়ম অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা সিইওকে কোনও রিপোর্ট দিতে বাধ্য নন। তাঁরা সরাসরি দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট পাঠাবেন। তবে ফলতার ঘটনা নিয়ে দিল্লিতে অজয় কমিশনকে কোনও রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কি না, তাও জানা যায়নি।

এদিকে ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ পর্যবেক্ষকের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতে গিয়েছিল তৃণমূল। সেই মামলায় হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভোট না মেটা পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। একইসঙ্গে এদিন ফলতা থানায় অজয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। স্থানীয় মোনালিসা দাস লিখিত অভিযোগ করেন, রাতে বাড়ি বাড়ি তল্লাশির নামে বাহিনী মহিলাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেছেন। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারেও জেরাজেরি করা হয়।

দলবেঁধে বুথের পথে। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কমিশনের ওপরই আস্থা হাইকোর্টের

ভবানীপুরকে টার্গেট করা হচ্ছে, দাবি কল্যাণের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে সমস্যা সৃষ্টিকারীদের নামের তালিকা প্রকাশে তৃণমূলের দায়ের করা মামলায় কোনও নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনের ওপর আস্থা রেখে নাগরিক অধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে। আদালত মনে করছে, সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কমিশন, তার নিযুক্ত পর্যবেক্ষক, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত কর্মীরা কোনওরকম রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ছাড়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতহীন ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করবে। সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনসংগত প্রক্রিয়া ছাড়া তা কেড়ে নেওয়া যায় না। তাই কোনও ব্যক্তিকে একান্ত অপরিহার্য কারণ ছাড়া প্রতিরোধমূলক আটক বা গ্রেপ্তার করা যাবে না।' কমিশন ইতিমধ্যেই ওই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালত আস্থাপ্রকাশ করেছে যে, বুধবার নির্বাচন যাতে অবাধ, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ হয় এবং

- কমিশনকে পক্ষপাতহীন হয়ে কাজ করতে হবে, বলল হাইকোর্ট
- সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আইনসংগত প্রক্রিয়া ছাড়া হরণ করবে না কমিশন
- একান্ত অপরিহার্য কারণ ছাড়া প্রতিরোধমূলক আটক বা গ্রেপ্তার করা যাবে না

ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করবে কমিশন।

সম্প্রতি ৩৫০০ নাম উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে পূর্বের তালিকার বহু তৃণমূল কর্মীর নাম রয়েছে। এদিন প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এই অভিযোগে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলার শুনানি হয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে।

কল্যাণের অভিযোগ, টার্গেট করা হয়েছে ভবানীপুর বিধানসভাকে। কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মার প্রসঙ্গ টেনে কল্যাণের অভিযোগ, 'উত্তরপ্রদেশ থেকে পর্যবেক্ষক আনা হয়েছে। প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবার, ভোটারদের সন্ত্রস্ত করছেন। আবার বলছেন, আমি সিংহম, এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট।'

বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার নিয়ে কল্যাণের সওয়াল, 'এতে কমিশনের মানসিকতার কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে? বিজেপি প্রার্থীরা টাকা দিয়ে ভোটারদের প্রলোভন দেখাচ্ছে। কালীঘাট থানার ওসি আমার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সিআরপিএফ গিয়েছে। আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগের ওপর আক্রমণ হয়েছে।'

রাজ্যের এজিও জানান, কোন আইনি অধিকারে কমিশন উচ্চপদস্থ আমলাদের অপসারণ করেছে তা জানাতে হবে। কমিশনের আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী জানিয়েছেন, দ্বিতীয় তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ কমিশনের কাছে আছে। আইন মেনে পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেই।

৩০০০-এর বেশি শতায়ু ভোটার

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় বাংলার গণতন্ত্রের এক অনন্য ও অনুপ্রেরণামূলক চিত্র ফুটে উঠেছে। ২৯ এপ্রিল তিন হাজারেরও বেশি শতায়ু ভোটার তাঁদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে চলেছেন। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে মোট ৩,২৪৩ জন শতায়ু ভোটার রয়েছেন, যার মধ্যে ৮৫৩ জন ভোটার নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এছাড়া নদিয়ায় ৭৯১ জন, উত্তর ২৪ পরগনায় ৬৯৮ জন এবং হাওড়া ও হুগলিতে যথাক্রমে ৩১২ ও ২৯৪ জন শতায়ু ভোটার রয়েছেন। বিস্ময়করভাবে, খাস কলকাতায় এই সংখ্যা মাত্র ৬১ জন, যা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় অনেক কম।

ভোটের ভবিষ্যৎ... মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি-পিটিআই।

পেট্রাপোল সীমান্ত সিল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : রাজ্যের ছয় জেলায় দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারি শুরু করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে সব ধরনের বাণিজ্য ও যাত্রী পারাপার পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

জেলা শাসক শিল্পা গৌরীসরিয়া সম্প্রতি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করে বিএসএফ-কে চূড়ান্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্দরবন থেকে বাগদা পর্যন্ত প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে অনেক জায়গায় কাঁটাতার নেই। অতীতে ভোটের সময় চোরাপথে দুষ্কৃতীদের অনুপ্রবেশের নজির থাকায় এবার বাড়তি কড়াকড়ি করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই পেট্রাপোল সীমান্ত এলাকা ছিল কার্যত জনশূন্য।

পেট্রাপোল বর্ডার ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, জেলা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী বুধবার ভোট চলাকালীন সীমান্ত বন্ধ থাকবে। তবে কোনও ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশ থেকে ভোট দিতে ফিরতে চাইলে বুধবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাবেন।

মূলত বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা যাতে সীমান্ত পেরিয়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, সেজন্যই এই পদক্ষেপ। প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন।

ফের ছাত্রমৃত্যু

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : দশ দিনের মাথায় ফের ছাত্র মৃত্যু আইআইটি খড়্গপুরে। মঙ্গলবার ২২ বছরের এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছে 'মদনমোহন মালব্য হল' থেকে। মৃতের নাম সোহম হালদার। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের শালবাগানের এই বাসিন্দা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমটেক করছিলেন।

প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের পাঠানোর পাশাপাশি মৃতের পরিবারকে খবর পাঠানো হয়েছে। এর আগে গত ১৮ এপ্রিল ক্যাম্পাসের আটতলা 'অটল বিহারী বাজপেয়ী হল' থেকে ঝাঁপ দেন জয়বীর সিংহ ডোডিয়া নামে এক ছাত্র। ২১ বছরের আহমদাবাদের ঘুমা এলাকার বাসিন্দা ওই পড়ুয়া মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে... কলকাতায়। মঙ্গলবার। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ট্রাইবিউনালে পাশ ১৪৬৮

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : বুধবার পশ্চিমবঙ্গের সাত জেলার ১৪২ আসনে দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট। তার ২৪ ঘণ্টা আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ফের সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। সেই অতিরিক্ত তালিকায় 'পাশ' করেছেন ১৪৬৮ জন। বাদ পড়েছেন ৬ জন। এর ফলে বুধবার এই ভোটারদের গণতন্ত্রের মহোৎসবে শামিল হতে আর কোনও বাধা রইল না।

মঙ্গলবার প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, কলকাতা দক্ষিণে সবচেয়ে বেশি ৬৭৭ জনের নাম যুক্ত হয়েছে। কলকাতা উত্তরে জুড়েছে ৫৯৬ জন। একইভাবে হাওড়ায় ৭৭, নদিয়ায় ৩৯, উত্তর ২৪ পরগনায় ৩৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩০, পূর্ব বর্ধমানে ৮ এবং হুগলিতে ৭ জন নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে প্রথম দফার ভোটের আগেও ১৩৯ জনের নাম যুক্ত করা হয়েছিল। তখন বাদ গিয়েছিল ৮ জনের নাম। এসআইআরে ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বিপুল সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। বাকিদের কী হবে সেই বিষয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে সংশ্লিষ্ট মহল।

ভোটের আগেই ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' হয়ে যায়। কিন্তু শীর্ষ আদালতের নির্দেশে এবার ব্যতিক্রম। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, ভোটের দু'দিন আগেও ট্রাইবিউনাল যে সমস্ত নামের নিষ্পত্তি করবে এবং যাঁদের ভোটার হিসাবে ছাড়পত্র দেবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশ মোতাবেক এবার পদক্ষেপ করল কমিশন।

জানা গিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত যে আবেদনগুলির নিষ্পত্তি হয়েছে ট্রাইবিউনালে, তার ভিত্তিতে এই অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা সেই তালিকা যাচাই করেন। যাঁরা অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ট্রাইবিউনালে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এদিকে প্রথম দফার ভোটে প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোটদানের নজির গড়েছিল রাজ্য। দ্বিতীয় দফাতেও সেই উচ্চ হার বজায় থাকবে কি না তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে সব মহলে।

তবে প্রথম দফায় যেভাবে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছিল দ্বিতীয় দফা তেমনভাবে হিংসামুক্ত থাকবে কি না তা নিয়ে সবথেকে বেশি চর্চা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন আশ্বাস দিয়েছে, সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন থেকে শুরু করে কড়া নজরদারি, সব দিকেই কড়াকড়ি থাকছে।

বিজেপির হাতে আক্রান্ত তরুণী

অভয়ার মাকে সিপিএমের নিশানা

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের প্রচারসভা থেকে সিপিএম সমর্থক তরুণীর ওপর হামলা হতেই সরাসরি বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথকে নিশানা করল সিপিএম। অভয়ার বিচারের দাবিতে নারী নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে ভোটপ্রচার করছিলেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী। তাঁর প্ররোচনায় আর এক তরুণীর ওপর শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। আর তারপরই সরব হয়েছে সিপিএম। সমাজমাধ্যমকে হাতিয়ার করে আরজি কর কাণ্ডের সময় বামপন্থী ও বিজেপির ভূমিকা তুলে ধরে রত্না দেবনাথকে বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

সোমবার বিকালের দিকে আগরপাড়া মহাজাতি মোড় এলাকায় প্রচার চলছিল বিজেপির। মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন অভয়ার মা। ওইসময় রাস্তা দিয়ে একটি টোটো নিয়ে পানিহাটির সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তের সমর্থনে প্রচার চলছিল। অভিযোগ, ওই টোটো দেখার পরই নির্যাতিতার মা মঞ্চ থেকে বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে যে টোটোটি যাচ্ছে, তাদের আমি চরম ধিক্কার জানাচ্ছি। এই নির্লজ্জ সিপিএমকে চরম ধিক্কার জানাই।' আর তারপরই টোটোয় আক্রমণ চালায় বিজেপি সমর্থকরা। আর তাতেই আক্রান্ত হন তরুণী শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর বাবা সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়। সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত ওই তরুণী। তাঁর বাবা সিপিএম কর্মী। তারপরই ঘটনার নিন্দা করেছেন সিপিএম নেতারা। অভয়ার মাকে বিঁধে সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'উনি মেয়ের নামে ভোট চাইতে বেরিয়েছেন, অথচ আরও একটি মেয়ে আক্রমণের শিকার হল। বিজেপি নারীবিদ্বেষী। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে রত্না দেবনাথও নিজেকে প্রমাণ করলেন।' সমাজমাধ্যমে গানের দ্বারা অভয়ার মাকে বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, 'যতই আপনি করুন অস্বীকার, ওইদিন রাতে আমরাই ছিলাম ছিনিয়ে আনতে বিচার।' এমনকি ভোট রাজনীতির জন্য বিজেপি তাঁদের ব্যবহার করছে, তাঁদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করেননি, সিবিআইও বিচার দিতে পারেনি। এই বিষয়গুলিও উল্লেখ করা হয়েছে।

কালীঘাটে মমতা, সল্টলেক থেকে নজর শুভেন্দুর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : আগামীকাল বাংলার দ্বিতীয় দফার হাইভোল্টেজ ভোটের দিন। রাজ্যের ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভাগ্য আজ ইভিএমে বন্দি হবে। আর এই বিশাল মহাযজ্ঞের রাশ নিজেদের হাতে রাখতে আজ দিনভর 'ভোট পর্যবেক্ষক'-এর ভূমিকায় দেখা যাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে।

তৃণমূল সূত্রের খবর, আজ সকালে নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে ভোট দিয়েই কালীঘাটের বাড়িতে ফিরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের দিন 'তৃণমূলের পর্যবেক্ষক' হয়েই কালীঘাটের বাড়িতে কাটাবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাসভবন সংলগ্ন অফিসে তৈরি হয়েছে অস্থায়ী 'ওয়ার রুম'। দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বসে সারা রাজ্যের ১৪২টি কেন্দ্রের খবরাখবর নেবেন তিনি। অফিসে আসা খবর পাওয়া মাত্রই মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন তাঁরা। কখনও মুখ্যমন্ত্রী নিজে এসে খবরাখবর নেবেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দরকার হলে দেবেন তিনি। প্রতিটি বুথের পালস বুঝতে সারাক্ষণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন দলের 'ভোট সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়োজনে অভিষেক নিজেই কালীঘাটে পৌঁছে দলনেত্রীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করবেন।

এমনিতেই এদিন শাসকদল সূত্রের খবর, ভোটের দিন মোটামুটি দুটি কন্ট্রোল রুম থাকছে তৃণমূলের।

বড় আকারে কন্ট্রোল রুমটি হবে তৃণমূল ভবনে। যার সর্বক্ষণ দায়িত্বে থাকবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও অন্যান্য কয়েকজন শীর্ষনেতা। তৃণমূলের অন্য কন্ট্রোল রুম হচ্ছে ক্যামাক স্ট্রিটে। সেখানে দলের কিছু নেতা ছাড়া ওই কন্ট্রোল রুমের প্রধান দায়িত্বে থাকবে আইপ্যাকের লোকেরা। সম্প্রতি আইপ্যাক তৃণমূলের কাজ করা বন্ধ করলেও সংস্থার এখনও কিছু লোক দলের হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। মূলত অভিষেকের নির্দেশেই। ভোটের দিন তারাই একপ্রকার দলের কন্ট্রোল রুম চালাবেন ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে। বিষয়টা পুরোপুরি দেখছেন অভিষেকই। কন্ট্রোল রুম থেকে দিনভর ভোটের রিপোর্ট অভিষেকের কাছেই পৌঁছে যাওয়ার কথা। তবে মমতার বিশেষ নজর থাকবে নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরের দিকেই। দলীয় কাউন্সিলর ও কর্মীরা কে কোথায় কী করছেন, তার খুঁটিনাটি রিপোর্ট নেবেন নেত্রী নিজেই।

পালটা প্রস্তুতি সেরে রেখেছে গেরুয়া শিবিরও। ভোটের দিন দিনভর সল্টলেকের কেন্দ্রীয় পার্টি অফিসে বসে ভোটের রণকৌশল সাজাবেন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে থাকবেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মুরলিধর সেন লেনের অফিসেও খোলা হয়েছে পৃথক কন্ট্রোল রুম। শুভেন্দু অধিকারীর নজরও আজ বিশেষ করে আটকে থাকবে ভবানীপুরের দিকেই। কারণ, তিনিই এই কেন্দ্রে মমতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের বিধানসভা এলাকায় কোথাও কোনও অশান্তি বা কারচুপির খবর পেলেই সরাসরি ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা।

তৃণমূল আর বিজেপি,দুই শিবিরই আজ স্নায়ুর লড়াইয়ে অবতীর্ণ। একদিকে কালীঘাট থেকে মমতার নির্দেশ, অন্যদিকে সল্টলেক থেকে শুভেন্দুর পালটা চাল। শেষ হাসি কে হাসবেন, তা সময় বলবে। তবে আজ যে বাংলার প্রতিটি ইঞ্চি মেপে লড়াই হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৩৯ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩

ভিন্ন ধর্মযুদ্ধে বাম

রামে ভোট যাওয়া ঠেকাতে পারেনি সিপিএম। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সামান্য কিছু কেন্দ্রে পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের শেষলগ্নে সেকারণে কার্যত 'নো ভোট টু বিজেপি' প্রচারের পথে হেঁটেছে দেশের বৃহত্তম বাম দলটি। তৃণমূলের 'গুন্ডারাজে'র অবসান চাইলেও দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বারবার বিজেপির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। শেষপ্রচারে তিনি ছিলেন নদিয়ায়। সেখানে তাঁর ভাষণে দলের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

কট্টর বিজেপি বিরোধিতার পথে হাঁটার বহুবিধ কারণ আছে সিপিএমের। প্রথমত, আদর্শগতভাবে তৃণমূলের চেয়ে বিজেপির বড় শত্রু বামপন্থীরা। বিজেপির নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভাবনায় তৃণমূলের চেয়ে বেশি বিপদ বাম মতাদর্শ। যে কারণে বিজেপি সবসময় বামেদের নির্মূল করতে চায়। যে কাজটা বাংলায় প্রথমত তৃণমূল করে ফেলেছিল। পরে তৃণমূলের সঙ্গে দ্বিমেরু রাজনীতি করে বামেদের উচ্ছেদ পাকাপোক্ত করে ফেলেছিল বিজেপি। সেই পরিস্থিতির তেমন বদল ঘটেনি।

দ্বিতীয়ত, সিপিএমের কাছে বড় বিপদ হল দলীয় সমর্থকদের ভোট ধরে রাখা। কারণ, সেই ২০১৪ থেকে বাম ভোট রামে যাওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল, সিপিএম তাতে বাঁধ দিতে পারেনি। বরং ক্ষরণ বেড়েই চলেছে। ২০২৬-এর নির্বাচনে সেই ক্ষরণ বন্ধ দূরের কথা, কমার নিশ্চয়তা তেমন নেই। নীচুতলার কর্মীদের মানসিকতায় তৃণমূল কার্যত জাতশত্রু হয়ে উঠেছে। তাঁদের শাসন উচ্ছেদ করে তৃণমূলের ক্ষমতাসীন হওয়াকে এখনও অনেক সিপিএম নেতা হজম করতে পারেননি।

অথচ এই মানসিকতার বদল না ঘটলে সিপিএমের অস্তিত্বসংকট আরও বাড়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা। দলকে প্রাসঙ্গিক রাখতে ভোট ধরে রাখা তাই জরুরি সিপিএমের কাছে। তৃতীয়ত, সিপিএম নেতৃত্ব ভালো করে বুঝতে পারছে, বিজেপি যদি বাংলায় ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে তাদের অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে উঠবে। মতাদর্শগত শত্রু সিপিএমকে নির্মূল করতে সরকারি শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করবে বিজেপি।

তৃণমূল সিপিএমের পঞ্চায়েত, পুরসভা বা বিধায়ক-সাংসদ কবজায় নিত। কিন্তু বিজেপি সিপিএমের মতাদর্শগত ভিত্তিতেই আঘাত হানবে। যেটা সামশেরগঞ্জের দাঙ্গা ও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের পর শুধু তৃণমূল নয়, সিপিএমের হিন্দু ভোটব্যাংকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সিপিএমের অনেক নেতৃস্থানীয় হিন্দুও মুসলিম বিদ্বেষে গা ভাসিয়েছেন। তৃণমূলকে উচ্ছেদের নামে 'আগে রাম, পরে বাম' ভাবনা সিপিএমে এখনও সমানভাবে গতিশীল রয়েছে।

চতুর্থত, নির্বাচনি ময়দানে প্রাসঙ্গিক থাকতে না পারলে বাংলায় দ্বিমেরু রাজনীতি আরও জমাট বাঁধবে। তাতে সিপিএমের সংকট কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। নদিয়ায় মহম্মদ সেলিমের ভাষণ তাই অনেকদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সঙ্গে একই সুরে ভাষণ দিয়েছেন সিপিএমের যুব নেতা শতরূপ ঘোষ। তাতে স্পষ্ট, এই অবস্থান সিপিএম দলগতভাবেই গ্রহণ করেছে। তৃণমূলের 'অপশাসন' ও বিজেপির 'বিভেদকামী রাজনীতি'কে সমানভাবে আক্রমণ করলেও ভাষণে স্পষ্ট, সেলিম বিজেপিকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

স্পষ্ট ভাষায় নদিয়ায় সেলিম বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও সর্বভারতীয় মহিলা নেত্রী বৃন্দা কারাত এই লাইনই এবার প্রচার করে গিয়েছেন বাংলায়। তাঁদের সকলেরই বক্তব্যে 'তৃণমূলের কার্যকলাপে হতাশা' কিংবা 'লাগাতার নির্বাচনি বিপর্যয়ের কারণে বামপন্থীদের প্রতি মোহভঙ্গের প্রবণতা' সম্পর্কে ছিল সতর্কবার্তা।

দ্বিমেরু রাজনীতি ঠেকাতে বাম বিকল্পের ধারণাকে অন্তত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যে ভীষণরকম দরকার, তা সিপিএম নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে। পঞ্চমত, এবারের নির্বাচনে গেরুয়া হাওয়া আঁচ করতে পেরেছে সিপিএম। সে কারণে ভোট প্রচারের শেষলগ্নে মহম্মদ সেলিম 'বিজেপিকে একটিও ভোট নয়' ধারণাকে প্রচারে এত মরিয়া ছিলেন। এই ভোট যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের কাছে অস্তিত্বের পরীক্ষা, তেমনভাবে সিপিএমের কাছেও। বিজেপিকে আটকানো এখন তাই সিপিএমের ধর্মযুদ্ধের মতো।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

স্টকহোম থেকে কোচবিহার এক অন্য মিশন

যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে সুইডেন থেকে ভারতে এক ঐতিহাসিক শান্তি মিশনের অনন্য কাহিনী।

শৌভিক রায়

ঠিক এই মুহূর্তে শুধু ইরান-ইজরায়েল বা রাশিয়া-ইউক্রেন নয়, সুদান, ইয়েমেন, সিরিয়া, সোমালিয়া, নাইজিরিয়া সহ বিশ্বের অন্তত তিরিশটি জায়গায় নানা কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশগুলিতে কত মানুষ নিহত হয়েছেন, কত শিশু পরিবার হারিয়েছে তার হিসেবে নেই। এরকম এক দুর্বিষহ মুহূর্তে তাই বারবার মনে পড়ছে অ্যান্সগার মিশনের কথা, যার সঙ্গে জড়িয়ে আমাদের উত্তরের ছোট্ট এক জনপদ।

স্ক্যান্ডিনিভিয়ান মিশন ফ্লাইট উড়ান সংস্থার একটি উড়ানের নাম ছিল অ্যান্সগার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিমানটি আমেরিকান এয়ারফোর্সের যুদ্ধসামগ্রী পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হত। সেটির নামকরণ হয়েছিল সেন্ট অ্যান্সগার-এর নামে। সেন্ট অস্কার নামেও পরিচিত, এই মানুষটি নবম শতকে সুইডেনে এসেছিলেন শান্তির বাণী প্রচার করতে। আর 'কিংডোম অফ গড'-এর দেশ সুইডেনের স্টকহোম থেকে, ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ, অ্যান্সগার বিমানটি রওনা দিয়েছিল ভারতের উদ্দেশে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে তখন ইউরোপ জর্জরিত। পুরোনো রাষ্ট্র ভেঙে গিয়েছে। নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধের দামামা জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। লালিত মূল্যবোধ, সংস্কার সব ভেঙে চুরমার। মানুষের মনোজগতে এসেছে এক বিপুল আলোড়ন। কিছুদিন আগে হিরোশিমার বুকে ফেলা আণবিক বোমা তছনছ করে দিয়েছে সব। ইউরোপ, এশিয়াজুড়ে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন দগদগে ঘায়ের মতো দেখা যাচ্ছে।

যুগ সন্ধিক্ষণের সময়ে তাই এই আকাশযাত্রা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে, যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত একটি উড়োজাহাজকে, শান্তির বাণী প্রচারকারী এক বিশেষ দূতের নামে নামাঙ্কিত করার মধ্যে দিয়ে মিশনারিরা তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিশনের গন্তব্য হিসেবে ভারতকে বেছে নেওয়ার পেছনেও ছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য। কেননা একমাত্র ভারত-ই প্রতি যুগে অহিংসা ও শান্তির কথা বলে এসেছে।

যাত্রা শুরুর সেই দিনটিতে স্টকহোমের বিমানবন্দরে বেশ ভিড়। শান্তির বাণী প্রচার করতে যে ছয়জন প্রাপ্তবয়স্ক আর তিনজন শিশু মাতৃভূমির নিশ্চিন্ত আরাম ও সুরক্ষা ছেড়ে এতদূর পাড়ি দিতে চলেছেন, তাঁদের এক ঝলক দেখতে চেয়েছিলেন সকলেই। সকাল ৮টায় আকাশে উড়েছিল ফ্লাইট অ্যান্সগার। দক্ষিণে উড়ে যেতে যেতে জানলা দিয়ে যাত্রীরা দেখেছিলেন, বসন্তের জন্য অপেক্ষা করে আছে সুইডেনের অরণ্য, মাঠ, লেক, গ্রাম ও শহর। কিন্তু যুদ্ধের তাণ্ডবে বসন্তের চেনা সুর যেন উধাও। সকাল সাড়ে ১০টায় ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে যখন উড়ান নামল, তখন সেখানেও প্রচুর সংখ্যক মানুষ উপস্থিত। সমবেত সংগীতে তাঁরা শান্তি মিশনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

নেদারল্যান্ডসের আকাশে যখন অ্যান্সগার প্রবেশ করল, মিশনারিরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সৌজন্যে সেখানকার সুন্দর প্রকৃতি। আকাশ থেকেও সেটা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সর্বত্রই বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন এতটাই যে, মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সবার। উইন্ডমিল ছাড়া গ্রামগুলিকে চেনা যাচ্ছিল না। জার্মানরা এক বিধ্বংসী বন্যার কবলে ফেলেছিল নেদারল্যান্ডসকে। মাইলের পর মাইল অনুর্বর ভূমি ছিল তার প্রমাণ। আমস্টারডামে নেমে মিশনারিরা পেলেন বিপুল সংবর্ধনা। তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে দলে দলে সেই দেশের মানুষরা বিমানবন্দরে এসেছিলেন। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুইডেনের সাহায্য তাঁরা ভোলেননি।

প্রকৃতি বদলে গেল ফ্রান্সে। সমতলের পরিবর্তে পাহাড় আর উপত্যকা বেশি পরিমাণে দেখা গেল। তবে অরণ্য, জঙ্গল, গ্রাম, শহর সবেতেই যুদ্ধের চিহ্ন। বরফে ঢাকা আল্পস যখন দেখলেন তাঁরা, তখন সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। ফলে আল্পস লাগছে 'Bride with her Brides-maid'-এর মতো। ভূমধ্যসাগরও দেখা গেল। আর তাঁদের প্রথম দিনের যাত্রা থামল মার্সেইলে। সেখানেই সেদিন তাঁদের রাত্রিবাস। দুটি লরিতে চেপে মিশনারিরা সিটি সেন্টারে পৌঁছালেন। দুর্ভাগ্য তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় কোনও মানুষের যোগাযোগ হল না। যুদ্ধ বদলে দিয়েছিল ফ্রান্সের পরিচিত অত্যন্ত ভদ্র সাধারণ মানুষগুলিকে।

দ্বিতীয় দিন, ভূমধ্যসাগর উপকূল ধরে নেপলসে পৌঁছে মিশনারিদের মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। এত সুন্দর একটি শহর তখন ভগ্নপ্রায়। যুদ্ধ তার বিষাক্ত থাবায় সব শেষ করে দিয়েছে। একই অবস্থা ছবির মতো সুন্দর ঐতিহাসিক এথেন্স শহরেরও। তবে দক্ষিণ ইউরোপের প্রকৃতি তাঁদের আনন্দ দিয়েছিল। কেননা সেই সময়ে সেখানে তখন বসন্ত আসছে। ফলে, প্রকৃতিতে সাজোসাজো রব। যুদ্ধের বধ্যভূমিতে সেটিই ছিল নবজীবনের একমাত্র প্রতীক।

সেদিনই ক্রিট ও আলেক্সান্দ্রিয়া হয়ে অ্যান্সগার পৌঁছাল কায়রোতে। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে গিয়েছে। মরুভূমির মাঝে বিমানবন্দরের লাল ও সবুজ আলোর সংকেত হিরের মালার মতো দেখাচ্ছিল। কায়রোতে দু'দিন জনসংযোগ করেছিলেন মিশনারিরা। দেখেছিলেন বিখ্যাত পিরামিড ও মিউজিয়াম।

দু'দিন পর তাঁরা সুয়েজ ক্যানালের ওপর দিয়ে হেবরেন হয়ে বেথেলহেলেম পৌঁছালেন। তাঁদের তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ছে যিশুখ্রিস্টের কথা। প্রেমের বাণী প্রচার করে যে মানুষটিকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল, তাঁর কথা ভেবে সকলেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। জিশুকে স্মরণ করে আবারও সকলে শপথ নিয়েছিলেন, শান্তির বাণী প্রচার করাই হবে তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। অবশেষে জেরুজালেম ও জেরিকো হয়ে তাঁরা এলেন বাগদাদে। কিন্তু সেখানে তেমন কোনও আপ্যায়ন পেলেন না। ফলে তেল ভরে উড়ে গেলেন পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ তীরের চার্জাতে।

শেষদিনে, প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে তাঁরা যখন করাচি পৌঁছালেন, তাঁদের কিন্তু সেখানে নামতে দেওয়া হল না। আরও পশ্চিমে যাওয়ার নির্দেশ এল। শেষ পর্যন্ত অ্যান্সগার নামল 'বোম্বে'-তে। মিশনারিদের ইচ্ছে ছিল তাঁরা সেদিনই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বেন। কিন্তু এয়ারপোর্টের মেডিকেল অফিসার তাঁদের সেই অনুমতি দিলেন না। ভয় ছিল, ইউরোপ থেকে তাঁরা পীতজ্বরের জীবাণু নিয়ে এসেছেন। ফলে নয়দিন সবাইকে কোয়ারান্টিনে থাকতে হল।

রিজার্ভেশন করে বোম্বে থেকে এলাহাবাদ হয়ে কলকাতার ট্রেন ধরেছিলেন মিশনের অন্যতম কর্তা রেভারেন্ড ব্রান্ডট। কিন্তু অত্যধিক ভিড়ে সেদিনও রিজার্ভেশনের আলাদা সুবিধে পাননি মিশনারিরা। কলকাতায় পৌঁছে, দুইদিন শান্তির বাণী প্রচার করে, ১৮ এপ্রিল কোচবিহারে এলেন রেভারেন্ড ব্রান্ডট ও তাঁর সঙ্গীরা। সেই সময় রেলপথ আজকের বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ছিল। দেওয়ানহাটে তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন কোচবিহার সুইডিশ মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ ছাত্র ও অন্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। রেভারেন্ড ব্রান্ডট ছিলেন কোচবিহার সুইডিশ মিশনের প্রধান ব্যক্তি। কোচবিহার তথা ভারত তাঁর অচেনা ছিল না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের সেই যাত্রা ছিল তুলনায় একেবারেই আলাদা। এই সফরকে তিনি যে খুব উপভোগ করেছিলেন, সেটি বোঝা যায় তাঁর বক্তব্য থেকে- If I was asked to choose between a safe ride in bullock-cart and risky flight in a modern aeroplane, I would certainly choose the latter, at least from Sweden to India.

যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে সেদিন এভাবেই এক হয়ে গিয়েছিল স্টকহোম আর কোচবিহার। আজ যখন বিশ্বের প্রায় সর্বত্র রণদামামা চলছে, তখন মনে হয় সেন্ট অ্যান্সগারের মতো শান্তির দূতদের আরও বেশি প্রয়োজন। দরকার সেদিনের মিশনারিদের মতো শান্তি যাত্রার। তাহলেই হয়তো একদিন একসূত্রে গেঁথে যাবে পৃথিবীর সব প্রান্ত। তাহলেই আর কোনও মায়ের কোল খালি হবে না, সব হারিয়ে কোনও শিশু অসহায় বসে থাকবে না খোলা আকাশের নীচে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা।)
তথ্যসূত্র : 'সাধনা', সুইডিশ মিশন, ১৯৪৬-এ প্রকাশিত 'এ ফ্লাইট ফ্রম সুইডেন : রেভারেন্ড এ. ডব্লিউ. ব্রান্ডট' প্রতিবেদন।

শান্তির উদ্দেশ্যে।। যাত্রা শুরুর আগে স্ক্যান্ডিনিভিয়ান মিশন ফ্লাইট।

১৯৪৬ সালের বসন্তে স্টকহোম থেকে যাত্রা শুরু করেছিল শান্তিদূত সেন্ট অ্যান্সগারের নামে নামাঙ্কিত এক বিশেষ বিমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দগদগে ক্ষতের ওপর প্রলেপ দিতে সেই যাত্রার গন্তব্য ছিল অহিংসার দেশ ভারত। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য পেরিয়ে নানা বাধাবিপত্তি জয় করে শেষ পর্যন্ত সেই মিশনের প্রতিনিধিরা পৌঁছেছিলেন কোচবিহারের দেওয়ানহাটে। বর্তমানের উত্তাল বিশ্ব পরিস্থিতিতে সেই ঐতিহাসিক শান্তি মিশনের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে ভাবিয়ে তোলে আমাদের। যুদ্ধ নয়, বরং সম্প্রীতির পথেই যে পৃথিবীর মুক্তি— সে কথাই মনে করিয়ে দেয় এই মিশন।

আজ

১৯১৯

ওস্তাদ আল্লারাখা খাঁ জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা ইরফান খান।

আলোচিত

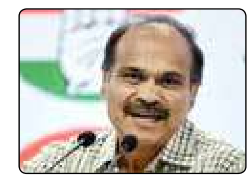

তৃণমূল নেতাদের অনেকে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। যাঁরা যাঁরা হারবেন, তাঁরাই বিজেপির হাত-পা ধরে আগামীদিনে টিকে থাকতে এই পরিকল্পনা করছেন। টাকা-পয়সা কামানোর ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে এইসব নেতারা ভাবছেন, আর তৃণমূল করে লাভ নেই। তাই বিজেপিতে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হচ্ছে।

-অধীর চৌধুরী

ভাইরাল/১

অটোগ্রাফ না পেয়ে খুদে ভক্তের কান্না ভাইরাল। হোটেলের বাইরে ব্যাট হাতে সে অপেক্ষা করছিল বিরাট কোহলির সই নিতে। বিরাট পৌঁছোলে সে চিৎকার করতে শুরু করে। আওয়াজ বিরাটের কানে পৌঁছোয়নি। কাঁদতে কাঁদতে খুদে ভক্ত ব্যাটটি ছুড়ে দেয়।

ভাইরাল/২

রামেশ্বরমের রামানাথস্বামী মন্দিরের জলাশয়ে হাতির জলকেলি। রোদ থেকে বাঁচতে মন্দিরের হাতি রামালক্ষ্মী জলে শরীর ডুবিয়ে বসে আছে। মাহুত এবং অন্যরা তাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন। সেও শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে স্নান উপভোগ করছে। হাতিটির জন্যই কৃত্রিম পুলটি তৈরি করা হয়েছিল।

জনমন
জনমত

নির্বাচনি ইস্তাহারে 'কর্মসংস্থান' যেন অবলুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিন রাজনীতিতে আজ এক গভীর নীরবতা কাজ করছে। এই নীরবতার নাম কর্মসংস্থান। ভোট আসে, ভোট যায়, সরকার বদলায়, স্লোগান বদলায়, কিন্তু বেকারের ভাগ্য বদলায় না। প্রায় এক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে বড় মাপের নিয়োগ প্রায় স্তব্ধ। শিক্ষক নিয়োগ থেকে সরকারি চাকরি- সব ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা, বিতর্ক ও স্থবিরতা যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনও সেই পুরোনো প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে আমাদের- কোথায় চাকরি? ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন, রেজাল্ট ৪ মে। প্রথম দফার ভোট শেষ। অথচ বিস্ময়করভাবে কোনও বড় রাজনৈতিক দলের নির্বাচিন ইস্তাহারে তরুণসমাজের কর্মসংস্থান নিয়ে সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই। আছে শুধু ভাতা রাজনীতি- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার- আরও কত কী! যেন নাগরিক আর কর্মপ্রত্যাশী নয়, শুধু ভাতানির্ভর ভোটার।

চাকরি কেন আজ নির্বাচিন রাজনীতি থেকে নির্বাসিত? কারণ কর্মসংস্থান একটি কঠিন রাজনৈতিক প্রশ্ন, এর উত্তর দিতে হয় শিল্পনীতি, শিক্ষা, পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে। ভাতা দেওয়া সহজ, কর্মসংস্থান তৈরি কঠিন। ভাতা তাৎক্ষণিক ভোট আনে, চাকরি দীর্ঘমেয়াদি নীতি দাবি করে। ফলে রাজনীতি সহজ পথ বেছে নিয়েছে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতেই আজ উন্নয়নের রাজনীতি অনেকাংশে ইনসেনটিভ পলিটিক্সে রূপান্তরিত। নাগরিক অধিকার ধীরে ধীরে সুবিধাভোগে পর্যবসিত হচ্ছে। যেন রাষ্ট্র বলছে- চাকরি চাইবে না, ভাতা নাও।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, বেকারত্বের প্রশ্নটিকে সমাজও যেন স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। নির্বাচিন প্রচারে ধর্ম, পরিচয়, ভাতা, প্রতিশ্রুতি- সবই আছে, নেই তরুণের ভবিষ্যৎ। জবস হ্যাভ বিন কিকড আউট অফ ইলেক্টোরাল পলিটিক্স। কারণ বেকার তরুণের ক্ষোভকে রাজনীতি সংগঠিত প্রশ্নে রূপ নিতে দেয়নি।

উন্নয়নের রাজনীতি কি তাহলে মৃত? না, এখনও নয়- যদি ভোটার প্রশ্ন করতে শেখে। যদি ইস্তাহারে ভাতা নয়, কর্মসংস্থানের রূপরেখা দাবি করে। যদি তরুণসমাজ 'কত টাকা পাব' নয়, 'কত কাজ হবে' জিজ্ঞাসা করে।

ভোট আসবে, যাবে, স্লোগান বদলাবে, নতুন নতুন প্রকল্প আসবে। কিন্তু সমাজ যদি তার তরুণদের হাতে কাজ না তুলে দিতে পারে, তবে সেই সমাজের অগ্রগতি কাগজে লেখা থাকে, বাস্তবে নয়। ভাতা মানুষের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করতে পারে, কিন্তু কর্মসংস্থানই তাকে নাগরিক মর্যাদা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে আবার উন্নয়ন, শিল্প ও চাকরির প্রশ্নে ফিরতেই হবে। নইলে 'ভোট আসে যায়, কিন্তু বেকাররা বেকারই থেকে যায়'— এই বাক্য শুধু হতাশা নয়, বাংলার রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির দলিল হয়ে থাকবে।

মিন্টু পাল, বালুরঘাট।

রাজনীতির ময়দানে ডায়মন্ড বনাম মেসি

১৯৯৭-এর ঐতিহাসিক ডার্বির ছকে সাজানো হয়েছে এবারের হাই ভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের সম্পূর্ণ রণকৌশল।

তন্ময় সিংহ

নব্বইয়ের দশকের ফুটবল ময়দানে কিংবদন্তি কোচ অমল দত্ত প্রবর্তিত 'ডায়মন্ড সিস্টেম' আজও ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে এক রোমাঞ্চকর স্মৃতি। ১৯৯৭-এর সেই ঐতিহাসিক ডার্বিতে পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণাধীন ইস্টবেঙ্গল যেভাবে বাইচুং ভুটিয়ার হ্যাটট্রিকে ডায়মন্ড সিস্টেমকে ৪-১ ফলে চূর্ণ করেছিল, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সেই ফুটবলীয় লড়াইকেই ফিরিয়ে এনেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শাসকদলের মতে, এবারের লড়াই আসলে বিজেপির সাজানো 'ডায়মন্ড সিস্টেম' বনাম তৃণমূলের 'মেসি' অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা। মাঠের ফুটবল ম্যাচের মতো এবারের নির্বাচনও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সর্বাধিক মানুষের অংশগ্রহণে এক রেকর্ড ভাঙা মুহূর্ত হতে চলেছে, যেখানে চতুর্থবারের মতো বিজয়ী শিরোপা ছিনিয়ে নিতে মরিয়া ঘাসফুল শিবির।

২০২৬-এর এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। তবে এসআইআর-এর জেরে কয়েক লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার হারানো নিয়ে জনমানসে প্রবল উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত বড় কোনও হিংসা ছাড়াই আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, তবুও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অতি-সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মূলত দুই যুযুধান পক্ষের এই হাই ভোল্টেজ ম্যাচে সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা আর ক্ষমতার পালাবদলের লড়াই সমান্তরালভাবে প্রবহমান।

বিজেপির 'ডায়মন্ড সিস্টেম'-এ প্রধান ফরওয়ার্ড বা চিমা ওকোরির ভূমিকায় অবতীর্ণ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাঙালি আবেগ আর মৎস্য-সংস্কৃতিকে সঙ্গী করে তিনি এবার মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকছেন। মাঝমাঠের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি বা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যে অভিযোগ শাসকদল তুলছে, তা ম্যাচের গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির রক্ষণে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং যোগী আদিত্যনাথ বা হিমন্ত বিশ্বশর্মার মতো হিন্দুত্বের আইকনরা। আর গোলরক্ষকের বিশ্বস্ত গ্লাভস হাতে দাঁড়িয়ে আছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, যিনি একাই বিজেপির বঙ্গীয় মুখ হিসেবে নিজের দাবি সুনিশ্চিত করেছেন।

পালটা লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রক্ষণভাগকে মজবুত করেছে 'ডোল' রাজনীতির শক্তিশালী ব্যূহ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা আবাস যোজনার মতো প্রকল্পগুলি এখানে পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই দুর্ভেদ্য রক্ষণের মতো কাজ করছে। দলের তাত্ত্বিক ভরকেন্দ্র 'আইপ্যাক'-এর ওপর কেন্দ্রীয় সংস্থার আঘাত আসার পর গোলরক্ষকের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝমাঠে সায়নী ঘোষের মতো যুব নেত্রীদের জনপ্রিয়তা এবং রাজ্যের নারী ও সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৃণমূলের অন্যতম চালিকাশক্তি। এছাড়া সংগঠনের মজবুত বুথ ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা তাদের বিজেপির তুলনায় এগিয়ে রাখছে। আক্রমণে ফরওয়ার্ড লাইনে দেবের মতো সুপারস্টার এবং মহুয়া মৈত্র বা ইউসুফ পাঠানের মতো বাগ্মী সাংসদদের উপস্থিতি শাসক শিবিরকে আলাদা অক্সিজেন দিচ্ছে।

শেষপর্যন্ত সব আলোচনা গিয়ে থামছে সেই 'মেসি ফ্যাক্টর'-এই। সত্তরের গণ্ডি পেরিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে ২৯৪টি আসনে একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তা বিরোধীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। দুর্নীতি বা অপশাসনের অভিযোগের মুখেও তাঁর ব্যক্তিগত স্বচ্ছ ভাবমূর্তিই তৃণমূলের প্রধান রক্ষাকবচ। বিজেপি এবার মেসি-ম্যাজিক রুখতে মৌনব্রত পালন করলেও, সাধারণ মানুষের আস্থাই শেষ কথা বলবে। অমল দত্তর সেই অপরাজেয় ডায়মন্ড সিস্টেম কি এবারও বাইচুং-সুলভ কোনও ম্যাজিকে পরাস্ত হবে, নাকি ইতিহাসের চাকা অন্য পথে ঘুরবে- তার চূড়ান্ত উত্তর পেতে এখন কেবল কয়েকদিনের অপেক্ষা।

(লেখক জনমত সমীক্ষার কাজের সঙ্গে যুক্ত।)

পাঁশকুড়ায় ভোটগ্রহণ। -ফাইল চিত্র

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৩২

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ধ্বংস ৫। গোলাকার ৬। নিজের খিদে মেটানোর মতো যার সম্বল নেই ৮। আসল নয় কিন্তু মাছ ধরতে লাগে ৯। সাধারণ জনতা অথবা ফলের নাম ১১। বাদানুবাদ ১৩। কখনও নয় ১৪। চড়াই পাখির অন্য নাম।

উপর-নীচ : ১। কার্তিকের স্ত্রী ২। মুহূর্ত বা নিমেষ ৩। বাঁদর অথবা পোকা ৪। প্রদীপ জ্বালাতে লাগে ৬। সাম্প্রতিক বিষয় ৭। যে ঘরে পুরুষদের ঢোকা বারণ ৮। পাচক বা হজমি ৯। জমির সীমানা বা মৌমাছির হুল ১০। ভিড়ের চাপে আহত ১১। যে ফন্দি আঁটে ১২। পাকা খোলা জায়গা ১৩। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

সমাধান ■ ৪৪৩১

পাশাপাশি : ১। অন্তর্লীন ৩। বিক্রম ৫। দরবিগলিত ৬। লহর ৭। কোফতা ৯। দণ্ডাধিকরণ ১২। কড়ার ১৩। ইন্দিবর।

উপর-নীচ : ১। অয়োমল ২। নফর ৩। বিরাগ ৪। মন্দ্রিত ৫। দর ৭। কোণ ৮। তালেবর ৯। দত্তক ১০। ধিক্কার ১১। রসুই।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সিকিমে ফুটবলে মোদির বঙ্গ আবেগ

গ্যাংটক, ২৮ এপ্রিল : পাহাড়ের কোলে একটি মাঠে কচিকাঁচাদের সঙ্গে ফুটবল পায়ে ড্রিবলিং করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছোট ছোট পাস খেলে অনায়াসে খানকতক গোলও দিলেন তিনি। তারপর খুদে ফুটবল খেলোয়াড়দের তাঁর ভোকাল টনিক, '২০৩৬ সালে ভারতে অলিম্পিকের আসর বসার আগে এই খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে।' সিকিমের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকালে গ্যাংটকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন নমো। তাঁর ফুটবলার অবতার দেখে অনেকেই মনে করছেন, বুধবার পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে পড়শি রাজ্যে ফুটবল খেলে আদতে বাঙালির ফুটবল আবেগকেই স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন সকালে গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামে ভারতের জাতীয় পতাকাধারী নীল রঙের ট্র্যাক সুটে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। খেলার মাঠে নামার আগে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে খোশমেজাজে আলাপ-পরিচয় সেরে ফেলেন তিনি। মজার ছলে খুদেদের প্রশ্ন করেন, 'আজ তোমরা আমাকে কী শেখাবে?' আবার দুষ্টুমি করে বলেন, 'তোমরা আমাকে হারিয়ে দেবে না তো?' মাঠে নেমে শুধুমাত্র ফুটবল খেলাই নয়, গোল করা থেকে শুরু করে খুদে খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাই-ফাইভ করা-সব মিলিয়ে পুরোদস্তুর একজন ফুটবলারের শরীরী ভাষায় ধরা দেন নমো। খেলা শেষে তিনি বলেন, 'খেলার জন্য শুধুমাত্র অনুশীলন যথেষ্ট নয়, ম্যাচ খেলাও দরকার। তবেই আসল জেদ ও উৎসাহ তৈরি হয়।' ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মকে এখন থেকেই তৈরি হওয়ার ডাক দেন তিনি।

সিকিম সফরে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পর্যটন খাতের এই প্রকল্পগুলি সিকিমের সামগ্রিক বিকাশে বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি কংগ্রেসকেও তীব্র কটাক্ষ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'যে কাজ আগে হতে পারত, তা কংগ্রেস করেনি। বিজেপি সরকার আসার পরেই সিকিমে উন্নয়নের গতি বেড়েছে এবং শীঘ্রই রাজ্যে প্রথমবার রেল পরিষেবা পৌঁছাবে।' উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে ভারতের অষ্টলক্ষ্মী বলেও আখ্যা দেন তিনি।

তবে সেইসবকে ছাপিয়ে বাংলার ভোটের আগের দিন মোদির ফুটবল খেলা বাঙালির আবেগ উসকে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'গ্যাংটকে এক ফুটবলমুখর সকাল। আমরা শিখলাম, খেললাম এবং উপভোগ করলাম।' তাঁর পোস্টে বাংলার নামোল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষে যে মোদি 'সব খেলার সেরা বাঙালির প্রিয় ফুটবল' আবেগকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন, তা স্পষ্ট।

অর্কিডের সমাহারের মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার গ্যাংটকে।

মণিপুর খালি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : বাংলায় দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা রাজ্যকে। পরিস্থিতি এমন যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, ভোট মিটে যাওয়ার পরও অন্তত ৬০ দিন বাহিনী থাকবে বাংলায়। রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরের অলি-গলি, সব জায়গাতেই এখন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কড়া নজরদারি। কিন্তু বাংলার এই অতি-সক্রিয় নিরাপত্তার নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক আশঙ্কাজনক ছবি। এ রাজ্যে অবাধ ভোট করাতে গিয়ে অশান্ত মণিপুর থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী, যা উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে তৈরি করেছে এক বিপজ্জনক 'নিরাপত্তা শূন্যতা'।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, বাংলার নির্বাচনের ডিউটি সামলাতে মণিপুর থেকে প্রায় ৮,৫০০ আধাসামরিক জওয়ানকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। আর তাতেই নতুন করে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে মণিপুরে। এই প্রত্যাহারের ফলে রাজ্যে একটি 'সিকিউরিটি ভ্যাকুয়াম' বা নিরাপত্তা শূন্যতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন। ২০২৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৬,০০০ নিরাপত্তা কর্মী, যার মধ্যে আসাম রাইফেলস এর জওয়ানরাও রয়েছেন। তবুও সাম্প্রতিক উত্তেজনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে বলেই বৈঠকে উঠে এসেছে। গত বছর থেকে শুরু হওয়া জাতিগত হিংসায় এখনও ধুঁকছে ওই রাজ্য। তার ওপর কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে সংঘাতের মেঘ ঘনীভূত হওয়ায় পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক। বাহিনীর ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সোমবারই দিল্লিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জরুরি বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন।

গোয়েন্দা প্রধান তপন ডেকা এবং অসম রাইফেলসের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে হওয়া ওই বৈঠকে উঠে আসে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বাংলায় বাহিনী পাঠানোর ফলে মণিপুরে যে 'সিকিউরিটি ভ্যাকুয়াম' তৈরি হয়েছে, তার সুযোগ নিচ্ছে উপদ্রুত এলাকার দুষ্কৃতীরা। তার ওপর মহিলা সংগঠনগুলির ঘনঘন পথ অবরোধ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৩৬,০০০ জওয়ান মোতায়েন থাকলেও সাম্প্রতিক উত্তেজনার মুখে তা যৎসামান্য বলেই মনে করছে প্রশাসন।

অর্থাৎ, বাংলায় শান্তিতে ভোট করাতে গিয়ে উত্তর-পূর্বের সীমান্ত রাজ্যে কি বড় কোনও বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে কেন্দ্র? দিল্লির উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের নির্যাস কিন্তু সেই আশঙ্কার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলার ভোট মিটলেও মণিপুরের অশান্তির আগুন নেভাতে এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে।

- বাংলার নির্বাচনের ডিউটি সামলাতে মণিপুর থেকে প্রায় ৮,৫০০ আধাসামরিক জওয়ানকে নিয়ে আসা হয়েছে
- এর ফলে মণিপুরে একটি 'সিকিউরিটি ভ্যাকুয়াম' বা নিরাপত্তা শূন্যতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন
- গোয়েন্দা প্রধান এবং অসম রাইফেলসের শীর্ষ কর্তাদের বৈঠকে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে
- বর্তমানে প্রায় ৩৬,০০০ জওয়ান মোতায়েন থাকলেও সাম্প্রতিক অশান্তির মুখে তা যৎসামান্য

কেজরির পর স্বর্ণকান্তকে বয়কট সিসোদিয়ারও

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আপ-এর সংঘাত ক্রমশই বাড়ছে। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অনুসরণ করে এবার প্রবীণ নেতা মণীশ সিসোদিয়াও বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার বেঞ্চের শুনানিতে অংশ নিতে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। বিচারপতি শর্মার বেঞ্চ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনও আশা নেই দাবি করে তাঁরা মহাত্মা গান্ধির 'সত্যাগ্রহ' নীতি অনুযায়ী আদালত বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিচারপতিকে দেওয়া এক চিঠিতে সিসোদিয়া স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তিনি নিজে কিংবা তাঁর কোনও আইনজীবী এই আদালতের কার্যক্রমে আর অংশগ্রহণ করবেন না। কেজরিওয়ালও তাঁর চিঠিতে জানিয়েছেন, তিনি এটা করছেন বিবেকের তাড়নায়। এটা আদালত অবমাননা নয়।

সম্প্রতি বিচারপতি শর্মার অপসারণের আর্জি খারিজ হওয়ার পরই আপ নেতারা এই কঠোর পদক্ষেপ করেন। তবে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার বজায় রেখেছেন। সিসোদিয়া ক্ষোভের সঙ্গে জানান, ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি বাধ্য হয়েছেন এই সিদ্ধান্ত নিতে।

গরম থেকে বাঁচতে। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে।

আমেরিকার হুকুম দেওয়ার দিন শেষ

জানিয়ে দিল ইরান

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২৮ এপ্রিল : পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের টানাপোড়েন নতুন মোড় নিল। মঙ্গলবার ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র রেজা তালাই-নিক হুংকার দিয়েছেন, ওয়াশিংটন এখন আর কোনও স্বাধীন দেশকে নিজের শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার বা হুকুম দেওয়ার অবস্থায় নেই। আমেরিকার উচিত তাদের 'অবৈধ ও অযৌক্তিক' দাবিগুলি ত্যাগ করা।

ইরান ও আমেরিকার মধ্যে আপাতত যুদ্ধবিরতি চললেও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচনা অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী'র অবরোধ তুলে নেওয়ার বিষয়ে পাকিস্তানকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করে একটি নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছে ইরান। প্রস্তাব অনুযায়ী, আমেরিকা যদি ইরানের ওপর থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেয় এবং যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে তেহরান এই কৌশলগত জলপথটি খুলে দিতে রাজি।

তবে ট্রাম্প প্রশাসন এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করেছেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনা স্থগিত রেখে কোনও চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'যে কোনও চুক্তি বা সমঝোতাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে ইরান যেন কোনও অবস্থাতেই পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে এগোতে না পারে। এটাই আমাদের মূল চিন্তার বিষয়।' রুবিও আরও যোগ করেন, ইরান আলোচনার মাধ্যমে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করছে এবং তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে না।

অন্যদিকে, সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন-এর বৈঠকের আগে রেজা তালাই-নিক জানান, ইরান তার প্রতিরক্ষা সক্ষমতা অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে ভাগ করে নিতে তৈরি। তেহরানের এই অনড় অবস্থানের পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা ওয়াশিংটনের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও ইজরায়েলি হামলায় ইরানে শিশু সহ অন্তত ৩,৩৭৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং লেবাননেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা দল ইরানের প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দিনকয়েকের মধ্যেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে হোয়াইট হাউস সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

জ্বালানির দাম বাড়ছে না : কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন শেষ হলেই পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম আকাশছোঁয়া হবে। বিরোধীদের এই দাবি ও সাধারণ মানুষের আশঙ্কা উড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে ভোট মিটে যাওয়ার পর জ্বালানির দাম বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা আপাতত নেই বলে সাফ জানানো হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা মঙ্গলবার জানান, বর্তমানে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

তিনি সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার এবং অহেতুক আতঙ্কিত হয়ে জ্বালানি মজুত না করার আর্জি জানিয়েছেন।

সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেছিলেন, নির্বাচনের পর বিজেপি সরকার সার ও জ্বালানির দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ওপর বড় আর্থিক বোঝা চাপাবে।

এই মুহূর্তে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়া সত্ত্বেও ভারতে ২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে জ্বালানির দাম একই জায়গায় রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, দেশে এলপিজি ও জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পাম্পগুলিতে প্রতিনিয়ত নজরদারি চালানো হচ্ছে।

রাশিয়া থেকে আসছে চতুর্থ এস-৪০০

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : কথা রাখল রাশিয়া। আরও একটি সুদর্শন চক্র আসছে সেদেশ থেকে। ভারতের আকাশসীমা নিরাপত্তাকে আরও দুর্ভেদ্য করতে চতুর্থ এস-৪০০ 'ট্রায়াম্ফ' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চালান রওনা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, গত সপ্তাহে রাশিয়ার বন্দর ছেড়ে আসা এই অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রটি মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ভারতীয় বন্দরে পৌঁছোবে। গত ১৮ এপ্রিল রাশিয়ার কারখানায় এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিদর্শন করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

আকাশপথে শত্রুপক্ষের ড্রোন, অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ও ব্যালিস্টিক মিসাইল রুখে দিতে সক্ষম এই চতুর্থ ব্যাটারিটি রাজস্থান সীমান্তে মোতায়েন করা হতে পারে। ৪০০ কিলোমিটার পাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সিন্ধুনদের ওপারের যে কোনও আকাশচারী লক্ষ্যবস্তুকে নির্ভুলভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম। সাম্প্রতিক 'অপারেশন সিঁদুর'-এ এই রুশ প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের পর ভারত সরকার আরও পাঁচটি এস-৪০০ সিস্টেম কেনার সবুজ সংকেত দেয়। একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে রাশিয়া থেকে ১২টি 'প্যান্টসির' এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার বিষয়েও তোড়জোড় শুরু হয়েছে। আগামী নভেম্বরের মধ্যে পঞ্চম এস-৪০০ সিস্টেমটির ভারতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ট্রাম্প-রাজা চার্লস গোপন বৈঠক

ওয়াশিংটন, ২৮ এপ্রিল : ইরান যুদ্ধের আবহে টালমাটাল আমেরিকা-ব্রিটেনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। চরম উত্তেজনার মধ্যেই চারদিনের মার্কিন সফরে ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছেছেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস। সফরের মূল আকর্ষণ হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রাজার রুদ্ধদ্বার বৈঠক। তবে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে এই বৈঠকটি হতে চলেছে সম্পূর্ণ 'অফ-ক্যামেরা'।

সূত্রের খবর, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির মতো ট্রাম্পের সঙ্গে কোনও প্রকাশ্য বাদানুবাদে জড়াতে চাইছেন না ব্রিটিশ আধিকারিকরা। এর আগে ট্রাম্প ও জেডি ভ্যান্সের উপস্থিতিতে সরাসরি সম্প্রচারিত বৈঠকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল জেলেনস্কিকে। এদিকে ইরান যুদ্ধে শামিল হতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের আপত্তির পর ট্রাম্প ও লন্ডনের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি না মেলায় প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ট্রাম্প।

সফরের অন্যতম বিশেষত্ব হল মার্কিন কংগ্রেসে রাজা চার্লসের ভাষণ। ১৯৯১ সালে রানি এলিজাবেথের পর তিনি দ্বিতীয় ব্রিটিশ শাসক হিসেবে এই সম্মান পাচ্ছেন। বাকিংহাম প্রাসাদের একটি সূত্রের বক্তব্য, 'রাজার ২০ মিনিটের ভাষণে ন্যাটো, ইউক্রেন পরিস্থিতি এবং ইরান যুদ্ধের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলি উঠে আসবে।' এই সংকটকালে দু-দেশের ঐতিহাসিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর তিনি জোর দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেল ৩টে নাগাদ এই ভাষণ শুরু হওয়ার কথা। আমজনতার নজর এখন এই সফরের দিকে, যা দুই বন্ধু রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের দিশা নির্ধারণ করতে পারে।

দাউদের 'ডান হাত' দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : দাউদ ইব্রাহিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও তার মাদক সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক সেলিম ডোলাকে গ্রেপ্তার করে তুরস্ক থেকে দিল্লিতে আনা হল। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ ও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বিভাগের যৌথ অভিযানে ইস্তানবুলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর বিশেষ বিমানে মঙ্গলবার ভোরে তাকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। সূত্রের খবর, প্রাথমিক জেরার পর মুম্বই পুলিশ বা নার্কোটিকস বিভাগের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হতে পারে। ভারত সহ একাধিক দেশে ডি-কোম্পানির ছড়িয়ে থাকা পাঁচ হাজার কোটি টাকার মাদক ব্যবসা সেলিম নিয়ন্ত্রণ করত। সেলিমের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, জালিয়াতির বহু মামলা ঝুলছে। কোম্পানির আর্থিক লেনদেন ও আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক সামলানোকারী ধরা পড়ায় দাউদের আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট, অর্থ পাচারের গোপন নথি এবার ফাঁস হতে পারে। সেলিম গ্রেপ্তার হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি নার্কোটিকস ডিপার্টমেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মাদক সিন্ডিকেটগুলোর বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নিয়েছে মোদি সরকার। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান গোটা বিশ্বজুড়ে। মাদক সম্রাটরা যেখানেই লুকোক না কেন, বিশ্বের কোনও স্থানই তাদের জন্য নিরাপদ নয়।'

রাজীবের খুনি এখন আইনজীবী

চেন্নাই, ২৮ এপ্রিল : রাজীব গান্ধি হত্যাকাণ্ডে অন্যতম দোষী ও যাবজ্জীবনের সাজাপ্রাপ্ত এজি পেরারিবালান ৩১ বছর সংশোধনাগারে থাকলেও সেই সময়টাকে তিনি ইতিবাচকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। জেলজীবনে পড়াশোনায় ব্রতী হন। স্নাতক হন তামিলনাড়ু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর আইনের পাঠ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০২২ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়েই বেঙ্গালুরুর বিআর আম্বেদকর ল কলেজে ভর্তি হন। সেখানকার পাঠ শেষ করে ২০২৫-এর অল-ইন্ডিয়া বার এগজামিনেশন-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে তিনি আইনজীবী। পেরারিবালান জানিয়েছেন, নিজের জন্য দীর্ঘ আইনিযুদ্ধ ও যাঁরা অন্যায়ভাবে কারাবন্দি হয়ে রয়েছেন, আইনি সহযোগিতা দিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি আইনশিক্ষায় প্রবেশ করেন। অনেক বন্দি শুধুমাত্র আইনি জ্ঞানের অভাবে বছরের পর বছর জেলে পড়ে রয়েছেন। ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধি আত্মঘাতী হামলায় নিহত হওয়ার অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন পেরারিবালান। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর, এখন ৫৪।

মোদি-শা'র রাজ্যে পুরভোটে পদ্ম-ঝড়

আহমেদাবাদ, ২৮ এপ্রিল : বাংলার জনাদেশ বেরোবে ৪ মে। তার আগে মঙ্গলবার গুজরাটের পুর ও পঞ্চায়েত ভোটে কার্যত পদ্ম-ঝড় দেখা গেল। আহমেদাবাদ, সুরাট, রাজকোট সহ রাজ্যের ১৫টি পুরনিগমের সবকটিতে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে শাসক বিজেপি। ধরাশায়ী হয়েছে কংগ্রেস। খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে আপ।

১৫টি পুরনিগমের মোট ১০৪৪টি আসনের মধ্যে বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ৮৫৬টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ৭৭টি। বাকিরা মাত্র ১২টি আসন পেয়েছে। রাজ্যের ৮৪টি পুরসভার ২০৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১৭৯১টি আসনে। কংগ্রেস জিতেছে ৪১৪টি আসন। বাকিদের ঝুলিতে গিয়েছে ১৪৪টি আসন। অন্যদিকে ৩৪টি জেলা পঞ্চায়েতের ১০৯০টি আসনের মধ্যে গেরুয়া শিবির জিতেছে ৫৬৮টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ৭৭টি আসন। বাকিরা পেয়েছে ৩০টি। গুজরাটের ২৬০টি তালুক পঞ্চায়েতের ৫২৩৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি দখল করেছে ২৩৯৭টি। কংগ্রেস ৫৯১টি এবং বাকিরা ৩২৯টি আসন পেয়েছে।

বিজেপি বিধায়ক শৈলেশ মেহতার দুর্গ বলে পরিচিত দাভোই পুরসভায় বড় জয় পেয়েছে কংগ্রেস। তবে এবারের পুর ও পঞ্চায়েত ভোটে সবথেকে ধাক্কা খেয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। কংগ্রেসকে হটিয়ে বিজেপির বিকল্প হিসেবে উঠে আসার স্বপ্ন দেখছিল তারা। কিন্তু এবার সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে বিজেপি। পদ্ম পেয়েছে ১১৫টি আসন, আপ পেয়েছে ৪টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ১টি মাত্র আসন। সুরাট পুরনিগমে ৫ বছর আগে শূন্য হয়ে গেলেও এবার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে তারা জয়ী হয়েছে। আহমেদাবাদের ১৯২টি আসনের মধ্যে ১৫৮টিই পেয়েছে বিজেপি।

রবিবার পুর ও পঞ্চায়েতের মোট ৯২০০টি আসনে নির্বাচন হয়। তার মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭৩৬টিতে আগে জয়ী হয় পদ্মশিবির। জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই গান্ধিনগরে বিজেপির সদরদপ্তর 'কমলম'-এ খুশির হাওয়া। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিলরা এই জয়ের জন্য বিজেপির নীচুতলার নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

গুজরাটে আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে পুর ও পঞ্চায়েত ভোটে বিপুল জয়ের পর আত্মবিশ্বাস একলপ্তে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে পদ্মশিবিরের।

এদিকে গুজরাটের প্রাক্তন আইপিএস মনোজ নিনামা উর্দি ছেড়ে বিজেপির টিকিটে ওধ জেলা পঞ্চায়েতে প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের স্থানীয় হেভিওয়েট সুরেশ নিনামার কাছে ২৭৪৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন তিনি।

রাজঘাটে জাতির জনকের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার প্রেসিডেন্ট অ্যানালিনা বেয়ারবকের।

কেন্দ্রকে জরুরি বার্তা বিমান সংস্থাগুলির

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : যুদ্ধ এবং জ্বালানির অগ্নিমূল্য, জোড়া ফলায় বিদ্ধ ভারতের উড়ান শিল্প। পশ্চিম এশিয়ায় ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক আকাশপথগুলি বদলে যাওয়ায় একদিকে যেমন বাড়ছে বিমানযাত্রার খরচ, তেমনই পাল্লা দিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর দাম। চরম আর্থিক সংকটে পরিষেবা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে এবার কেন্দ্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ চাইল দেশের শীর্ষ বিমানসংস্থাগুলির সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স (এফআইএ)।

এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো এবং স্পাইসজেটের মতো প্রধান সংস্থাগুলির এই সংগঠন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রককে পাঠানো চিঠিতে জানিয়েছে, বর্তমানে এটিএফ-এর দাম কিলোলিটারে ২ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আগে একটি উড়ান পরিচালনার মোট খরচের ৩০-৪০ শতাংশ জ্বালানিতে ব্যয় হলেও বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫-৬০ শতাংশে। এর দোসর হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার রেকর্ড পতন। সব মিলিয়ে ২০২৬-এর এপ্রিল মাসের পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দুই ক্ষেত্রেই বিমান পরিষেবাকে পুরোপুরি 'অলাভজনক' করে তুলেছে।

সংগঠনটির দাবি, ব্রেন্ট ক্রুড ও এটিএফ-এর দাম গত এক বছরে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা সরকারের কাছে জ্বালানির ওপর আবগারি শুল্ক সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা এবং দিল্লি ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে ভ্যাট কমানোর আর্জি জানিয়েছে। সেই সঙ্গে জ্বালানির দাম ঠিক করতে পুরোনো বিশেষ ফর্মুলা ফিরিয়ে আনার দাবিও করা হয়েছে। ফেডারেশনের আশঙ্কা, দ্রুত সরকারি সাহায্য না পেলে অনেক সংস্থাই পরিষেবা বন্ধ করতে বাধ্য হবে, যা দেশের বিমান পরিবহণ পরিকাঠামোকে এক বড়সড়ো বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

কলমা না পড়ায় ছুরির কোপ

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : মীরা রোডের নয়া নগর এলাকায় দুই নিরাপত্তারক্ষীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুম্বইয়ে। অভিযুক্ত ৩১ বছর বয়সি জাইব জুবের আনসারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্ত ইন্টারনেটের মাধ্যমে কট্টরপন্থী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে মহারাষ্ট্র এটিএস-এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-ও তদন্তে নেমেছে।

সোমবার ভোরে ওকহার্ট হাসপাতালের কাছে একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে ডিউটিতে ছিলেন রাজকুমার মিশ্র এবং সুব্রত সেন। অভিযোগ, আনসারি সেখানে পৌঁছে তাঁদের নাম ও ধর্ম জিজ্ঞাসা করে এবং 'কলমা' পাঠ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। রক্ষীরা কলমা পড়তে না পারায় সে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা নায়েব শেখের তৎপরতায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটি কট্টরপন্থার মামলা। অভিযুক্ত বই, ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন প্রচারমূলক সাহিত্য পড়ে কট্টরপন্থী হয়ে উঠেছিল। জেহাদি মানসিকতা থেকেই সে ভিনধর্মী মানুষদের নিশানা করেছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এই ঘটনার নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর নেটওয়ার্ক বা ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তদন্তে জানা গিয়েছে, আনসারি ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ছিল এবং তার পরিবার বর্তমানে ওখানেই থাকে। ভারতে ফিরে সে মীরা রোডে একা থাকত এবং টিউশন পড়াত। পুলিশ তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নথিতে 'আইসিস', 'লোন উলফ' এবং 'জেহাদ'-এর মতো শব্দ পেয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে ঘটনার ৯০ মিনিটের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৪ মে পর্যন্ত তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গুজব এড়াতে প্রশাসনের তরফে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

থ্রি ইডিয়টস ২, জানালেন আমির

আমির খানের থ্রি ইডিয়টস ভারতীয় সিনেমায় এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। এখনও দর্শক সে ছবির স্মৃতির পাতা ওলটায়। এই ছবির পরের ভাগের জন্যও তাদের আগ্রহ আছে, জিজ্ঞাসাও হয়েছে এই নিয়ে। আমির খান শেষ পর্যন্ত জানালেন তাঁর পরের ছবি হবে থ্রি ইডিয়টস। এক হিন্দি সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি রাজকুমার হিরানির পরিচালনায় খুব শিগগির আবার কাজ করব। রাজু আর অভিজিৎ যোশি থ্রি ইডিয়টস ২-এর চিত্রনাট্য লিখছে। প্রথম খসড়া পড়েছি, আমার খুব ভালো লেগেছে। এখনও কিছু কাজ বাকি আছে চিত্রনাট্যে, সেগুলো ওরা ঠিক করছে। ওরা খুব ভালো লিখেছে। আগের মতোই এই গল্পও অন্যরকম হবে। তাতে হিউমারও থাকবে আগের মতোই। গল্পটা শুধু ১০ বছর পর থেকে শুরু হবে। এই ছবিটাই আমার পরের ছবি, এর জন্য আমিও অপেক্ষা করছি।’ ছবির শিডিয়্যুল নিয়ে কিছু জানা যায়নি। গল্পও এখন অজানা। প্রথম ছবির স্টার মানে এস রাঘবন, শরমন যোশি ও করিনা কাপুর থাকবেন। আমিরও সেই ফুনশুক ওয়াংড়ুর চরিত্রই করবেন।

দুই রণবীর এবার একসঙ্গে

রণবীর সিং আর রণবীর কাপুর। দুই রণবীর কি একসঙ্গে পর্দায় এসে দাঁড়াবেন? তাহলে সেই ছবির কি হাল হতে পারে, এখন থেকে বোধহয় কল্পনাও করা যায় না। কত ‘ধুরন্ধর’-এর কালেকশন যে ছাপিয়ে যাবে সেই ছবি, তা কে বলবে।

কিন্তু দুজনকে নিয়ে এমন একটা ছবি সত্যিই কি আসা সম্ভব? দর্শকদের মধ্যে দুজনকে নিয়ে ঈর্ষা কিছু কম নেই। দুজনেও যে দুজনের খুব ভালো বন্ধু, এমনটাও নন। তাহলে? একসঙ্গে কাজ করবেন তাঁরা? এটাই আপাতত লাখটাকার প্রশ্ন।

কিন্তু এমন প্রশ্নের জন্ম হল কীভাবে? মুকেশ ছাবরা বলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাস্টিং ডিরেক্টর,

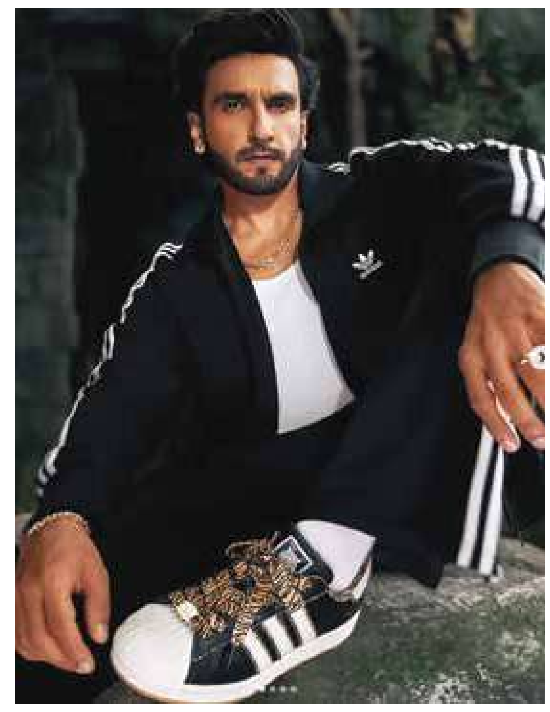

যিনি ‘ধুরন্ধর’ ছবির কাস্টিং করেছেন। বর্তমানে ‘কিং’ আর ‘বব্বান’ নিয়ে ব্যস্ত। তবে এমন একটা আঁচ তিনি নিজেই দিয়ে রেখেছেন। এই প্রশ্নটা তাঁর মাথাতেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে কি তিনি এমন কোনও প্রজেক্টের কথা ভাবছেন? মুকেশ ভাবছেন। তবে পরিচালনা করবেন কে? সেটাই এখনও ঠিক নেই। মুকেশ তাই শুধু এই সম্ভাবনার কথাটা সামনে এনে রেখে দিয়েছেন মাত্র। বাকিটা সময় বলবে।

পরমব্রতর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা

ধারাবাহিক কমলা নিবাস-এ সাগর হয়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। এর শুটিংয়ে গাড়ি দুর্ঘটনার দৃশ্য ছিল-- পরম বা সাগরের গাড়ি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগবে। মেয়ে মিঠি আর মাকে নিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে সাগর, ট্রাকের ধাক্কায় মিঠি বাঁচলেও সাগর ও তার মা মারা যায়। এই দৃশ্যের জন্য কি কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল ধারাবাহিকের নির্মাতারা? এত কথা এইজন্য উঠছে কারণ তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলে ডুবে মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই এইসব বিপজ্জনক দৃশ্যে আরও সাবধানতা নেওয়ার কথা আগে উঠেছিল। মঙ্গলবার ইম্পা ও আর্টিস্ট ফোরাম বৈঠক করে নতুন এসওপি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর চালু করেছে, বলা হয়েছে সব শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য ইনসিওরেন্স হবে, প্রোজেক্টের বাজেট অনুয়ায়ী। এই প্রসঙ্গে কমলা নিবাস-এর পরিচালক রাজেন্দ্রপ্রসাদ দাস বলেছেন,‘ কোনও অভিনেতাকেই ওই দৃশ্যে রাখা হয়নি, যা হয়েছে অ্যাকশন মাস্টারের নির্দেশে, ক্যামেরার কারসাজিতে। তাই বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করার দরকার পড়েনি।’

একনজরে সেরা ৫

ভোটের শেষে

দেব তাঁর আগামী ছবি দেশু ৭-এর জন্য প্রচার শুরু করলেন। জিম করার পর মিরর সেলফি তুলেছেন, সে ছবি ইন্সটায় পোস্ট করে ক্যাপশন করেছেন, ব্যাক টু সিনেমা। আমার পরের ছবি দেশু ৭-এর জন্য তৈরি হচ্ছি। পুজোয় মুক্তি পাবে ছবিটি। অভিনয়ে দেব, শুভশ্রী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য। গল্প, চিত্রনাট্য, পরিচালনায় দেব।

গোয়েন্দা রিচা

বিখ্যাত ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একটি থ্রিলারে দুর্দান্ত গোয়েন্দার চরিত্রে দেখা যাবে রিচা চাড্ডাকে। অপরাধ আর তার তদন্ত নিয়েই এই সিরিজ এবং এই তদন্তের ভার রিচার হাতে। গল্প জানা যায়নি। তবে নির্মাতারা বলছেন, সিরিজ চেনা ছকের হবে না। হীরামণ্ডি-র পর এই ভিন্নস্বাদের চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে তিনি বেশ উত্তেজিত।

গর্ভাবস্থাতেও দীপিকা

অ্যাটলি পরিচালিত রাকা ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোন গর্ভাবস্থাতেও তুমল অ্যাকশন সিনে শুটিং করছেন। তিনি ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে, তাই ছুটির প্রশ্ন নেই, তাঁর চরিত্রের কাটছাঁটও হয়নি। ছবির নায়ক অল্লু অর্জুন। ছবিতে দীপিকার এন্ট্রি সিনে অর্জুন-দীপিকার অ্যাকশন আছে, তা বডি ডাবলের মাধ্যমে হচ্ছে। আবেগঘন দৃশ্য তিনি নিজেই করছেন।

ফারহান বললেন

জি লে জারা ছবিতে প্রিয়াংকা চোপড়া, ক্যাটরিনা কইফ, আলিয়া ভাট থাকছেন না? উত্তরে পরিচালক ফারহান আখতার বলেছেন, অনেক গুজব উঠছে। আমি কোনও কিছুর জন্য তৈরি হলে সবাইকে জানিয়েছি, এবারও তাই হবে। ডন ৩ থেকে রণবীর সিং বেরিয়ে যাওয়া নিয়েও ফারহান বলেছেন, ছবিটা হচ্ছে ধরে নেওয়া ঠিক হয়নি। তবে ডন নিয়ে ভাবছি।

রেমোর ধর্ম

কোরিয়োগ্রাফার রেমো ডিসুজা আসলে রমেশ গোপী ডিসুজা, কর্ণাটকে জন্ম। জামনগরে চার্চে কাজ করতেন। ফাদার ১৫ বছরের রেমোকে ধর্ম বদলাতে বলেন। তাঁর তুতো ভাইবোনরা ক্যাথলিক। রেমোর বাবা তাঁর নিজের নাম বদলাতে দেননি, তাই ধর্ম বদলালেও রেমো গোপী ডিসুজা থাকলেন। স্ত্রী লিজেলের এখানে কোনও ভূমিকা নেই, বলে দেন রেমো।

স্কুল ইউনিফর্মে অনীত পাড্ডা

শক্তি শালিনী ছবিতে অনীত পাড্ডাকে দেখা গেল স্কুল ইউনিফর্মে। গোয়ালিয়রে ছবির শুটিং চলছে, সেখান থেকেই তার এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ছোট শহরের মেয়ে হয়েছেন তিনি, মাথায় দুটি বিনুনি, পিঠে ব্যাগ। এর আগে ২৩ বছরের তরুণী হয়েছেন সাইয়ারা ছবিতে। এবার স্কুলগার্ল অনীত একেবারে যেন সাইয়ারা থেকে নেমে এসেছেন তাঁর কিশোরীবেলায়। দর্শকদের মধ্যে এই অনীতকে নিয়ে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। কেউ বলেছে এটা যদি কাজ করে, তাহলেই ভালো। কারওর আবার ভালো লাগেনি। কয়েকজন বলেছে এটা বোধহয় ফ্ল্যাশব্যাকে দেখা যাবে, অনীত স্কুলগার্ল হতে পারে না। হরর কমেডি ধারার এই শক্তি শালিনী অনীতের সাইয়ারার পরের ছবি। এছাড়া তিনি মোহিত সুরির পরিচালনায় আবার অহান পাণ্ডের সঙ্গে কাজ করছেন। সে ছবি ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে।

প্রয়াত ভরত কাপুর

হিন্দি ছবির বিশিষ্ট অভিনেতা ভরত কাপুর চলে গেলেন। সোমবার নিজের বাসভবনে বিকেল তিনটেয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮০। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিনেতা অবতার গিল জানিয়েছেন, ভরতের ছেলে রাহুল সোমবার ৪-৪.৩০ মিনিট নাগাদ তাঁকে ফোন করে ভরতের মৃত্যুর খবর দিয়েছেন। অবতারের কথায়, ভরত গত ৩-৪ দিন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তবে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। পরিবারের সদস্য, বন্ধু, আত্মীয়দের উপস্থিতিতেই তাঁর শেষকৃত্য হয় সোমবার সন্ধে ৬ টায়। বিশিষ্ট অভিনেত্রী পুনম ধিলোঁ প্রয়াত অভিনেতার প্রতি শোক জ্ঞাপন করে লিখেছেন, আপাদমস্তক ভদ্রলোক, মহান অভিনেতা, ফ্যামিলিম্যান, সুকণ্ঠের অধিকারী... ফেয়ারওয়েল ভরতজি। পুনম ও ভরত কাপুর একসঙ্গে নূরী ছবিতে কাজ করেছিলেন। চিত্রনির্মাতা অশোক পণ্ডিত ভরতকে বড় অভিনেতা ও ভালো মানুষ বলে চিহ্নিত করে বলেছেন, ভরত কাপুরের মৃত্যু ইন্ডাস্ট্রির এক বড় ক্ষতি।

উল্লেখ্য, ভরত ১৯৭২ সালে জঙ্গল মে মঙ্গল ছবি দিয়ে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন। তারপর অজস্র ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি নূরী, রাম বলরাম, গুলামি, লাভ স্টোরি এবং আরও অনেক। তিনি ধারাবাহিকেরও নিয়মিত অভিনেতা। তাঁর অভিনীত ধারাবাহিক পরম্পরা, আহট, ক্যাম্পাস, জি হরর শো-তেও তিনি অভিনয় করেছেন। ভরত রেখে গিয়েছেন স্ত্রী লোপা ও দুই পুত্র রাহুল ও সাগরকে। কন্যা কবিতা কয়েক বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

নতুন ভূমিকায় শিবপ্রসাদ

ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড ছবির গান মনের চাবি রে মুক্তি পেয়েছে। গানের কথা শ্রীজাত। সুর জয় সরকার। ইউ টিউবে অনেক ভিউ পেয়েছে, গানের পিকচারাইজেশনও ভালো লেগেছে দর্শকদের। এ গানে নেচেছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি, সঙ্গে কখনও সৌম্য মুখোপাধ্যায়, কখনও ঋষভ বসু। এই নাচের কোরিয়োগ্রাফি করেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা, অভিনয়ের পাশে জানা গেল তাঁর নতুন দিকটির কথা। ছবির টিজার বেরিয়েছে নববর্ষের দিন, বোঝা গিয়েছে ছবিতে আছে অনেক রহস্য, তার সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের ভিতরের সম্পর্ক আর জটিলতা।

অবশেষে রহস্যের জট খুলল

অবশেষে উৎসব। না, কোথাও সেলিব্রেশন হচ্ছে না। উৎসব মুখার্জির কথা বলছি। টালিগঞ্জের পরিচালক উৎসব। অবশেষে সোশ্যাল মাধ্যমে ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে ছবি দিয়ে পোস্ট দিলেন তিনি। তাঁর অন্তর্ধান রহস্যের ওপর পর্দা পড়ল।

মঙ্গলবার পরিচালক সমাজমাধ্যমে তাঁর পেজ থেকে স্ত্রী মৌপিয়ার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘হাই, আমি উৎসব। আমি এখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে আছি এবং ভালো আছি। আমি জানি আপনারা সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তার জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। তবে আমি এটা অবশ্যই বলতে চাই যে, এত উদ্বেগের কারণ তৈরি হোক, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় এটা আমি কখনও চাইনি, এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু, জীবন মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। আমি সত্যিই দুঃখিত।’

উৎসব আরও জানান যে, তিনি কিছুটা সময় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে চান। তবে তাঁকে নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, ফলে উৎসবের এই অন্তর্ধান নিয়ে সকলের মনেই নানা প্রশ্ন জমা হয়েছে। সেই সব উত্তর তিনি দেবেন বলেও জানিয়েছেন। তবে তার আগে নিজের ও পরিবারের জন্য বেশ কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

তাঁর কথায়, ‘এই মুহূর্তে, আমি এবং মৌপিয়া আমাদের কিছুটা ব্যক্তিগত সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। তাই বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি, যদি আমাদের কিছুক্ষণের জন্য সেই অবকাশটুকু দেন। কলকাতায় ফিরে এসে আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করব, কথা দিচ্ছি। আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আপনারা যে ভালোবাসা দিয়েছেন, যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছেন, তা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত।’

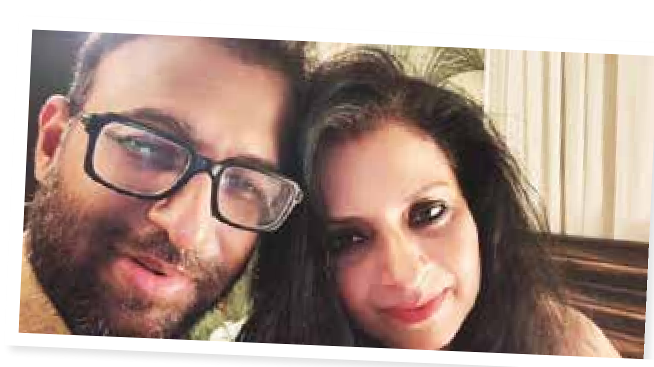

জলপাইগুড়ি ইন্ডোর গেম প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ‘ক’ বিভাগে তৃতীয় হয়েছে সারদা শিশুতীর্থ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র নীলাদ্রি দাস।

ধানহাটিতে শৌচকর্ম, দুর্গন্ধে টেকা দায়

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ধান কেনাবেচার বাজারেই শৌচকর্ম।

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ময়নাগুড়ি নতুন বাজারে মঙ্গলবার ও শুক্রবার সপ্তাহে এই দু’দিন হাটে ধানের পাইকারি বাজার বসে। পুরসভার তত্ত্বাবধানে নতুন বাজার কিষান মান্ডির ভেতরে একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় বাজারটি বসে। বহু দূরদূরান্তের কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ধান নিয়ে হাটে হাজির হন। ব্যবসায়ীরা সেই ধান কেনেন। কিষান মান্ডির ভেতরেই একটি আবর্জনার ফেলার ভ্যাট রয়েছে। এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল সেখান থেকে আবর্জনা উপচে পড়ছে। এছাড়া এখানে এসে এলাকার অধিকাংশ মানুষ শৌচকর্ম সারেন। ফলে দুর্গন্ধে ক্রেতা-বিক্রেতাদের বাজারে টেকা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, শীঘ্রই বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমেশ সান্যাল বলেন, ‘জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে একটি নিকাশিনালা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ভোট পরবর্তী সময়ে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। সেই সময় শৌচাগারের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে।’

সাপ্তাহিক হাটের দিন বাদে এই জায়গাটি মূলত ফাঁকাই পড়ে থাকে। সে কারণে বাজারে আসা কতিপয় মানুষ শৌচকর্ম সারতে এই জায়গাকে বেছে নিয়েছেন। ধান ব্যবসায়ী পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মণীশ রায়ের কথায়, ‘এখানেই আমার চেম্বার। দুর্গন্ধে বসে থাকতে থাকতে অসুখবিসুখ ধরে গিয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতি ও কাউন্সিলারকে সমস্যার কথা জানিয়েছি।’ কাউন্সিলার অমিতাভ চক্রবর্তীর দাবি, সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পুরসভায় জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ খাগড়াবাড়ির কৃষক রবি দাস মঙ্গলবার ও শুক্রবার ধান নিয়ে হাটে আসেন। কিন্তু দুর্গন্ধে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কর্তৃপক্ষের কোনও নজরদারি নেই বলেও তিনি অভিযোগ তুলেছেন। সহমত পোষণ করে পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ব্যবসায়ী লোটন রায়ের বক্তব্য, ‘আমরা ধান কেনাবেচা করছি সেইসময় লোকজন এসে সারি দিয়ে শৌচকর্ম সারছেন। দুর্গন্ধে পেট গুলিয়ে উঠছে। এনিয়ে মাঝেমধ্যেই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শৌচকর্ম সারতে আসা মানুষের বাগবিতণ্ডা লেগে থাকে। তাও কারও কোনও পরোয়া নেই।’

হাটের দু’দিন এখানে কয়েক হাজার ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাগম হয়। দীর্ঘ সময় ধরে কেনাবেচা চলে। দুর্গন্ধ হলেও তা উপেক্ষা করেই ক্রেতা-বিক্রেতাদের থাকতে হয়। নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকারের মতে, ‘শৌচাগার থাকলেও তা ব্যবহারযোগ্য নয়। বারবার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও ধানের হাটে গিয়ে সকলে শৌচকর্ম সারছেন। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও কুরুচিপূর্ণ ঘটনা। দুর্গন্ধে ওখানে যাওয়াই যায় না। চতুর্দিকে আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। অথচ ওটাই ধান কেনাবেচার একমাত্র বাজার।’

অর্ডার না পেয়ে ভিন্ন পেশায় স্বর্ণ কারিগররা

আকাশছোঁয়া দর ও ব্র্যান্ডের দাপট

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : বিয়ের মরশুম চলছে। অথচ তেমন অর্ডার পাননি স্বর্ণশিল্পীরা। ফলে সংসার চালাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে বাড়ছে হতাশা। কেউ কেউ পেশা পরিবর্তন করে টোটো চালাচ্ছেন বা মুদির দোকান করছেন। এমন অবস্থা শুধু এই বিয়ের মরশুমেই নয়, কয়েক মাস ধরেই।

বর্তমানে জলপাইগুড়িতে ১০ গ্রাম সোনার দাম ঘোরাফেরা করছে ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার আশপাশে। বিয়ের মরশুমে আমজনতা যে খুব একটা সোনার গয়না তৈরি করাচ্ছেন না, তা নয়। তবে তা সংখ্যায় খুবই কম। অন্তত এমনটাই বলছেন জলপাইগুড়ি শহরের স্বর্ণ কারিগররা।

এই পরিস্থিতিতে সোনার কাজ না পেয়ে কারিগরি ব্যবসা ছেড়ে টোটো চালানোর পথ বেছে নিয়েছেন পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা দিলীপ সূত্রধর। তাঁর কথায়, ‘বেশকিছু বছর ধরে আমাদের কাজের চাহিদা কমতে শুরু করেছে। কিছু কাজ যাও বা আসত, করোনা ও পরবর্তীতে বড় ব্র্যান্ডের দোকানগুলো খুলে যাওয়ায় সেই কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ীরাও আমাদের ওপর ভরসা করা ছেড়ে বাইরে থেকে রেডিমেড গয়না আনা শুরু করেছেন। সংসার তো চালাতে হবে, তাই বাড়ির সামনে মুদির দোকান দিয়েছি। আমার মতো অনেকে টোটো-রিকশা চালাচ্ছেন। অনেকে আবার ভালো দিনের আশায় এই কাজে রয়েছেন।’

সোনার গয়না যতই সকলের পছন্দ হোক না কেন, দামের বিষয়টি মাথায় রেখে অনেকেই পেপার গোল্ড কিংবা হালকা সোনার দিকে ঝুঁকছেন। কেউ বা মায়ের পুরোনো গয়না ভেঙে নতুন করে গড়াচ্ছেন। যেমন পান্ডাপাড়ার অঙ্কিতা রায়ের সামনেই বিয়ে। বললেন, ‘নতুন গয়না কেনার ক্ষমতা নেই। তাই মায়ের পুরোনো কিছু গয়নাই ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে নিয়েছি।’ মানুষজন হালকা ধরনের গয়না কিনতেই পছন্দ করছেন বলে জানালেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তথা সোনার দোকানি বিকাশ দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘বিগত কিছু দিনে সোনার দাম কিছুটা কমেছে ঠিকই, কিন্তু লোকে হালকা ধরনের গয়না কিনছেন। কিন্তু এই হালকা গয়না বানানোর কারিগর খুব কম রয়েছেন। ফলে কলকাতা থেকেই সেগুলো আনা হয়। ভারী গয়নার অর্ডার থাকলে সেগুলো আমরা এখানেই কারিগর দিয়ে তৈরি করাই। কিন্তু সেই অর্ডারের পরিমাণ আগের থেকে কম।’

শহরের প্রায় দু’-আড়াই হাজার কারিগরের মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ কারিগর কাজ ছেড়ে টোটো, কৃষিকাজ, সবজি বিক্রি কিংবা অন্য কাজ করছেন। কিন্তু এই অবস্থা কেন? উত্তর খুঁজতে কেউ কেউ বিশ্ব বাজারে আর্থিক মন্দার কথা বললেও জলপাইগুড়ি স্বর্ণ কারিগর গণেশ পাল বলেন, ‘মানুষ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের থেকে গয়না না তৈরি করিয়ে বড় বড় কোম্পানির গয়নার দিকে ঝুঁকছেন। তাদের লোভনীয় অফার অথবা নামী শিল্পীদের দিয়ে বিজ্ঞাপন আমাদের মতো পুরোনো কারিগর ও ব্যবসায়ীদের থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছে। আর সেইসব কোম্পানি মুম্বই কিংবা কলকাতায় গয়না তৈরি করায় আমাদের এখানকার শিল্পীরা কাজ পাচ্ছেন না। আগে বিয়ের মরশুমে চা বাগান থেকেও মানুষ আসতেন সোনা কিনতে। এখন তাঁরাও বড় ব্র্যান্ডের কাছে ইএমআইতে গয়না কিনছেন। যা করা আমাদের মতো ছোট কারিগর ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব নয়।’

সবদিক বিচার করেই সরকারি কর্মী নিলয় চৌধুরী ভাস্তির বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁকে টাকা দিয়েছেন। নিলয়ের কথায়, ‘সোনার যা দাম তাতে ভাস্তিকে কান-গলার একটা সেট দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই ওর হাতে নিজের সাধ্যমতো টাকা তুলে দিলাম। কারণ ওই টাকায় পোক্ত সোনার গয়না হবে না। ওর নিজের ইচ্ছেমতো কিছু কিনে নেবে ওটাই ভালো।’

- জলপাইগুড়িতে ১০ গ্রাম সোনার দাম ঘোরাফেরা করছে ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার আশপাশে
- দামের বিষয়টি মাথায় রেখে অনেকেই পেপার গোল্ড কিংবা হালকা সোনার দিকে ঝুঁকছেন
- প্রায় দু’-আড়াই হাজার কারিগরের মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ কারিগর কাজ ছেড়ে টোটো, কৃষিকাজ, সবজি বিক্রি কিংবা অন্য কাজ করছেন

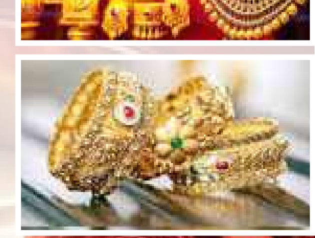

চুরি ও কেপমারি

ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটেই চলেছে ময়নাগুড়ি শহরে। অথচ এখনও কোনও চুরিরই কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। এরই মধ্যে সোমবার গভীর রাতে একটি গ্যারাজে চুরির ঘটনা ঘটল। অন্যদিকে, মঙ্গলবার দিনেদুপুরে পুলিশের পরিচয়ে কেপমারির ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়িতে।

ময়নাগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এলাকায় গ্যারাজ রয়েছে সমীর মৃধার। সোমবার রাত ন’টা পর্যন্ত গ্যারাজে কাজ করেছেন। মঙ্গলবার সকালে গ্যারাজ খুলতে এসে দেখেন সেখানে থাকা দুটো পিকআপ ভ্যানের দুটো করে মোট চারটে টায়ার খুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি ওই দুটো পিকআপ ভ্যানের ট্যাংকিতে থাকা ডিজেলও নেই বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। সোমবার রাতের গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এদিন পুরবেলা দিনবাজারে কেপমারির খপ্পরে পড়ে দিগবিদিক শূন্য হয়ে পড়েন মহামায়াপাড়ার কৃষ্ণা গোস্বামী। কৃষ্ণার জানালেন, যখন তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তার অপরপ্রান্ত থেকে হঠাৎ একজন তাঁকে ডাকেন। কাছে যেতে এমন কিছু নাম বলতে থাকেন যাঁদের কাউকে তিনি চেনেন না। এরপর নিজেদের পুলিশ পরিচয় দেয়। এলাকায় নাকি ছিনতাই হয়েছে তাই গলার সোনার গয়না খুলতে বলেন। কৃষ্ণা বলেন, ‘আমি জানাই সোনার কিছু নেই। হাতের দিকে নজর যেতে বলে হাতের চুড়ি দুটি তো সোনার। খুলে ব্যাগে রাখুন। এই বলে ওরাই একটা কাগজ দিল। সেখানেই রেখে ব্যাগে ভরে চেন আটকালাম। এরপর আমার গাড়ির চালক আসতে ওকে সব খুলে বলতেই, সে ব্যাগ খুলে দেখতে বলে। তখন দেখি আমার সোনার দুটি চুরির বদলে ইমিটেশনের দুটি চুরি।’ কেন ওই দুষ্কৃতীদের তিনি চুড়ি খুলে দিলেন তা বুঝতে পারছেন না। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই শহরজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে বলেন, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।’

গাড়ির টায়ার খুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ময়নাগুড়িতে।

পাড়ায় পাড়ায়

বিকল ফোয়ারা মেরামতের দাবি

মালবাজার

মালবাজার, ২৮ এপ্রিল : বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে সুভাষ মোড়ের ফোয়ারা। একসময় সন্ধের পর সেই ফোয়ারায় আলোর ঝলকানি দেখা যেত। তা দেখতে অনেকে আসতেন। এই ফোয়ারাটি মেরামত করে চালু করার দাবি জানিয়েছেন এলাকার ব্যবসায়ীরা।

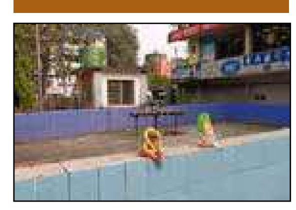

২০১৪-’১৫ সাল নাগাদ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে সুভাষ মোড়ে বর্তমান দুর্গা মন্দিরের সামনে এই ফোয়ারাটি তৈরি করা হয়েছিল। সেসময় শহরবাসীর কাছে এই ফোয়ারাটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল। তবে ধীরে ধীরে ফোয়ারাটি অচল হয়ে যায়। ফোয়ারার ধাতব উপাদানগুলি প্রায় সব চুরি হয়ে গিয়েছে। মাঝেমধ্যে সেখানে আবর্জনা জমে থাকতেও দেখা যায়।

স্থানীয়দের মতে, ফোয়ারাটি মেরামত করা হলে মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি পাবে। বিষয়টি নিয়ে পুরসভায় আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মিলন ছেত্রী।

তথ্য : অভিষেক ঘোষ

দৃশ্য দূষণ রুখতে উদ্যোগী

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : শহরের সৌন্দর্য বজায় রাখতে ও দৃশ্য দূষণ রোধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা উদ্যোগী হয়েছেন। প্রতিটি দল দেওয়াল লিখন মোছা ও দলীয় ব্যানার-পোস্টার সরানোর কাজে নেমেছে। শাসকদলের তরফে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে দেওয়াল লিখন যেমন মুছে ফেলা হচ্ছে, তেমনই সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন ও কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ্ত মোহন্তের প্রচারে পোস্টার, ব্যানার সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক ভিন্নতা ভুলে এই উদ্যোগে যেন এক সৌজন্যের ছবি ফুটে উঠছে। শহরের প্রতিটি অলিগলিজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দলের ব্যানার, ফ্ল্যাগ ও পোস্টার সরানোর কাজ চলছে।

তৃণমূল নেতা শুভঙ্কর মিশ্র বলেন, ‘দৃশ্য দূষণ রোধ করতে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের ব্যানার ও পোস্টার সরানো হচ্ছে।’ বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন, প্রচারের জন্য ব্যবহৃত বাড়ির দেওয়ালগুলি পরিষ্কার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিপিএমের তরফেও একই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নির্মাণকাজ বন্ধের দাবি

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : নিয়মবহির্ভূতভাবে নির্মাণকাজের অভিযোগ এনে পুরসভাকে লিখিতভাবে জানালেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি। তিনি পুরসভার কাছে আবেদন করেছেন, কর্তৃপক্ষ যাতে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়। পুরসভার অফিসে সেই চিঠি মঙ্গলবার দিয়ে এসেছেন অম্লান। তাঁর অভিযোগ, ‘আমি জানতে পেরেছি যে, যেখানে নির্মাণকাজ হচ্ছে সেই জমির নথি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। এছাড়াও নির্মাণকাজটি যেভাবে হচ্ছে তাতে পুরসভার নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে স্থানীয়দের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। যে কারণে বিষয়টি পুর কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছি।’

দেহ উদ্ধার

ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ধূপগুড়ি রেলস্টেশনের অদূরে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বর্মনপাড়ায় রেললাইনের ধারে মঙ্গলবার সকালে রমণী রায় (৬৫) নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত ব্যক্তি স্টেশন সংলগ্ন বারোঘরিয়া পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়ার বাসিন্দা। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা রেললাইনের পাশে দেহ দেখে জিআরপি এবং রেল রক্ষীবাহিনীকে খবর দেয়। তারা দেহ উদ্ধার করে জেলা পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনাস্থলে হাজির মৃতের ছেলে চিরঞ্জিত রায় বলেন, ‘ট্রেনের ধাক্কা খেলে বাবার শরীরে আঘাত দেখা যেত। কিন্তু শুধুমাত্র গলায় গভীর ক্ষতচিহ্ন বলে দিচ্ছে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করব।’ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত করছে ধূপগুড়ি থানা।

মেরামত

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : গ্রিন সিটি মিশনের বিকল পথবাতি মেরামত করে দিয়েছে ময়নাগুড়ি পুরসভা। সোমবার সন্ধের পর থেকেই সর্বত্র আলো জ্বলছে। শহরের দুর্গাবাড়ি মোড় থেকে ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি সার্ক রোড ধরে এগোলেই বেশ কিছুটা রাস্তায় পথবাতি বিকল হয়ে গিয়েছিল। আবার শহরের জাগৃতি মোড় থেকে নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন রোডে আনন্দনগর ইউথ ক্লাব থেকে বেশ কিছুটা রাস্তায় আলো জ্বলছিল না দীর্ঘদিন ধরে। পুরসভার হস্তক্ষেপে কয়েকদিন ধরেই মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে। সোমবার কাজ শেষ হয়।

পুরভোটের আঁচ ধূপগুড়ির বিধানে

পুরসভার উদাসীনতায় এভাবেই রাস্তায় জমে থাকে বৃষ্টির জল।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিল: মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি নির্বাচন। কিন্তু ২০১৭ সালের পর আর পুরভোট দেওয়া হয়ে ওঠেনি ধূপগুড়ির মানুষের। ২০২২ সালে পুর বোর্ডের মেয়াদ ফুরানোর পর পুরসভা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় মনোনীত চার সদস্যের পুর প্রশাসক বোর্ডকে। গত বছরের নভেম্বর মাসে মহকুমা শাসককে পুর প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাউন্সিলার এবং পুর বোর্ড না থাকায় সামান্য পরিষেবাটুকু পেতে মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। এর সঙ্গে আছে দীর্ঘদিন ধরে পুরভোট দিতে না পারার যন্ত্রণা। সামান্য পরিষেবা পেতে চরম ভোগান্তি আর পুরভোট দিতে না পারার ক্ষোভ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ইভিএমে আছড়ে পড়ে থাকতে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

ক্ষোভের সুরে শহরের বাসিন্দা পবিত্র চৌধুরী বলেন, ‘ধূপগুড়ি শহর এবং এখানকার মানুষকে নিয়ে ছেলেখেলা করা হয়েছে। সেই অভিমান এই শহরের প্রতিটি মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে পুর প্রতিনিধি না থাকায় কিছু ছিঁচকে নেতা গজিয়ে উঠেছে। যারা সব বিষয়ে মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছে।’

দীর্ঘদিন ধরে পুরভোট না হওয়া যে বিধানসভা নির্বাচনে চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেটা তৃণমূল নেতৃত্বও আন্দাজ করতে পেরেছিল। যে কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধূপগুড়িতে জনসভায় বিধানসভা নির্বাচন মেটার ছ’মাসের মধ্যে পুরভোট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সেই প্রতিশ্রুতি মানুষের ক্ষোভ নিরসন করতে সমর্থ হয়েছে কি না তা নিয়ে ঘাসফুলের অন্দরেই সন্দেহ রয়েছে।

বিজেপি নেতা তথা শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা চন্দন দত্ত বলেন, ‘নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পুরভোট করা সহ ধূপগুড়ির বাসিন্দাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই বিজেপির সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে।’

তৃণমূলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার শপথ নিলে পুজোর আগেই ধূপগুড়ির পুরভোট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।’

গত বৃহস্পতিবার বিধানসভা ভোটের দিনেও পুরভোটের কথা শোনা গিয়েছে ভোটারদের মুখে। পুরভোট না হওয়া নিয়ে মানুষের ক্ষোভের আঁচ স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছিল ভোটারদের কথাবার্তায়।

এই প্রসঙ্গে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অর্ণব দত্ত বলেন, ‘এসডিও’র মতো একজন ব্যস্ত আধিকারিকের হাতে পুরসভার দায়িত্ব থাকার ফলে দিনের পর দিন আমাদের অফিসে গিয়ে ঘুরে আসতে হয়। এলাকায় কোনও সমস্যা হলেও এসডিও-কে জানানোর সুযোগ নেই। উনি ফোনই ধরেন না। অফিসেও নিয়মিত থাকেন না। একটা সার্টিফিকেট পেতে পাঁচদিন ঘুরতে হয়েছে। পরে স্থানীয় এক নেতাকে ধরে পুরসভা থেকে সার্টিফিকেট পেয়েছি। বিধানসভা ভোট দেওয়ার সময় এই সমস্ত ঘটনা মাথায় ছিল।’

মানুষের ক্ষোভ ইভিএমে আছড়ে পড়েছে কি না সেটা ৪ মে জানা যাবে। কিন্তু পুরভোটের তারিখ কবে জানা যাবে, ধূপগুড়ির সমস্ত বাসিন্দার এখন এটাই প্রশ্ন।

২০ হাজার টাকার জন্য এমন ছবি দেখে শিউরে উঠলেন দেশবাসী

দিদির কঙ্কাল কাঁধে ব্যাংকে ভাই

কেওনঝড়, ২৮ এপ্রিল : মৃত্যুর পরেও শান্তি নেই। মৃত দিদির জমানো মাত্র ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করতে শেষপর্যন্ত তাঁর কঙ্কাল ঘাড়েই ব্যাংকে হাজির হলেন ভাই। সোমবার ওড়িশার কেওনঝড় জেলার মালিপোসি এলাকায় ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় এই হাড়হিম করা দৃশ্য দেখে চোখ কপালে ওঠে ব্যাংকের কর্মীদের। প্রশাসনিক লাল ফিতের ফাঁসে এক নিরক্ষর মানুষের অসহায়তা এমন চরম রূপ নিতে পারে, তা দেখে শিউরে উঠছে গোটা দেশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিয়ানালি গ্রামের বাসিন্দা জিতু মুণ্ডার (৫০) দিদি কালরা মুণ্ডা (৫৬) গত ২৬ জানুয়ারি মারা যান। গোরু বিক্রি করে দিদির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমানো ২০ হাজার টাকা তুলতে গিয়ে শুরু হয় চরম ভোগান্তি। জিতুর অভিযোগ, দিদির মৃত্যুর পর তিনি ব্যাংকে গেলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেথ সার্টিফিকেট ও আইনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নথি জমা দিতে বলেন। নিরক্ষর জিতু সেই সব জটিল মারপ্যাঁচ বুঝতে পারেননি। তাঁর দাবি, ব্যাংক কর্মীরা তাঁকে সাফ জানিয়ে দেন যে, যাঁর অ্যাকাউন্ট তাঁকে সশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হতে হবে।

শেষে ক্ষোভ আর অভিমানে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় দু'মাস আগে সমাধিস্থ করা দিদির কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বের করে আনেন জিতু। সেই কঙ্কাল কাপড়ে জড়িয়ে সোজা ব্যাংকের কাউন্টারে হাজির হন তিনি। ব্যাংকের ভিতর কঙ্কাল দেখে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। জিতু বলেন, 'আমি একাধিকবার ব্যাংকে গিয়েছি। সেখানকার লোকজন আমাকে বলেছিলেন, যাঁর নামে টাকা রয়েছে তা তুলতে তাঁকেই আসতে হবে। আমি যতবার বলি, তিনি মারা গিয়েছেন, ওঁরা আমার কোনও কথায় কর্ণপাত করেননি। খালি বলছিলেন, যাঁর টাকা তাঁকেই আসতে হবে। প্রচণ্ড হতাশায় তাই

দিদির কঙ্কাল কাঁধে হাঁটছেন জিতু। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল এই ছবি।

বাধ্য হয়ে আমি কবর খুঁড়ে দিদির কঙ্কাল বের করে নিয়ে যাই।' রাস্তা দিয়ে কঙ্কাল কাঁধে জিতুর হেঁটে যাওয়ার ভিডিও ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কংগ্রেস বলেছে, 'যে দেশে সরকার ধনীদের ১৬ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ চুটকি দিয়ে মাফ করে দেয় সেদেশেই জিতুর মতো গরিবদের হয়রান করা হয়।'

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। পাটনা থানার আইসি কিরণ প্রসাদ সাহু বলেন, 'জিতু একজন সহজ-সরল মানুষ। নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীর নিয়ম তাঁকে সহজভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।' জানা গিয়েছে, কালরা মুণ্ডার অ্যাকাউন্টের নমিনিও ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন। ফলে জিতুই এখন ওই টাকার একমাত্র দাবিদার। স্থানীয় বিডিও মানস দণ্ডপাত জানিয়েছেন, প্রশাসনিক স্তরে জিতুর টাকা দ্রুত পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপাতত পুলিশের উপস্থিতিতে ওই কঙ্কালটি পুনরায় কবর দেওয়া হয়েছে। আধুনিক ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগেও গ্রামীণ ভারতের এক বিবর্ণ ও নিষ্ঠুর ছবিই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই ঘটনা।

পাখি শিকার, আটক তরুণ

ফালাকাটা, ২৮ এপ্রিল : বন দপ্তরের তরফে বহু বছর ধরে সচেতনতা প্রচারের পর অনেকটাই কমেছে পাখি শিকার। তবুও দু-একটি জায়গায় পাখি শিকারের ঘটনা এখনও ঘটছে। মঙ্গলবার কোচবিহার জেলার সীমানায় ফালাকাটা সংলগ্ন এক চা বাগান এলাকায় বাঁটুল দিয়ে দুটি পাখি শিকার করার অভিযোগে এক তরুণকে আটক করে জলদাপাড়া বন বিভাগ। ধৃতের নাম অজিত ওরাওঁ। বাড়ি ফালাকাটার অরবিন্দপাড়ায়। পাশেই কোচবিহার চা বাগান। সেখানেই তিনি বাঁটুল দিয়ে পাখি শিকার করছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁর গুলতির আঘাতে একটি ডাহুক ও একটি দোয়েল পাখি মারা যায়।

জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, 'পাখি শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা খবর পেয়েই এলাকায় যাই। দুটি পাখিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। একটি ছেলেকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কেউ যাতে পাখি শিকার না করে, সেই বার্তা ওই এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

অস্তিত্বের প্রশ্ন করা পাখি

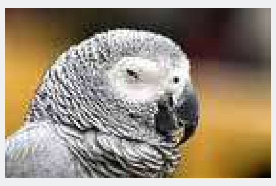

পশুপাখিরা মানুষের কথা নকল করতে পারে, কিন্তু তারা কি কিছু বুঝতে পারে? অ্যালেক্স নামের একটি আফ্রিকান গ্রে প্যারট বিজ্ঞানীদের এই ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। সে একশোর বেশি ইংরেজি শব্দ জানত, রং এবং আকার চিনতে পারত। সবচেয়ে বড় কথা, সে বিশ্বের একমাত্র প্রাণী যে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার ট্রেনারকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে কী রঙের? বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনও পশুপাখির মুখ থেকে শোনা এটিই ছিল প্রথম এবং একমাত্র অস্তিত্বমূলক প্রশ্ন।

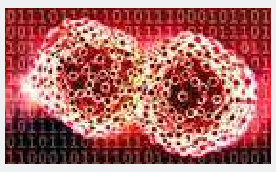

অমর কোষের জাদুকরি গল্প

ক্যানসার রোগীর মৃত্যু হলেও তাঁর কোষ কি বেঁচে থাকতে পারে? ১৯৫১ সালে হেনরিয়েটা ল্যাক্স নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ নারীর শরীর থেকে ক্যানসারের কোষ নেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু হলেও বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখেন, ওই কোষগুলো ল্যাবরেটরিতে অনবরত বেড়েই চলেছে এবং কোনওদিন মরছে না। এই অমর কোষের নাম দেওয়া হয় হিলা সেলস। আজ পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে পোলিওর টিকা আবিষ্কার থেকে শুরু করে ক্যানসারের গবেষণায় এই কোষ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একজন সাধারণ নারীর কোষ কোটি কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

গ্রীষ্মকাল যখন বরফে ঢাকা

১৮১৬ সালকে পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রীষ্মকাল ছাড়া বছর বলা হয়। এর ঠিক এক বছর আগে ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট তাম্বোরা আগ্নেয়গিরিতে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেই বিস্ফোরণের ছাই এবং গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে এমনভাবে ঢেকে দেয় যে, সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে বাধা পায়। এর ফলে উত্তর গোলার্ধে জুলাই মাসেও প্রবল তুষারপাত হয় এবং ফসল নষ্ট হয়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লাগাতার বৃষ্টির জন্য ওই বছর সুইৎজারল্যান্ডের এক ঘরে বন্দি থেকেই লেখিকা মেরি শেলি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ফ্রাঙ্কেনস্টাইন লিখেছিলেন।

পরির ছবি এবং শার্লক

১৯১৭ সালে ইংল্যান্ডের দুই কিশোরী এলসি এবং ফ্রান্সেস দাবি করে যে, তারা বাগানে সত্যিকারের পরি দেখেছে। শুধু দাবি নয়, তারা ক্যামেরায় তোলা কয়েকটি ছবিও দেখায় যেখানে তাদের সঙ্গে ডানাওয়ালা ছোট পরিদের নাচতে দেখা যায়। এই ছবিগুলো সে যুগে এতটাই আলোড়ন ফেলেছিল যে, শার্লক হোমসের স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলও এগুলোকে আসল বলে বিশ্বাস করেছিলেন। প্রায় ষাট বছর পর ওই নারীরা স্বীকার করেন যে, কার্ডবোর্ডের কাটা ছবি আর পিন ব্যবহার করে তাঁরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ভাঁওতাবাজিটি করেছিলেন।

ভোটের ডিউটির জেরে চরম ভোগান্তি ব্যাংকে

প্রথম পাতার পর

কাজ হয়েছে কি না বলে প্রশ্ন করতেই রবি বললেন, 'অফিসে তো কেউ নেই। পুরো অফিস ফাঁকা। আমাদের আজকের দিনে যিনি সব কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলেছিলেন তিনিও টেবিলে নেই। ভোটের ডিউটিতে সকলেই কলকাতায় গিয়েছেন বলে অফিসের এক মহিলা আমাদের জানালেন। আমাদের এসে কোনও লাভ হল না, উলটে প্রায় ৩০০ টাকা খরচ হয়ে গেল।'

পিএফ অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে রবির কথার মিল পাওয়া গেল। গোটা অফিসে হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র কর্মী কাজ করছেন। পিএফ কমিশনার পবন বনসল জানালেন, তাঁর অফিসের ৫৪ জন কর্মীর মধ্যে ৩৩ জনের সোমবার ফের দ্বিতীয় দফার ভোটের ডিউটি এসেছে। তাঁদের চলে যেতে হয়েছে। ফলে অফিস কার্যত ফাঁকা।' জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসেও একই ছবি। ভোটের কাজে কর্মীরা চলে যাওয়ায় টাকা জমা নেওয়া, স্পিডপোস্ট সহ একাধিক কাউন্টারে লোক নেই। হাতেগোনা যে কয়েকটি কাউন্টার খোলা রয়েছে তাতেও লম্বা লাইন।

নিউটাউনপাড়ার বাসিন্দা তপতী সরকার এদিন পোস্ট অফিসে এসেছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর খানিকটা বিরক্ত হয়ে কাউন্টারের কাচের ফাঁক দিয়ে অফিসে থাকা এক কর্মীকে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'কাউন্টারে কি লোক আসবে। অনেকক্ষণ ধরে তো আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি।' অফিসের ভেতরের টেবিলে বসে যিনি কাজ করছিলেন তিনি তপতীর ওই কথা শোনার পর বাধ্য হয়ে নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে কাউন্টারে বসলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পোস্ট অফিসের জলপাইগুড়ি ডিভিশন থেকে ১৬১ জন দ্বিতীয় দফার ভোটের কাজে গিয়েছেন। যার মধ্যে শুধুমাত্র বড় পোস্ট অফিস থেকেই ৪৭ জন কর্মীর ভোটের ডিউটিতে ডাক পড়েছে। তপতী বললেন, 'টাকা তোলার জন্য এসে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি।'

কর্মীসংকটের জেরে স্টেট ব্যাংকের জলপাইগুড়ি শাখার আটটি ক্যাশ কাউন্টারের মধ্যে মাত্র তিনটি খোলা। ব্যাংকের এক আধিকারিকের কথায়, 'ফ্রন্ট অফিসে কাজের ১৩ জন কর্মীর মধ্যে ১১ জনই দ্বিতীয় দফার ভোটের কাজে গিয়েছেন। টাকা লেনদেন ছাড়া ব্যাংকের যাবতীয় সমস্ত কাজ কার্যত বন্ধ। ওই অফিসার আশঙ্কা প্রকাশ করে জানান, 'মাসের শেষ, যে কারণে চাপ একটু কম। কিন্তু ভোটের জন্য পরিস্থিতি প্রায় ৫-৬ তারিখ পর্যন্ত একই থাকবে। মাসের প্রথমে পেনশনের একটা চাপ থাকে। সেই সময় সমস্যা হতে পারে।' এলআইসি'র দুটি ব্রাঞ্চ এবং ডিভিশন অফিস মিলিয়ে ৩০ জন কর্মী ভোটের ডিউটিতে গিয়েছেন। ফলে সেখানেও কাজের সমস্যা তৈরি হয়েছে।

বিটি আইন বাতিলের দাবি

নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বুদ্ধগয়া মহাবিহারের পরিচালন ভার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের ডুয়ার্স শাখা সরব হল। সংগঠনটি ওই সংক্রান্ত ১৯৪৯ সালের বিটি আইন বাতিলের দাবি তুলেছে। দাবি আদায়ে আগামী ১ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন সংগঠনটি ডুয়ার্সের সর্বত্র মৌনমিছিলের ডাক দিয়েছে।

মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের ডুয়ার্স শাখার তরফে মঙ্গলবার লুকসানে একটি সাংবাদিক বৈঠক হয়। সেখানে ফোরামের পদাধিকারীরা তাঁদের দাবিগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। ফোরামের ডুয়ার্সের কোঅর্ডিনেটর কিশোর লামা বলেন, 'বুদ্ধগয়া মহাবিহার মন্দির পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিটি অ্যাক্ট ১৯৪৯ এর অধীনে মন্দিরের ব্যবস্থাপনা অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের হাতে রয়েছে। যে কারণে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্মগুরুদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সেজন্য মন্দিরের পূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও তাদের ধর্মগুরুদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।'

কিশোর জানান, এই দাবিকে কেন্দ্র করে আগামী ১ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন ডুয়ার্স ছাড়া তরাই ও পাহাড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি হবে।

স্কুটারের ডিকিতে মাদক পাচার

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : স্কুটারে করে স্বামী ও স্ত্রী মিলে শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার পাচার করার ছক কষেছিলেন। কিন্তু গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সেই ছক বানচাল করে দেয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দম্পতিকে। সোমবার গভীর রাতে কাওয়াখালি সংলগ্ন বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটের সামনে থেকে মহম্মদ জাহাঙ্গির ও তাঁর স্ত্রী সাবো বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে একটি স্কুটারের মধ্যে মাদক লুকিয়ে ওই দম্পতি বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে আসছিলেন। কাওয়াখালি এলাকায় পুলিশের বিশেষ দল সন্দেহের বশে তাঁদের পথ আটকায়। সেসময়ে তাঁদের আচরণে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ স্কুটারে তল্লাশি শুরু করে। ডিকি খুলতেই সেখানে মাদক পাওয়া যায়। উদ্ধার হওয়া এই মাদকের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

প্রাথমিক জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, তাঁরা কিশনগঞ্জ থেকে এই মাদক সংগ্রহ করে শিলিগুড়িতে বিক্রির উদ্দেশ্যে আনছিলেন। তবে শিলিগুড়ি শহরের কোন এলাকায় এবং কার কাছে এই মাদক পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতরা পেশাদার অপরাধী এবং এর আগেও অসামাজিক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন। কেউ যাতে কোনওভাবে মাদক পাচারের বিষয়টি ধরতে না পারে, তাই দম্পতি

ধৃত দম্পতির জেল হেপাজত

একসঙ্গে পাচারের সময় থাকতেন। মঙ্গলবার জাহাঙ্গির ও সাবোকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। অভিযুক্ত জাহাঙ্গিরকে আদালত চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। সাবোকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পাচারচক্রে আরও বড় কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করতে পুলিশ জাহাঙ্গিরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

বিষাক্ত চুম্বনে বড়ই বিড়ম্বনা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু কালির জেদ যেন অবাধ্য প্রেমিকের চেয়েও বেশি। সে সহজে আঙুল ছাড়তে চাইছে না। সে যেন বলতে চাইছে, 'আমি তোমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকব'। বাঙালি তার যে কোনও ব্যথাবেদনা বা ক্ষোভ প্রকাশের জন্য বর্তমানে যে জায়গাটিকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে, তা হল ফেসবুক। সুতরাং, কালি-বিপর্যয়ের এই করুণ কাহিনী যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আছড়ে পড়বে, সেটাই ছিল স্বাভাবিক। ভোটকর্মীরা ফেসবুকে নিজেদের দুঃখের কথা জানাতে শুরু করলেন। কে কতটা যন্ত্রণায় ভুগছেন, কার আঙুল কতটা ফুলেছে— তাই নিয়ে শুরু হল বিস্তর আলোচনা। এই চরম ডামাডোলের মধ্যে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন একাধিক সহৃদয় চিকিৎসক। ডাঃ সৌমিত্র মণ্ডল সুদীর্ঘ পোস্ট করে কালি-বিভ্রাটের বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, কিছু জরুরি পরামর্শও দিয়েছেন।

চিকিৎসকের সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সটি আপাতত একটি ভার্চুয়াল হাসপাতাল। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আহত ভোটকর্মীরা সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। তাঁরা কথায় নয়, প্রমাণে বিশ্বাসী। তাই নিজেদের আহত, ক্ষতবিক্ষত ও ফুলে যাওয়া আঙুলের ছবি দিয়ে কমেন্ট বক্স ভরিয়ে দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, 'স্যর, দু'দিন ধরে ঘুমাতে পারছি না, যন্ত্রণায় হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে।' আরেকজন মন্তব্য, 'গণতন্ত্র রক্ষা করতে গিয়ে নিজের আঙুলটাই যে বিসর্জন দিতে হবে, তা তো আগে বুঝিনি!' এসব মন্তব্য আর ছবির ভিড়ে এক অদ্ভুত ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়েছে। সবাই যেন এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা পড়েছেন, যাঁদের পরিচয় একটাই, তাঁরা সকলেই নীল কালির এই বিষাক্ত চুম্বনের শিকার। সব মিলিয়ে এই কালি-বিভ্রাট রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ইতিহাসে এক নতুন এবং অভিনব অধ্যায় সংযোজন করেছে।

কালি নিয়ে রসিকতা অনেক হচ্ছে, তবে সেই জ্বলুনি আর ফোসকার নীচে যে কতটা নাগরিক যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে, তা একমাত্র সেই নীল আঙুলের মালিকরাই অনুভব করছেন। বালুরঘাটের একটি স্কুলের করণিক অমিত সাহার কথাতেই তা স্পষ্ট, 'দু'দিন থেকে ঠিকমতো খেতে পারছি না। পরিবারের কোনও সদস্য চামচ দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছেন।' কোচবিহারের ভোটকর্মী সুবল বিশ্বাস আবার চিকিৎসার খরচ দাবি করেছেন। তাঁর যুক্তি, 'নির্বাচনের কাজে গিয়েই ডাক্তারের ফি, ওষুধ মিলিয়ে এখনও ১২০০ টাকা খরচ করেছি। এই টাকা নির্বাচন কমিশনেরই দেওয়া উচিত।'

ভোটের ফল বেরোতে সময় লাগে, কিন্তু কালির ফল যে এমন হাতেনাতে মিলবে, তা ছিল ধারণার অতীত। কালির মহিমা সত্যিই অপার। এখন অনেকেই মনে মনে সত্যজিৎ রায়ের গুপী গাইন বাঘা বাইনের সেই জাদুকর বরফিকে স্মরণ করছেন। সে এলে হয়তো এক চুটকিতে এই নীল বিষটুকু নামিয়ে দিতে পারত।

রক্ত পরীক্ষা

প্রথম পাতার পর

এর কারণ, কেউ ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত কি না, সেটা বোঝা। নয়তো ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহিত অ্যানোফিলিস মশার মাধ্যমে ফের ওই ব্যক্তির থেকে অন্যদের মধ্যে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থেকে যায়। চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী, চিকিৎসা শুরুর পর প্যারাসাইটিক লোড কমছে কি না, সেটা দেখার জন্যই আরও দু'বার নমুনা সংগ্রহ করতে হয়।

স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, নাগরাকাটা, মেটেলি, মালবাজার, বানারহাটের জঙ্গল লাগোয়া নানা এলাকায় অ্যানোফিলিস মশার সংখ্যা সবসময়েই বেশি। প্রায় প্রতিদিনই ওই মশার কামড়ের শিকার হন অনেকে। ধীরে ধীরে তাঁদের শরীর ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। অ্যান্টিডোট দিয়েও কোনও প্রতিরোধ তৈরি হয় না। আবার তাঁদের কামড়ে অ্যানোফিলিস মশা নিজে সংক্রামিত হয়ে বাহক হিসেবে রোগটি ছড়ায়। এই ধরনের রোগীরা আরও একটি কারণে উদ্বেগের। ম্যালেরিয়ায় রক্তের লোহিত রক্তকণিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নিজের অজান্তেই এমন উপসর্গহীনরা রক্তাল্পতায় ভুগতে থাকেন। আগেভাগেই চিহ্নিত করা সম্ভব হলে ওই বিপদও মোকাবিলা করা সম্ভব।

প্রাক বর্ষায় ম্যালেরিয়ার এই সমীক্ষা ছাড়াও এখন নৈশকালীন এন্টোমোলজিক্যাল সমীক্ষা চলছে। জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীরা অ্যানোফিলিস মশা সংগ্রহ করছেন। ওই মশা আবার দু'ধরনের। একদল ম্যালেরিয়া ছড়ায় বা ভেক্টর। অন্যদল নন-ভেক্টর। দ্বিতীয় গোত্রের মশা সংগ্রহ করে ডিব্রুগড়ের আইসিএমআর-এ পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানকার ল্যাবরেটরিতে জেনোমনিটরিং করে তথাকথিত নন-ভেক্টরদের মধ্যেও প্যারাসাইট আছে কি না সেটাও পরীক্ষা করে দেখা হবে। রাহুল বলেন, 'যে কোনও মূল্যে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিহত ও রোগ প্রতিরোধ করাই গোটা কর্মসূচির উদ্দেশ্য।'

নাগরাকাটার বিএমওএইচ ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন জানাচ্ছেন, এই ব্লকের একাংশ জায়গা ম্যালেরিয়াপ্রবণ। সমীক্ষার যে কাজ শুরু হয়েছে তার ফল অত্যন্ত ইতিবাচক হবে।

গরমে স্বস্তির স্নান। মঙ্গলবার নয়াদিল্লির ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্কে।

ভোটের পরও হিংসার আভাস

প্রথম পাতার পর

তাঁর নামে নাকি বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়, অন্তত রাজনীতির নিন্দুকেরা তাই বলেন। একুশের ভোটে বিপুল আসন নিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর দিনহাটা সহ কোচবিহারের বহু এলাকায় বিজেপি নেতা-কর্মীরা ঘরছাড়া ছিলেন। বিজেপির বাহুবলী নেতা নিশীথ প্রামাণিকের তখন টিকিটি পাওয়া যায়নি। অগত্যা পদ্ম কর্মীদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল অসমে। এবারও তৃণমূল যদি ক্ষমতায় থেকে যায়, পরিস্থিতি একইরকম তো বটেই আরও ভয়ংকরও হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিজেপির নীচুতলার কর্মীরা।

কেন? ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির এক বিজেপি কর্মীর কথায়, 'এখানে তো আমরা জিতে যাব। রাজ্যেও ক্ষমতায় আসার প্রবল সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দক্ষিণে ফল যদি এদিক থেকে ওদিক হয়, তাহলে বিপদ। যতই জিতি, তৃণমূল এখানে আমাদের টিকতে দেবে না।' বিজেপি কর্মীর আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে একটু একটু করে। কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া যেমন ক'দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, '২৩ মে পোস্ট পোল ভায়োলেন্স-এর তারিখ শেষ হবে তারপর ডিজে বাজিয়ে বিজেপি বিসর্জন হবে'। তাঁর পোস্টের বাক্য এলোমেলো, অগোছাল হলেও হুমকিটা স্পষ্ট। অথচ এই জগদীশই একুশের ফল ঘোষণার আগে ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। ফলে এবারেও ফল ওলটপালট হলে হয় তাঁকে লুকোতে হবে নয়তো তাঁর ভয়ে অন্যদের গ্রামছাড়া হতে হবে।

ময়নাগুড়ির এক তৃণমূল নেতার বৌও প্রথম দফার ভোটের আগে ফেসবুকে ভিডিও ছেড়ে হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁর নিশানাতেও ছিলেন মূলত বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। 'পদ্মচিহ্নে ভোট দিলে ৪ তারিখের পর দেখে নেব' মার্কা ভিডিও ভাইরাল হতেই ঢোঁক গেলেন নেতা ও তাঁর স্ত্রী।

৪ তারিখের পর দেখে নেব কিংবা ডিজে বাজিয়ে বিজেপির বিসর্জন হবে- আপাত নিরীহ এই বাক্যবন্ধগুলোই এখন ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি উভয় দলেরই কর্মী-সমর্থকদের। সেই অর্থে দল করেন না, আবার প্রকাশ্য সমর্থকও নন, এমন অনেককেই এবার ভোটের দিন দেখা গিয়েছে বিজেপির ক্যাম্পে। আরএসএস-এর কৌশল মেনে বিজেপির এই 'সাইলেন্ট ভোটার'রাই এবার ভোট করিয়েছেন নিঃশব্দে। পাড়াপড়শিদের ডেকে ডেকে ভোট দিতে নিয়ে যাওয়া, হালকা চালে 'বিজেপিই তো জিতবে' মার্কা বার্তা দেওয়া, এসব করেই ভোট গেরুয়া ঝুলিতে টানার চেষ্টা করেছেন

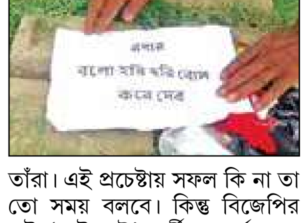

তাঁরা। এই প্রচেষ্টায় সফল কি না তা তো সময় বলবে। কিন্তু বিজেপির এই 'সাইলেন্ট' কর্মীরা মার্ক হয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের কাছে। ফল ওলটপালট হলেই তাঁদের হুমকির মুখে পড়তে হতে পারে বলে প্রমাদ গুনছেন।

এ তো গেল মুদ্রার এপিঠ। ওপিঠও আছে। 'আব কি বার, ২০০ পার' স্লোগান ফিকে হলেও বিজেপি এবার ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী। দিল্লির এক নেতা ভোটের আগেই বলছিলেন, 'হাম কর লেঙ্গে। ইসবার কোই গলতি নেহি। য্যায়সে ভি হো, বঙ্গাল চাহিয়ে।' এটা শুধু আত্মবিশ্বাস নয়, আস্ফালনও। আর এই আস্ফালনই বুঝিয়ে দেয়, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের নেতাদেরও ঘোর বিপদ। বাংলায় ভোট প্রচারে এসে একাধিক জায়গায় নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'চুন চুনকে হিসাব হোগা'। গুন্ডারাজ খতমের কথাও শোনা গিয়েছে নমোর গলায়। মোদিজির মুখে এমন কথা শুনে টগবগিয়ে ফুটছেন বিজেপির বহু 'বাহুবলী'ই। তৃণমূলের মার, অত্যাচার কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়ে দিতে তাঁরা শুধু দিন নয়, মিনিট-সেকেন্ডও গুনছেন। বাংলার নেতা সুকান্ত মজুমদার, নিশীথ প্রামাণিক, অর্জুন সিং, হালে জেলছাড়া রাকেশ সিং-রা কম যান কীসে! তাঁদের মুখেও তো প্রায়ই শোনা যায় বদলার হুমকি। একবার রাজ্যে ক্ষমতার স্বাদ পেলে তাঁরা কি আর চুপ করে বসে থাকবেন! ভয়টা আসলে এখানেই।

বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ি দিয়ে ভোট হয়েছে প্রথম দফায়। ফলে ট্যাঁ-ফোঁ করার সাহস পায়নি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা দুষ্কৃতীরা। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী কতদিন! সেটা বেশ জানেন ক্ষমতার কেষ্টবিষ্টুরা। আর তাই সময়ের অপেক্ষায় দিন গুনছেন তাঁরা। পুলিশ অবশ্য ক্ষমতার দাস। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, পুলিশকে তার পক্ষ নিতেই হবে। ফলে ভোট পরবর্তী হিংসা আটকানোর সহজ কোনও পথ নেই।

কিন্তু যে পথেই হোক না কেন, হিংসাকে আটকানো দরকার। রুখে দেওয়া দরকার সমস্ত অপশক্তিকে। যেভাবে বাহিনী, কমিশনের যৌথ চেষ্টায় রাজনৈতিক দলগুলির শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতাদের যৌথ প্রয়াসে লাশহীন প্রথম দফার ভোট হয়েছে, ঠিক সেভাবেই আগামীর পথও তৈরি করতে হবে। তাহলেই নতুন ভোর দেখবে বাংলা। ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন হোক বা পরিবর্তন, আমার পড়শি পড়শিই থাকবে- হতে পারে তিনি বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম কিংবা অন্য রাজনৈতিক দলের সমর্থক। সব দলের নীচুতলার কর্মী, সমর্থকরা যত তাড়াতাড়ি এটা বুঝবেন ততই মঙ্গল।

আজ নির্বাচন

প্রথম পাতার পর

ওই স্থগিতাদেশ লঙ্ঘন করে ৩০০ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার খবর আছে।

প্রথম পর্বের চেয়েও বুথে বুথে আরও বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়েব কাস্টিংয়ের মাধ্যমে প্রতিটি বুথের পূর্ণ নজরদারি চালানো হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে আরও বেশি পুলিশ পর্যবেক্ষক। স্পর্শকাতর এবং অতিস্পর্শকাতর বুথ ও এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কমান্ডান্টরা। মহকুমা শাসক, জেলা শাসক, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের কন্ট্রোলরুমের বার্তা পেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবেন তাঁরা।

বুধবারের ভোটে বুথের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এর মধ্যে দুই ২৪ পরগনা ও পুরো কলকাতাকে স্পর্শকাতর এলাকা ঘোষণা করেছে কমিশন। দ্বিতীয় দফার ভোটে থাকছে এনআইএ-র মতো তদন্তকারী সংস্থাও। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মঙ্গলবারই ছিল এনআইএ-র তৎপরতা। ভাটপাড়ায় বিজেপি প্রার্থী পবন সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীর গুলিবিদ্ধ হওয়া, জগদ্দল থানায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, ভাঙড়ে বোমা উদ্ধার ইত্যাদি ঘটনায় এনআইএ তদন্ত শুরু করেছে।

মঙ্গলবার রাতে রাজ্যে আসছে এনআইএ-র আরও দল। যারা বুধবার হুগলি, কসবা, ভাঙড়, বর্ধমান, নদিয়া, বারুইপুর এবং বিষ্ণুপুরে থাকবে। অতীতে এই এলাকাগুলিতে ভোটের দিন অপরাধ ও নাশকতামূলক কাজের দৃষ্টান্তের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে কমিশনের যুক্তি। ওইসব এলাকার বুথে থাকবে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা। মোট ৩টি ক্যামেরার মাধ্যমে বুথগুলিতে দিনভর নজরদারি চালাবে কমিশন। রাজ্য পুলিশের কাজ মূলত ভোটারদের লাইন ঠিক রাখা। লক্ষ্মণরেখার মধ্যে ঢোকার আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে। বুথের মধ্যে রাখা এআই প্রযুক্তির ক্যামেরায় অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছিত কারও উপস্থিতি টের পেলে বিশেষ সংকেত পাঠাতে থাকবে কন্ট্রোল রুমে। সেই ভিত্তিতে কন্ট্রোল রুমে মনিটরিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা খবর দেবেন সংশ্লিষ্ট সেক্টর অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের। খবর পাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেতে বলা হয়েছে বাহিনীকে। বাহিনীর কর্তাদের শরীরে লাগানো বডি ক্যামেরায় তাঁদের গতিবিধি নজরে রাখবে কমিশন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তহীনতার অভিযোগ থাকায় এই পদক্ষেপ।

বুধবারের ভোটের আগে প্রায় ১০০ জন পুলিশ পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করেছে কমিশন। প্রাথমিকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশকে লাঠি ব্যবহার করতে বলা হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য পদক্ষেপের অনুমতিও আছে। তবে গণ্ডগোল মোকাবিলায় অতীতের সঙ্গে এবার কৌশলের কিছুটা ফারাক রয়েছে। গণ্ডগোল পাকাতে পারে এমন অপরাধীদের ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে।

এত নিরাপত্তার বন্দোবস্তের মধ্যেও মঙ্গলবার সাগরদিঘির মণি গ্রামে বেশকিছু তাজা বোমা ভর্তি বস্তা উদ্ধার হয়েছে। হুগলির বলাগড়ে অবৈধভাবে টাকা বিলি করার অভিযোগে এক বিজেপি কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। বুধবারের ভোটে কমিশনের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুই ২৪ পরগনা। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়, ডায়মন্ড হারবারের ফলতা, আরামবাগ গুরুত্বপূর্ণ।

সব থেকে বেশি কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে কলকাতায়। ফ্লাইং স্কোয়াড ও স্ট্যাটিক সার্ভেলান্স টিমের সংখ্যাও কলকাতায় সব থেকে বেশি। গলিঘুঁজিতে বাহিনীর গতিবিধির সুবিধার জন্য বাইকের ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। বাহিনীকে প্রয়োজন অনুযায়ী যত দরকার, তত বাইক ভাড়ায় নিতে বলা হয়েছে।

অটোগ্রাফ না পেয়ে কান্না খুদের

স্বপ্নের প্রতি সৎ থাকো, ছাত্রদের বিরাট-টিপস

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : ম্যাচ শেষ। টিম হোটেলে ফেরার পালা দুই দলের।

দর্শকদের বেশিরভাগই তখন বাড়ির পথে। যদিও এক খুদে তখনও স্টেডিয়ামের মূল গেটের কাছে ঠাঁই দাঁড়িয়ে। গায়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সি। হাতে ব্যাট। বিরাট কোহলির অটোগ্রাফ চাই। সাজঘর থেকে বিরাট বেরোতেই পিছুপিছু ধাওয়া।

যদিও প্রিয় তারকার কাছে পৌঁছোনোর আগেই নিরাপত্তাবেষ্টনিতে আটকে যায় ৮-৯ বছরের খুদে ভক্ত। বিরাটের অটোগ্রাফের সুযোগ মিস। যা হজম করতে পারেনি খুদে ভক্ত! রাগে অটোগ্রাফের জন্য আনা ব্যাট ছুড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অকৃত্রিম বিরাট-ম্যানিয়ার এক টুকরো ছবি মাত্র।

বাইশ গজে প্রায় বিনা যুদ্ধে দিল্লি ক্যাপিটালস বধ। ১৫ বলে অপরাজিত ২৩-বড় ইনিংস খেলার সুযোগ পাননি বিরাট। দিল্লির গোটা ইনিংস ৭৫ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর সেই সুযোগও ছিল না। সংক্ষিপ্ত যে ম্যাচেও বিরাটের জন্য ছিল আবেগের হাতছানি।

সৌজন্যে ২০০৮ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সতীর্থ অজিতেশ আর্গল। ফাইনালে সেরার পুরস্কার পাওয়া বিরাটের সতীর্থ এখন নতুন ভূমিকায়, আরসিবি-দিল্লি ম্যাচের আম্পায়ারের দায়িত্বে! ২০০৮ সালে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে আইপিএলেও খেলেছিলেন। কিন্তু কেরিয়ার প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছোয়নি। তবে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা থেকে নতুন দায়িত্ব। ম্যাচের পর প্রাক্তন সতীর্থের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে পুরোনো স্মৃতি উসকে নিতে দেখা গেল বিরাটকে। যে ছবি ভাইরাল।

আইপিএলের সূত্রে বেঙ্গালুরু বিরাটের দ্বিতীয় হোম। প্রথম হোম দিল্লিই। ঘরের মাঠে নিজের শহরের দলকে দুরমুশ করে ফেরা। তবে বাকি দল পরবর্তী ম্যাচের জন্য আহমেদাবাদ রওনা দিলেও এদিন যাননি বিরাট। ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির নতুন শাখার উদ্বোধন। বিরাটের হাত দিয়ে এদিন যার উদ্বোধন।

গুরু রাজকুমারের কথা রাখতে থেকে যান বিরাট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহন জেটলিও। অ্যাকাডেমির একঝাঁক

ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে বিরাট কোহলি।

প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীর হাতে স্মারকও তুলে দেন বিরাট। খুদেদের আবদার মিটিয়ে ছবিও তোলেন। সঙ্গে লক্ষ্যপূরণের গুরুমন্ত্র।

উঠতি ক্রিকেট শিক্ষার্থীদের বিরাট বলেছেন, 'খুব ছোট থেকেই মনস্থির করে নিয়েছিলাম ক্রিকেটার হব। ইচ্ছেটা মন থেকে এসেছিল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম ক্রিকেট নিয়ে। বাবা-মা, শিক্ষকদের স্বপ্নের কথা জানিয়ে দিই। ইচ্ছেপূরণের জন্য জেদ, নিজের স্বপ্নের প্রতি সৎ থাকতে হবে। বড় ক্রিকেটার হওয়ার লক্ষ্যকে পাখির চোখ করে এগোতে হবে। তাহলে ঠিক সাফল্য আসবে।'

গুরু রাজকুমারের অ্যাকাডেমিতে নিজের ক্রিকেট জার্নির শুরুর গল্পও শোনান খুদেদের। বলেছেন, 'আট বছর বয়সে অ্যাকাডেমিতে খেলা শুরু করি। এখনও সময় পেলে যাই। আমার ক্রিকেট ভিত তৈরি করে দিয়েছিল এই অ্যাকাডেমি। আশা করি, তোমরাও খেলাটাকে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরবে।'

তারকা ছাত্রকে পেয়ে খুশি আড়াল করেননি কোচ রাজকুমারও। বিশ্বাস, নতুন প্রজন্ম যদি পরিশ্রম করে, তাহলে আগামীতে আরও 'বিরাট' উপহার দিতে পারবেন। আইপিএলের ব্যস্ত সূচির মধ্যে সময় বের করে বিরাট অ্যাকাডেমির নতুন শাখার উদ্বোধনে আসায় খুশিটা দ্বিগুণ।

মিচেল স্টার্কের মাঠে ফেরার দিন নিয়ে সংশয় এখনও বজায় রয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপর্যয়ের দিনে সতীর্থ লোকেশ রাহুলদের পাশে অজি তারকা। নয়াদিল্লিতে।

> কোনও যুক্তি, কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কী হল, মাথায় কিছু ঢুকছে না। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার এই হারগুলিকে দ্রুত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়াতে হবে আমাদের।
>
> **-অক্ষর প্যাটেল**
> (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পর)

জোশ-ভুবির প্রশংসায় রজত, সান্ত্বনা পার্থর

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে ২৬৪ করে হার।

গতকাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দিল্লি ক্যাপিটালসের সেই ব্যাটিং শেষ ৭৫-এ! শেষদিকে অভিষেক পোড়েল, কাইল জেমিসন কিছুটা মুখরক্ষা না করলে একসময় ৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে আইপিএলের সর্বনিম্ন স্কোরে আউট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

ম্যাচের পর স্বভাবতই সমালোচনার ঝড়। যদিও সমালোচনা নয়, কঠিন সময়ে দলের, ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়ালেন ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম মালিক পার্থ জিন্দাল। ম্যাচ শেষে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'কঠিন সময়। এখন দলের সবাইকে আরও কাছাকাছি থাকতে হবে। এককাট্টা হয়ে

স্টার্কের ফেরা নিয়ে জল্পনা জারি

খেলতে হবে। জানি কঠিন পরিস্থিতি। কিন্তু নিজেদের ওপর বিশ্বাস রেখে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

হতাশ অক্ষর প্যাটেলের গলাতেও দলগতভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দিল্লি অধিনায়ক বলেছেন, 'কোনও যুক্তি, কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কী হল, মাথায় কিছু ঢুকছে না। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার এই হারগুলিকে দ্রুত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়াতে হবে আমাদের।'

গত কয়েক ম্যাচে হারের জন্য ভাগ্যকেও দুষছেন। অক্ষরের মতে, 'পাঞ্জাব ম্যাচে ক্যাচ মিসের খেসারত দিতে হয়েছে। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে আর একটা রান করলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতেই পারত। আইপিএল কঠিন মঞ্চ। প্রতিটি ম্যাচই শক্ত। ভুল শুধরে, নেতিবাচক মানসিকতা দূরে সরিয়ে দল হিসেবে ঝাঁপাতে হবে।' আট ম্যাচে পাঁচটি হার, তিন জয়ে লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে রয়েছে দিল্লি।

সবকিছু ছাপিয়ে জোশ হ্যাজেলউড (১২/৪), ভুবনেশ্বর কুমারদের (৫/৩) পেস-সুইংয়ের সামনে ব্যাটিং হারাকিরি। আরসিবি-র স্পিনার সুযশ শর্মা আবার ম্যাচে সর্বাধিক ২০টি ডট বলের নজির গড়ে স্পর্শ করেছেন দীপক চাহারের রেকর্ড।

দিল্লির ব্যর্থতায় যখন অক্ষররা সমর্থকদের টার্গেট, তখন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার অবাক অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে। সহজ জয়ের খুশির মাঝে পাতিদার বলেছেন, 'পাওয়ার প্লে-তে পিচের আচরণ অবাক করেছে আমাদের। তবে হ্যাজেলউড, ভুবিও পাওয়ার প্লে-তে অসাধারণ বল করেছে। বলটা ঠিকঠাক জায়গায় রেখে সুইং করিয়েছে।'

দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলও দলগত ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েও ভুবি-জোশকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। বলেছেন, 'ওরা বিশ্বমানের বোলার। বিশ্বের যে কোনও মাঠে সুইং করানোর ক্ষমতা রাখে। শুরুতে যদি আমরা কয়েকটা ওভার কাটিয়ে দিতাম, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হত। আমাদের জন্য কঠিন ম্যাচ। কৃতিত্ব অবশ্য প্রাপ্য প্রতিপক্ষ বোলারদের।'

শুরুতে পিচ থেকে পাওয়া সুবিধা কাজে লাগাতে পারার খুশি নিয়ে হ্যাজেলউড বলেছেন, 'পিচ থেকে কিছুটা ফায়দা পেয়েছি। যার পুরোদস্তুর সুযোগ নিতে পেরে ভালো লাগছে। বাউন্সে কিছুটা হেরফের ছিল। বাড়তি সাইডওয়ে মুভমেন্টও পেয়েছি। লেংথ বলগুলি স্কিড করছিল। দরকার ছিল বলটা ঠিকঠাক জায়গায় রাখা। সেটাই করেছি আমরা।'

৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহর এলিট প্যানেলের নতুন সদস্য ভুবনেশ্বর। দ্বিতীয় বোলার হিসেবে কুড়িবার আইপিএলে তিন বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব। তালিকার শীর্ষে ২৫ বার তিন বা ততোধিক উইকেট নেওয়া বুমরাহ। পিছনে লসিথ মালিঙ্গা (১৯), হর্ষল প্যাটেল (১৭)।

টানা ব্যর্থতায় মিচেল স্টার্ককে নিয়ে জল্পনা উসকে দিচ্ছে। অপেক্ষা বাড়ছে সমর্থকদের। যদিও ধোঁয়াশা কিছুতেই কাটছে না। টিম সূত্রের খবর, এখনও স্টার্কের খেলা নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার থেকে ছাড়পত্র মেলেনি। ফলে কবে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে আইপিএলে নামবেন, ছবিটা পরিষ্কার নয়।

জুটিতে দাপট দেখিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নায়ক এখন ভুবনেশ্বর কুমার (বাঁয়ে) ও জোশ হ্যাজেলউড।

মনুকে বৈভব প্রসঙ্গে প্রশ্নে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : ভারতীয় ক্রিকেটে ভবিষ্যতের মহাতারকা কি বৈভব সূর্যবংশী? ১৫ বছরের বিস্ময় প্রতিভাকে কি এখনই জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়া উচিত? এমন বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী ভারতীয় শুটার মনু ভাকেরকে। আর এতেই বিতর্কের সূত্রপাত।

জাতীয় রাইফেল সংস্থার ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনু। সেখানেই এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। মনু অবশ্য প্রশ্ন শুনে একেবারেই বিব্রত হননি। উত্তরে তিনি বলেন, 'প্রতিভার কোনও বয়স হয় না। ভালো মেন্টর পেলে, ভালো সঙ্গ হলে শুধুমাত্র বয়স বাধা হয় দাঁড়ায় না কখনই। বৈভবকে সঠিক পথ দেখানো হলে ও ভবিষ্যতের তারকা হতেই পারে।' তবে এমন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে ক্ষুব্ধ ক্রীড়াপ্রেমীদের একাংশ। তাদের বক্তব্য, মনুর যা সাফল্য তা দেশে আর কয়জন ক্রীড়াবিদের আছে? এমন প্রশ্নে তাঁর কৃতিত্বকেই ছোট করা হয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন টিম ডিরেক্টর জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'মনু অলিম্পিক পদকজয়ী। ওকে ক্রিকেট নিয়ে প্রশ্ন করার অর্থই হল ওর সাফল্যকে ছোট করা। এরপর মনু ভাকেরকে নিয়ে বৈভবকে প্রশ্ন করে দেখবেন কী উত্তর পান।' এমন প্রশ্নও উঠছে যে, ক্রিকেটের দাপটে কি ম্লান হয়ে গেল অলিম্পিকের সাফল্যও?

উবের কাপ থেকে বিদায় ভারতের

হর্নসেন, ২৮ এপ্রিল : উবের কাপ ব্যাডমিন্টনে অভিযান শেষ ভারতের। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শক্তিশালী চিনের কাছে ৫-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হলেন পিভি সিন্ধুরা।

প্রথম সিঙ্গলসে পিভি সিন্ধু মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্বের দুই নম্বর ওয়াং ঝিয়ির। প্রথম গেম হেরে গেলেও দ্বিতীয় গেমটি জেতেন তিনি। কিন্তু শেষ গেমেও একটা সময় ১৮-১২ পয়েন্টে এগিয়ে থেকেও হেরে যান সিন্ধু। শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হন ১৬-২১, ২১-১৯, ১৯-২১ পয়েন্টে।

দ্বিতীয় সিঙ্গলসে ঈশারানি বড়ুয়া বিশ্বের চার নম্বর চেন ইউফেইয়ের কাছে ২২-২০, ২১-১৩ পয়েন্টে

হারলেন সিন্ধুও

হারেন। তৃতীয় সিঙ্গলসে দেবিকা সিহাগ পরাজিত হন জু ওয়েন জিংয়ের কাছে ২১-১৯, ১৭-২১, ১০-২১ পয়েন্টে। দুইটি ডাবলসেও একই ফল হয় ভারতের। প্রথম ডাবলসে প্রিয়া কনজেংবাম-শ্রুতি মিশ্রা বিশ্বের একনম্বর লিউ শেন শু-তান নিয়াংয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ১১-২১, ৮-২১ পয়েন্টে। অন্য ডাবলসে তৃষা জলি-কাভিপ্রিয়া সেলভাম ১০-২১, ২১-১২, ১৯-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন লু জু-ঝাং শু জুটির বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, প্রথম ম্যাচে ডেনমার্কের কাছে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে জিতেছিলেন সিন্ধুরা।

এদিকে উবের কাপে হেরে গেলেও সিন্ধুর মুকুটে নয়া পালক জুড়েছে। তিনি ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

মেয়ে আনাইজার জন্মদিনে গৌতম গম্ভীর।

মালদ্বীপ-গোয়ায় ছুটিতে নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : ছন্দে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দলের। রাজস্থান রয়্যালস ও লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে টানা দুই ম্যাচ জয়ের পর নাইটদের অন্দরের ছবিটাই বদলে গিয়েছে। ফিরেছে হারিয়ে যেতে বসা আত্মবিশ্বাস। সঙ্গে রয়েছে আগামীর লক্ষ্যে সাফল্যের সরণিতে এগিয়ে চলার চ্যালেঞ্জও।

এমন চ্যালেঞ্জের পথে আজিঙ্কা রাহানেদের পরবর্তী স্টেশন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। রবিবার দুপুরে উপ্পলের রাজিব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষানদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আপাতত পুরোপুরি ছুটির মেজাজে নাইটরা। দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও পাওয়ার হিটিং কোচ আন্দ্রে রাসেল সাময়িক ছুটি কাটাতে আপাতত মালদ্বীপে। অধিনায়ক রাহানে ও শেষ ম্যাচে 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড' আউট হয়ে জরিমানার কবলে পড়া অঙ্গকৃষ রঘুবংশীরা আজ তাঁদের বাড়ি ফিরেছেন। বোলিং কোচ টিম সাউদি, সহকারী কোচ শেন ওয়াটসনরা ছুটি কাটাতে গিয়েছেন গোয়ায়। নাইট সংসারে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটারদের একটা বড় অংশও আপাতত গোয়ায় বলে খবর। হায়দরাবাদে কেকেআরের টিম হোটেলে থাকা ক্রিকেটারের সংখ্যা এখন হাতে গোনা সামান্যই। যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও ছুটির মেজাজে। ক্রিকেট থেকে দূরে। জানা গিয়েছে, পরশু থেকে ফের অনুশীলন শুরু হবে কেকেআরের। তার আগে বুধবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে মালদ্বীপ ও গোয়া থেকে কেকেআরের কোচ, ক্রিকেটাররা ফিরে আসবেন হায়দরাবাদে। যোগ দেবেন স্কোয়াডে। শুরু হয়ে যাবে রবিবারের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতি। যার রিংটোন, জয়ের হ্যাটট্রিক করা।

৮ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে আইপিএল লিগ টেবিলে অষ্টম স্থানে থাকা নাইটদের জন্য এখন সব ম্যাচই কার্যত ফাইনালের মতো। বাকি থাকা ছয় ম্যাচের সবকয়টিতে জিততে পারলে প্লে-অফ সম্ভব বলে মনে করছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই লক্ষ্যেই পুরো দলকে ছুটি দিয়ে আরও শারীরিক ও মানসিকভাবে তাজা করে মাঠে নামতে চাইছে কেকেআর।

বাংলার কোচ থাকছেন লক্ষ্মীরতনই?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : সরকারি ঘোষণা হয়নি এখনও। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে, এমন খবরও নেই। কিন্তু তারপরও বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে জানা গিয়েছে, আগামী মরশুমেও লক্ষ্মীরতন শুক্লাই বাংলা সিনিয়ার দলের কোচের দায়িত্বে থাকতে চলেছেন।

দিন কয়েক আগে প্রথমবারের জন্য বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলার সিনিয়ার থেকে শুরু করে নানা বয়সভিত্তিক দলের কোচ হতে গেলে সরকারিভাবে আবেদন করতে হবে আগামী ১ মে-র মধ্যে। নয়া কোচের বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরই সম্প্রতি বাবাকে হারানো লক্ষ্মীরতনের সঙ্গে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের গোপন বৈঠকও হয়েছিল। সেই বৈঠকের নির্যাস এখনও স্পষ্ট নয়।

দুই পক্ষই বিষয়টি নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছেন। এমন অবস্থায় আজ সিএবি-র অন্দরমহলের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বড় অঘটন না হলে লক্ষ্মীরতনকেই আগামী মরশুমেও বাংলা সিনিয়ার দলের কোচ রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত। রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে লক্ষ্মীরতনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। জানিয়েছেন, এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্তও করেননি। কিন্তু তারপরও সিএবি-র অন্দরমহল থেকে লক্ষ্মীরতনকেই সিনিয়ার দলের কোচের পদে রেখে দেওয়ার খবর প্রবলভাবে সামনে আসছে। এখন দেখার শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেন সিএবি-র শীর্ষকর্তারা।

অ্যাটলেটিকো দুর্গে আজ কঠিন পরীক্ষা আর্সেনালের

মাদ্রিদ, ২৮ এপ্রিল : দীর্ঘ ৯ বছর পর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সেমিফাইনালের মঞ্চে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। বুধবার শেষ চারের প্রথম লেগে ঘরের মাঠে তাদের সামনে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের দৌড়ে থাকা শক্তিশালী আর্সেনাল।

ম্যাচের আগের চর্চার কেন্দ্রে আর্সেনালের হুলিয়ান আলভারেজ প্রীতি। অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে সরাসরি স্বীকার করেছেন যে, গানাররা তাদের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের ওপর নজর রাখছে। সিমিওনে বলেছেন, 'আলভারেজের মাথায় কী চলছে আমি জানি না। তবে আর্সেনাল, প্যারিস সাঁ জাঁ বা বার্সেলোনার মতো ক্লাব তাকে পেতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ সে একজন অসাধারণ খেলোয়াড়।' যদিও চোটের জন্য শেষ দুই ম্যাচে মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। অ্যাটলেটিকো ম্যাচে মাঠে ফিরছেন। উলটোদিকে আর্সেনাল ইপিএল জয়ের দৌড়ে থাকলেও ঘরোয়া লিগের ফর্ম চিন্তায় রাখবে কোচ মিকেল আর্তেতাকে। একইসঙ্গে কপালে ভাঁজ ফেলেছে চোট সমস্যা। কাই হাভার্জ এবং জুরিয়েন টিম্বার এই ম্যাচে অনিশ্চিত বলে খবর। আশার কথা চোট সারিয়ে ফিরেছেন রিকার্ডো ক্যালাফিওরি এবং গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম আর্সেনাল
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : মাদ্রিদ
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

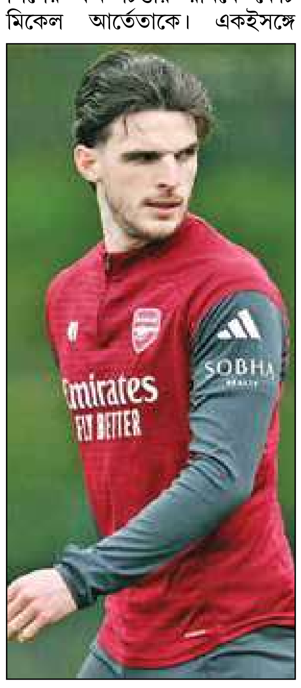

একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রস্তুতিতে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের জুলিয়ান আলভারেজ (বাঁয়ে) ও আর্সেনালের ডেকলান রাইস।

সেমির লড়াইয়ে নামার আগে আর্তেতা বলেছেন, 'আমরা জানি প্রতিপক্ষ হিসেবে অ্যাটলেটিকো কতটা শক্তিশালী। তারা ইউরোপের অন্যতম সুসংগঠিত দল। কিন্তু আমাদের খেলোয়াড়রা ক্ষুধার্ত। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার, নিজেদের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখা এবং প্রথম লেগেই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা। আমরা ইতিহাস গড়তে চাই।' আর্তেতার পরিকল্পনা থাকবে বলের দখল রেখে দ্রুত আক্রমণে অ্যাটলেটিকোর রক্ষণকে এলোমেলো করে দেওয়া।

সিমিওনে অবশ্য কথায় নয়, মাঠের লড়াইয়ে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন, 'আর্সেনাল এই মুহূর্তে ইউরোপের অন্যতম সেরা আক্রমণাত্মক দল। তাদের গতি এবং প্রেসিং সামলানো চ্যালেঞ্জিং। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে অভিজ্ঞতা অনেক বড় বিষয়। সমর্থকরা আমাদের পাশে আছে। আমরা জানি কীভাবে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। মাঠে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব।' বলার অপেক্ষা রাখে না অ্যাটলেটিকো নিজেদের দুর্গে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে আর্সেনালকে। সিমিওনে পরোক্ষভাবে আরও জানিয়ে দেন, রক্ষণভাগ সামলে পালটা আক্রমণের সুযোগ খুঁজবেন তাঁরা।

'প্রত্যাবর্তনে বাধা দিচ্ছে ফেডারেশন'

অভিযোগ ভিনেশের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট।

কয়েকমাস আগেই ভিনেশ ঘোষণা করেছিলেন, অবসর ভেঙে কুস্তিতে ফিরতে চান। এবার কুস্তি সংস্থার বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তিনি। অভিযোগ, কুস্তির ম্যাটে প্রত্যাবর্তনে বাধা দিচ্ছে খোদ সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থা।

২০২৪ অলিম্পিকে স্বপ্নভঙ্গের পর কুস্তি থেকে অবসর। তারপর রাজনীতিতে যোগ দিয়ে বিধায়ক হওয়া। পুত্রসন্তানের মা-ও হয়েছেন তিনি। সন্তান জন্মানোর পাঁচ মাস পরেই অবসর ভাঙার কথা জানান ভিনেশ। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, আগামী মাসে ন্যাশনাল ওপেন র‍্যাংকিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। যেখানে পদক জিতলে এশিয়ান গেমস ট্রায়ালে নামার সুযোগ মিলবে।

নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৫ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ও ২০২৬ ফেডারেশন কাপ পদকজয়ীরা ট্রায়ালে নামতে পারবেন। এছাড়া ওপেন র‍্যাংকিংয়ে পদকজয়ীরা ট্রায়ালে নামার সুযোগ পাবেন। কিন্তু ভিনেশের অভিযোগ, তাঁকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, 'প্রতিযোগিতায় নাম নথিভুক্তকরণের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। কিন্তু তার আগেই পোর্টাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি কুস্তি সংস্থার কর্মীদের ফোন করেছিলাম। তাঁরা কেউ ফোন ধরেননি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমার সঙ্গে ফেডারেশন কাপের সময় একই জিনিস করা হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে নিয়ম পরিবর্তন করা হয়। আমাকে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখার একটা চেষ্টা চলছে।'

ভিনেশ ফোগট

যদিও ভিনেশের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন, সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় সিং। তিনি বলেছেন, 'ভিনেশের রেজিস্ট্রেশন ইতিমধ্যে করা হয়ে গিয়েছে। তারপরও ও কেন ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে জানি না। আমরা কোনও কুস্তিগিরকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিষয়ে বাধা দিই না। ভিনেশের উচিত কুস্তিতে মনঃসংযোগ করা।'

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

তানিষ্ক (রিও) -এর ১৬তম শুভ জন্মদিনে অনেক আদর ও আশীর্বাদ রইল। - বাবা ও মুনামুনা, জল।

Arjun/Daidu : Happy Birthday to our dearest Grandson. May God Bless You. - Deb Roy/ Dutta Family.

মান্ডবীর তীরে জ্বলল মশাল

ইস্টবেঙ্গল-৩ (ইউসেফ-২,বিপিন)
ওড়িশা এফসি-০

সর্বাধিক গোলস্কোরার এখন ইস্টবেঙ্গলের ইউসেফ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : গোয়ার মাঠেও ছন্দ ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল।

টেকনিকালি হোম ম্যাচ। কিন্তু আদপে অ্যাওয়ে ম্যাচ। খাঁ খাঁ করছে ফতোরদা স্টেডিয়াম। হাতে গোনা কিছু ইস্টবেঙ্গল সমর্থক উপস্থিত। কিন্তু তারমধ্যে আক্রমণাত্মক ফুটবলের নিদর্শন ইস্টবেঙ্গলের। নিট ফল, ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে দাপুটে জয়।

দলের প্রাণভোমরা মিগুয়েল ফিগুয়েরো নির্বাসিত। মহম্মদ বসিম রশিদ পুরো ফিট নন। আনোয়ার আলিও শুরু করার পরিস্থিতিতে ছিলেন না। তারপরও তিন ডিফেন্ডার নীতিতেই আস্থা অস্কার ব্রুজোঁর। বরং আরও আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে ৩-৫-২'এর পরিবর্তে ৩-৪-৩ ছকে দল নামান।

দুর্বল ওড়িশার বিরুদ্ধে শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সেই লক্ষ্যে সফল তারা। সৌজন্যে বিপিন সিং-পিভি বিষ্ণু জুটি। এদিন প্রথমজনের ছিল ১৫০তম আইএসএল ম্যাচ। দ্বিতীয়জনের আইএসএলে ৫০তম ম্যাচ। মাইল ফলক স্পর্শের দিনে দুই তারকাই নিজেদের উজাড় করে দিলেন। দুই প্রান্ত দিয়ে ওড়িশা রক্ষণের নাভিশ্বাস তুলে দিলেন তাঁরা। ম্যাচের ৩ মিনিটে বিপিনের ক্রস থেকে এডমুন্ড লালরিনডিকার হেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তবে ডেডলক ভাঙে ১১ মিনিটে। বাঁদিক থেকে বিষ্ণুর ক্রসে ডান পায়ের টোকায় ফিনিশ করেন বিপিন।

গোল খাওয়ার পর আরও রক্ষণাত্মক ওড়িশা। ইস্টবেঙ্গলের ঝড় আটকাতে সাত-আটজনকে নামিয়ে বক্সে পায়ের জঙ্গল তৈরি করে তারা। যে কারণে, আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও প্রথমার্ধে আর গোল পায়নি ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ২০ মিনিটে নন্দকুমার শেখরের হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অনেকদিন পর বেশ ভালো খেললেন ইস্টবেঙ্গলের এই দক্ষিণী উইঙ্গার। বারবার চোখে পড়লেন এডমুন্ডও। তবে নিষ্প্রভ দেখাল অ্যান্টন সোজবার্গকে। তিনি এখনও দলের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেননি। বারবার ওড়িশা ডিফেন্ডারদের মাঝে ধরা পড়ে গেলেন।

তবে রক্ষণাত্মক থাকলেও সুযোগ পেলেই আক্রমণ শানিয়েছে ওড়িশা। বিশেষ করে বাঁদিক থেকে জিকসন সিংকে টপকে বেশ কয়েকবার বিপজ্জনক হলেন রহিম আলি। ৪৩ মিনিটে তাঁর একটি গোলমুখী শট বাঁচিয়ে দেন প্রভসুখান সিং গিল। আরেকবার ৬১ মিনিটে তাঁর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিপদ বুঝতে পেরেই দ্বিতীয়ার্ধে নন্দকে তুলে জয়কে নামিয়ে চার ডিফেন্ডারে চলে যান অস্কার। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে রশিদকেও নামিয়ে দেন তিনি। এদিন কিছুটা হলেও মিগুয়েলের অভাব বোঝা গিয়েছে। গোলমুখ খুলতে অ্যান্টনের পরিবর্তে ইউসেফ এজেজ্জারিকে মাঠে নামান অস্কার। মরোক্কান স্ট্রাইকার নামতেই ফের চেনা ছন্দে ইস্টবেঙ্গল।

৭০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পায় ইস্টবেঙ্গল। বিষ্ণুর ক্রস এগিয়ে এসে বিপন্মুক্ত করেন ওড়িশা গোলকিপার। ফিরতি বলে গোল করে যান এজেজ্জারি। এখানেই শেষ নয়, ৮৪ মিনিটে আবারও স্কোরশিটে নাম তোলেন মরোক্কান গোলমেশিন। বিপিনের ক্রস থেকে ফিনিশ করেন। এই নিয়ে আইএসএলে ৯ গোল হয়ে গেল তাঁর। গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে জেমি ম্যাকলারেনকে পিছোনেই ফেললেন তিনি।

আপাতত ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চার নম্বরে ইস্টবেঙ্গল। পরের ম্যাচ মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে। এদিনের জয় জনি কাউকোদের মুখোমুখি হওয়ার আগে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে ইস্টবেঙ্গলকে।

ইস্টবেঙ্গল
প্রভসুখান, রাকিপ, সিবিল্লে, জিকসন, বিপিন, সাউল, সৌভিক (রশিদ), বিষ্ণু (ডেভিড), নন্দকুমার (জয়), সোজবার্গ (ইউসেফ) ও এডমুন্ড (জেরি)।

জোড়া গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করলেন ইউসেফ এজেজ্জারি। মঙ্গলবার ফতোরদায়।

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে বৈভব সূর্যবংশী। ফিরে পেলেন অরেঞ্জ ক্যাপও।

পাঞ্জাব মেলে রাশ টানল রাজস্থান

পাঞ্জাব কিংস-২২২/৪
রাজস্থান রয়্যালস-২২৮/৪
(১৯.২ ওভারে)

নিউ চণ্ডীগড়, ২৮ এপ্রিল : এবারের আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসকে হারানোর ফর্মুলা সামাজিক মাধ্যমে ঘুরছিল। যার প্রথম শর্ত ছিল, পাঞ্জাবকে রানতাড়া করতে দেওয়া যাবে না। অথবা, শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেডকে দুশোর কম টার্গেট দিতে হবে। মঙ্গলবার প্রথম সমীকরণ মিলিয়ে পাঞ্জাব মেলে রাশ টানল রাজস্থান রয়্যালস। ৬ উইকেটে জিতে তারা চলতি আইপিএলে শ্রেয়স ব্রিগেডকে প্রথম হার উপহার দিল।

রাজস্থানের বোলাররা দুরন্ত ফর্মে থাকা পাঞ্জাব ব্যাটিংয়ের চেনা ঝাঁঝ অনেকটা শুষে নিতে সক্ষম হলেও শেষ লগ্নে মার্কাস স্টোয়িনিসের তাণ্ডবে ২২২/৪ স্কোরে পৌঁছায় প্রীতি জিন্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি। স্টোয়িনিসের পালটা হিসেবে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে রাজস্থানকে জয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে যান বৈভব সূর্যবংশী।

প্রিয়াংশ আর্য (১১ বলে ২৯) অবশ্য ঝোড়ো শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় ওভারে নান্দ্রে বার্জারের (৫৯/১) থেকে ২১ রান নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরের ওভারে জোফ্রা আর্চারের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে প্রিয়াংশ উইকেট দিয়ে আসেন। প্রিয়াংশের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন কুপার কনোলি (১৪ বলে ৩০)। তাঁকে তুলে নেন রবি বিষ্ণোইয়ের বদলে প্রথম একাদশে থাকা যশ রাজ পুঞ্জা (৪১/২)। অদ্ভুতভাবে এদিন অ্যাঙ্কর রোলে ছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালস বধের অন্যতম নায়ক প্রভসিমরান সিং (৪৪ বলে ৫৯)। স্ট্রাইক রেট বাড়াতে পারেননি শ্রেয়সও (৩০)। কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলেন স্টোয়িনিস (২২ বলে অপরাজিত ৬২)। ডেথ ওভারে ঝড় তোলেন তিনি। ২০তম ওভারে ব্রিজেশ শর্মার থেকে ২৪ রান নিয়ে রাজস্থানের চাপ বাড়িয়ে দেন স্টোয়িনিস।

রানতাড়ায় নেমে নিজের কাজ শুরু করে দেন বৈভব (১৬ বলে ৪৩)। প্রথম ওভারের চতুর্থ বলে অর্শদীপ সিংকে ছক্কা মেরে খাতা খোলার পর পরের দুই বলে জোড়া চার বার করেন তিনি। জোড়া ছক্কায় রেয়াত করেননি কিউয়ি পেসার লকি ফার্গুসনকেও। 'বোলার দেখি না, বল দেখি' মানসিকতায় মার্কো জানসেনকেও মাঠের বাইরে ফেলেন বৈভব। শেষপর্যন্ত বৈভব-ঝড় থামান অর্শদীপ। আউট হওয়ার আগেই বৈভব আইপিএলে এক মরশুমে দ্রুততম চারশো রানের (১৬৭ বলে) গণ্ডী পেরিয়ে যান। সঙ্গে ফিরে পান অরেঞ্জ ক্যাপের মালিকানা। যুযবেন্দ্র চাহালকে (৩৬/৩) বিপজ্জনক লাগলেও পাঞ্জাবের কোনও পেসারই এদিন দাগ কাটতে পারেননি। সুযোগটা কাজে লাগিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজস্থান ১৯.২ ওভারে ৪ উইকেটে ২২৮ রানে পৌঁছে যায়। যশস্বী জয়সওয়াল ৫১, রিয়ান পরাগ ২৯ রানে ফেরার পর বাকি কাজটা সেরে এসেছেন ডোনোভান ফেরেইরা (২৬ বলে অপরাজিত ৫২) ও শুভম দুবে (১২ বলে অপরাজিত ৩১)।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নেই চানু!

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : আগামী মাসে গান্ধিনগরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নামতে পারবেন না ভারোত্তোলক সাইখোম মীরাবাই চানু। তিনি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মোদিনগরে আয়োজিত

জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে কাঁধে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোট সারানোর প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু পরপর কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমস রয়েছে সামনেই। কমনওয়েলথে চানু নামবেন টানা তৃতীয় সোনার লক্ষ্যে। অন্যদিকে, এশিয়ান গেমসে এখনও খাতা খুলতে পারেননি তিনি। ফলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চান না চানু।

স্মরণে

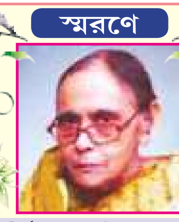

স্বর্গীয়া নমিতা রায়
যাওয়া : 29/4/2021
মা, যেখানেই থাকো ভালো থেকো আমাদের আশীর্বাদ করো।
তোমার - মনা, বাবু, সলিল

কনস্ট্রাকশন ঠিকাদারের প্রয়োজন
অভিজ্ঞ কনস্ট্রাকশন ঠিকাদারের প্রয়োজন, যারা ও অদক্ষ শ্রমিক (যেমন - কার্পেন্টার, বার বেন্ডার, হেল্পার এবং রিগার) সরবরাহ করতে পারেন।
স্থান:
- গুজরাট: আহমেদাবাদ, মুন্দ্রা, জামনগর, সুরাট
- মহারাষ্ট্র: মুম্বাই, পুনে
- কর্ণাটক: বেঙ্গালুরু

ন্যূনতম প্রয়োজন:
আমাদের ৫০০০-এর বেশি শ্রমিক প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে শুধুমাত্র সেই ঠিকাদাররা যোগাযোগ করুন, যারা ৫০-এর বেশি শ্রমিক সরবরাহ করতে সক্ষম।
যোগাযোগ করুন:
হোটেল সিল্ক ইন, মৌজা মহেশমাটি, সানি পার্ক, মালদা
6295762362 lrd@rivierainfra.com

ছয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : পরিকল্পনাটা অনেকদিনের। বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা যখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব ছিলেন, সেই সময় গতি পেয়েছিল পরিকল্পনা। আজ সেই পরিকল্পনা বাস্তব করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক থেকে মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব ভারতের মোট ছয়টি রাজ্যে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির 'ভার্চুয়াল' উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। সিকিমের রংপো, অরুণাচলপ্রদেশের দইমুখ, মণিপুরের ইম্ফল, মেঘালয়ের মদনকুর্কলাং, মিজোরামের আইজল ও নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে হতে চলেছে বিশ্বমানের ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। দীর্ঘসময় ধরেই উত্তর-পূর্বের মানুষের দাবি ছিল সেখানে সঠিক ক্রিকেট পরিকাঠামো গড়ে তোলার। ভৌগোলিক অবস্থানের পাশে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ার কারণে এতদিন উত্তর-পূর্ব ভারতে ক্রিকেটের উন্নয়ন থমকে ছিল।

উত্তর-পূর্ব ভারতে নয়া ক্রিকেট স্বপ্ন

আজ প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বের ছয় রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্বোধনের ফলে সিকিম, অরুণাচল, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরামের মতো রাজ্যগুলির ক্রিকেটপ্রেমীরা উৎসাহিত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের হাই পারফরমেন্স সেন্টারের মতোই দেশের উত্তর-পূর্বের ছয় রাজ্যে ক্রিকেট পরিকাঠামো গড়ে তুলবে বিসিসিআই। এর ফলে সেখানকার ক্রিকেটপ্রেমীরা নিজেদের রাজ্য থেকেই সরাসরি ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় ছাড়াও আজ ছয় রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্বোধনের আসরে হাজির ছিলেন বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সহ প্রায় সব শীর্ষকর্তাই। উল্লেখ্য, প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়া যখন বিসিসিআই সভাপতি ছিলেন, সেই সময় তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতে ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য কমিটিও গড়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়াও সেই কমিটিতে ছিলেন।

মালদ্বীপ-গোয়ায় ছুটিতে নাইটরা

-খবর এগারোর পাতায়

আজ অভিষেক বনাম বুমরাহ

রোহিতের প্রত্যাবর্তন ঘিরে সংশয় জারি

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : রোহিত শর্মার প্রত্যাবর্তন নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ফেরার কথা ছিল। যদিও মাঠের বাইরেই কাটাতে হয়েছে। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও হিটম্যান ফিরবেন, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

সাত ম্যাচে মাত্র দুইটি জয়। লিগ টেবিলে নামতে নামতে একেবারে নয় নম্বরে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। পিছনে শুধু লখনউ সুপার জায়েন্টস। প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকতে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই। বোলিং থেকে ব্যাটিং-সব বিভাগেই প্রভূত উন্নতির প্রয়োজন। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাটিং ফ্লপ শোয়ের ক্ষত সারাতে রোহিতকে ফেরানোর দাবি উঠছে।

যদিও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কালকের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে রোহিতকে ঘিরে সেই প্রত্যাশাপূরণ নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ক্রমশ উন্নতি করছে। আগের থেকে অনেক সুস্থ। তবে রোহিত আগামীকাল খেলবেন কি না, তা টসের আগেই ঠিক করা হবে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য ১২ এপ্রিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচের পর মাঠের বাইরে রয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাক্তন অধিনায়ক।

রোহিতের অনুপস্থিতিতে টপ অর্ডার রীতিমতো খোড়াচ্ছে। কুইন্টন ডি কক, রায়ান রিকেলটন, দানিশ মালেওয়ারদের দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওপেনিং কম্বিনেশন গড়েও লাভের লাভ হয়নি। ডি কক একটা ম্যাচে সেঞ্চুরি ছাড়া রান পাননি। আগামীকালও রোহিতকে না পাওয়া গেলে ফের রিকেলটনদের ওপর ভরসা রাখা ছাড়া উপায় নেই থিংকট্যাংকের।

প্যাট কামিন্সের প্রত্যাবর্তনের পর হায়দরাবাদের বোলিং শক্তি অনেকটাই বেড়েছে। গত কয়েক ম্যাচে তার প্রভাবও দেখা যাচ্ছে। মুম্বই যেখানে নয় নম্বরে, সেখানে হায়দরাবাদ শেষ চার ম্যাচ জিতে প্রথম তিনে জায়গা করে নিয়েছে। প্রফুল হিঙ্গে, সাকিব হুসেইনদের মতো নতুন মুখের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কান তারকা এশান মালিঙ্গা উইকেটের মধ্যে।

নড়বড়ে সূর্যকুমার যাদব, ধারাবাহিকতাহীনতায় ভোগা তিলক ভার্মা কিংবা অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য ফের কঠিন পরীক্ষা হতে চলেছে সাকিব-প্রফুলের মতো অচেনা অস্ত্র। তবে ম্যাচের চাবিকাঠি মুম্বই বোলিং বনাম হায়দরাবাদের ব্যাটিংয়ের দ্বৈরথেই মধ্যেই লুকিয়ে।

জসপ্রীত বুমরাহ, অশ্বনী কুমার, আল্লাহ মহম্মদ গজনফার, শার্দূল ঠাকুরদের সামনে যেখানে বিস্ফোরক ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, ট্রাভিস হেডদের সামলানোর অ্যাসিড টেস্ট। মাঝে হেনরিচ ক্লাসেনের ধারাবাহিক সাফল্য প্রতিপক্ষ বোলিংয়ের মাথাব্যথার কারণ। গত রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচে বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং তাণ্ডবের (৩৭ বলে সেঞ্চুরি) পরও অনায়াসে ম্যাচ জিতেছে হায়দরাবাদ।

ওয়াংখেড়ে আবার ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেটের জন্য পরিচিত। বাউন্ডারিও তুলনায় ছোট। অভিষেকরা যার সুযোগ নিলে রক্তচাপ বাড়বে মাহেলা জয়বর্ধনে-হার্দিকদের। তার ওপর মিচেল স্যান্টনারকে (কাঁধের চোটে ছিটকে গিয়েছেন) না পাওয়া। পরিবর্ত হিসেবে কেশব মহারাজকে নিলেও আগামীকাল খেলার সম্ভাবনা নেই।

আগামীকাল নড়বড়ে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে অ্যাডভান্টেজ হায়দরাবাদই। দ্বিপাক্ষিক টক্করে অবশ্য বেশ খানিকটা এগিয়ে মুম্বই (১৫-১০)। বুধবারের টক্করে হায়দরাবাদ এই ব্যবধান কমাবে নাকি আরব সাগর থেকে আসা তাজা হাওয়া মুম্বইয়ের সাজঘরের গুমোট পরিবেশে অক্সিজেন জোগাবে, সেটাই এখন দেখার।

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম **সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

মায়ের সঙ্গে খোশমেজাজে অভিষেক শর্মা।

প্র্যাকটিসের মাঝে সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে আলোচনায় রোহিত শর্মা।

স্বস্তিতে লাল ম্যাঞ্চেস্টার

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ এপ্রিল : ওল্ড ট্রাফোর্ডে ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে স্বস্তির জয়। প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে নিজেদের অবস্থান একটু হলেও মজবুত করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। আরও স্পষ্টভাবে বললে, দীর্ঘ দুই মরশুম পর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার পথ বেশ খানিকটা প্রশস্ত করে ফেলল লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

সোমবার রাতে ১১ মিনিটে ক্যাসেমিরোর দুর্দান্ত হেডার এগিয়ে দেয় ইউনাইটেডকে। ৪৩ মিনিটে বেঞ্জামিন সেসকো ঠান্ডা মাথায় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। ব্রেন্টফোর্ড শেষবেলায় একটি গোল শোধ করে। এই জয়ের সুবাদে ৩৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে তিন নম্বরে রইল রেড ডেভিলরা। চার এবং পাঁচ নম্বরে থাকা লিভারপুল ও অ্যাস্টন ভিলা তিন পয়েন্ট পিছিয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই জয়ের পর শিবিরে স্বস্তি ফিরলেও আরও বেশি সতর্ক ইউনাইটেড কোচ মাইকেল ক্যারিক। তিনি বলেছেন, 'আমরা সঠিক পথে আছি। তবে এখনই উচ্ছ্বাসের সময় নয়। আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নয়, পয়েন্ট টেবিলে যতটা সম্ভব ওপরের দিকে শেষ করা। জয়ের মানসিকতা ধরে রাখা।'

SUSHRIK SANKAR BHUNIA
WISH YOU A VERY VERY HAPPY
13TH BIRTHDAY
29.04.2026
Loads of Love, Affection and Blessings from
SUMAN SANKAR BHUNIA (BABA)
SUKUMAR & ARATI BHUNIA (DADA & AMMA)
BELOVED TINTIN

শ্রদ্ধাঞ্জলী

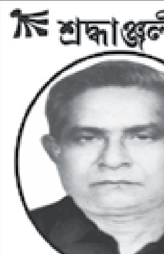

স্বর্গীয় প্রফুল্ল কর্মকার
২৯তম প্রয়ান দিবস

তোমাকে স্মরণ করি
অশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে
যেথা আছো ভালো থেকো
চিরশান্তি নিয়ে
তুমি আমাদের পথ প্রদর্শক
তোমার চলে যাওয়ায়
আমরা বিদীর্ণ ও মর্মাহত।
তোমার আত্মার
চিরশান্তি কামনা করি।
প্রদীপ কর্মকার, মৌমিতা কর্মকার, ঈপ্সিত কর্মকার এবং বিধান জুয়েলারী পরিবারের সদস্যাবৃন্দ, শিলিগুড়ি

BIDHAN JEWELLERY WORKS
Bidhan Market, Siliguri
0353-2532288, 9093500531
Hill Cart Road (1st Floor), Opp. Meghdoot Cinema, Siliguri, 0353-2534444, 9093500532
Deals in : ★GOLD ★ DIAMOND ★PLATINUM★ SILVER★ REAL GEMS
New Venture
irin
86/R, Bidhan Market, Siliguri
+91 89459-10666, 90935-00531
EXCLUSIVE SILVER JEWELLERY & ARTEFACTS

জাতীয় টেবিল টেনিসে পদকজয়ীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জাতীয় টেবিল টেনিসে শুভেচ্ছা রায় মহিলাদের টিম ইভেন্ট ও মিক্সড ডাবলসে সোনা এবং সিঙ্গলস ও ডাবলসে রুপো পেয়েছেন। প্রিয়ম চক্রবর্তী পুরুষদের টিম ইভেন্ট ও ডাবলসে সোনা এবং মিক্সড ডাবলস থেকে এনেছেন ব্রোঞ্জ। অভিষেক বর্মনের সংগ্রহে পুরুষদের টিম ইভেন্টের সোনা ও ডাবলসের ব্রোঞ্জ। প্রয়াস সাহা অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের বিভাগ থেকে জোড়া সোনা জিতে ফিরেছে। অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের বিভাগে একটি করে সোনা ও রুপো রয়েছে শ্রুতি দাসের। মঙ্গলবার তাঁদের প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটি ও দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের তরফে সংবর্ধিত করা হল। মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে পাঁচ পদকজয়ী প্যাডলারকে অজিতকুমার সরকার স্মারক ট্রফি, টি-শার্ট ও ফুল তুলে দেওয়া হয়েছে বলে আয়োজক দুই সংস্থার সভাপতি অমিত সরকার জানিয়েছেন। করানো হয় মিষ্টিমুখও।

জোড়া সোনা জয়ী প্রয়াস সাহাকে প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটি ও দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।

একইসঙ্গে সফল প্যাডলারদের জন্য নতুন আশার কথাও অমিতকে মেয়র শুনিয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেছেন, 'শ্রবণ প্রতিবন্ধী এই টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা কীভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে ১ মে গৌতম দেব বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন।' এছাড়া দুঃস্থ প্যাডলার স্মরণ দাসকে উৎসাহিত করতে এদিন স্মারক উপহার দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা পেয়ে প্রয়াস তাঁর মায়ের মাধ্যমে বলেছেন, 'পদক জিতে ফেরার পরই এনজেপি-তে অমিত সরকার আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আজ আরও একবার তাঁর উদ্যোগেই আমরা সংবর্ধনা পেলাম। মাঝে কেউ আমাদের সংবর্ধনা দেয়নি। ভারতী ঘোষ বেঁচে থাকতে তিনিই এই উদ্যোগটা নিতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অমিত সরকার দায়িত্ব নিয়েছেন।' সংবর্ধনা পেয়ে আনন্দের কথা বাবার মাধ্যমে জানিয়েছেন শুভেচ্ছাও।

পূর্ব রেলের সংবর্ধনা নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার আরণ্যককে

আসানসোল, ২৮ এপ্রিল : সম্প্রতি ভারতের ৯৫তম এবং পশ্চিমবঙ্গের ১২তম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন পূর্ব রেলের কর্মী আরণ্যক ঘোষ। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য পূর্ব রেলের সদর দপ্তর ফেয়ারলি প্লেসে সংবর্ধিত করা হল। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর অসামান্য সাফল্যের আরণ্যককে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'এই সাফল্য পূর্ব রেলের জন্য গর্বের।' পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝির মতে, আরণ্যকের এই সাফল্য নিরলস পরিশ্রম ও নীরব সাধনার ফল।

আজ ফের শুরু দাত্তু ফাদকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : কয়েকদিনের বিরতির পর বুধবার ফের সিএবি-র পরিচালনায় ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় দাত্তু ফাদকার ট্রফি ৯ দলীয় আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে মোদি পাবলিক স্কুল-জার্মেলস অ্যাকাডেমি ও শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল-ডিএভি স্কুল।

ম্যাচের সেরা হয়ে মণীশ ওরাওঁ। ছবি : অনীক চৌধুরী

জিতল জেওয়াইএমএ

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : জেওয়াইসিসি-র অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার জেওয়াইএমএ ২-০ গোলে মিলন সংঘ ক্লাবকে হারিয়েছে। সুমিত ওরাওঁ ও ম্যাচের সেরা মণীশ ওরাওঁ গোল করেন। বুধবার খেলবে জেওয়াইসিসি এবং পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাব।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন মাটিগাড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মাটিগাড়া - এর একজন

বাসিন্দা সুনিতা দামাই - কে 04.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82D 70824 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আর্থিক স্বচ্ছলতা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এবং এটি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। নাগরিকদের বিশেষ করে মহিলাদের এই চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই মুহূর্তে ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক অভিবাদন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।